

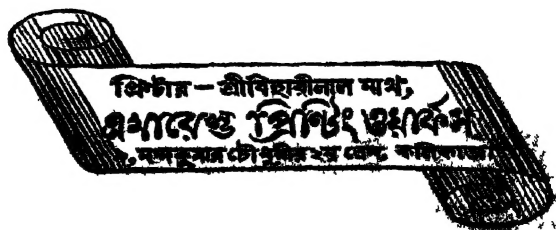
সেকেন্দার শাহ

(ALEXANDER, THE GREAT)

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা
২৪ নং চোরবাগান সেকেন্ড লেন
ইহাতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ।





শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ ।

ভারতমাতার সুসন্তান,
বঙ্গের গৌরব, স্বদেশের আশাভরসা,
নির্ভীকহৃদয়—দিগ্বিজয়ী বীর,
আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

মহাশয়ের কলকমলে

দিগ্বিজয়ী বীর

(ALEXANDER, THE GREAT)

“সেকেন্দার শাহকে”

অর্পণ করিলাম,—

কারণ,

“যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ” ।

ইতি

গ্রন্থকার ।

১৩৫১

ভূমিকা

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে “সেকেন্দার শাহ” রচিত হয়। “উপেক্ষিতা”, “স্বত্রবীৰ”, “সংসঙ্গ” ইত্যাদি কয়েকখানি নাটক—পরিচিত বন্ধুবান্ধব-গণের উৎসাহ (সাধারণ বঙ্গমাঞ্চল অভিনীত হইবার অপেক্ষা না কবিতা) প্রকাশে কবিতা ছিলাম,—ঈশ্বরেচ্ছায় আশাশীত ফললাভ কবিতা ছি এবং এখনও কবিতা গছি। “সেকেন্দার শাহ” প্রকাশের ব্যাপার অল্পত। দশ বৎসর ধনিতা যে পাণ্ডুলিপি স্বেচ্ছায় চাপিতা বাখিতা ছিলাম,—এবার শুধু পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের উৎসাহ নয়,—অসংখ্য অপরিচিত নাট্যমোদী গাহিতা সৈবী ভদমহোদয়—(বোধ হয় ক্রমে ক্রমে লোক-পৰম্পৰায় অবগত হইয়া)—“আপনার সেকেন্দার শাহ বাহিব হইল কি,—কিহা কবে বাহিব হইবে—” ইত্যাদি তাগাদায় আপাকে এক বকম জোবজববদন্তি কবিতা “সেকেন্দার শাহকে” বাজাবে বাহিব কবাইলেন। ফলকথা,—“সেকেন্দার শাহ” আমাব কাছে গুপ্তভাবে যখন দশবৎসর ছিলেন,—একপ ঘন ঘন তাগাদা,—আমাব বাজীতে, অফিসে এবং গুৰদাস বাবুৰ দোকানে “সেকেন্দার শাহেব” সন্ধানে দলে দলে স্ত্রী সজ্জনেব আগমন এবং স্ত্রী বোধাই, বেঙ্গুন, কানপুৰ, ঢাকা ইত্যাদি স্থান হইতে বাশি বাশি পত্র প্রেবিত না হইলে,—“সেকেন্দার শাহ” আমাব ক্ষুদ্র কুটীৰ হইতে বড় সহজে দিগ্বিজয়ে বাহিব হইতে পারিতেন না। আবও বোধ হয় কয়েক বৎসৰ ২৪ নং চোরবাগান সেকেন্দার লেন, কলিকাতায় তাঁহাকে বন্দী থাকিতে হইত।

“সেকেন্দার শাহ” স্বর্গীয় নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথের পরামর্শে রচনা করি। অমরেন্দ্রনাথ এই “সেকেন্দার শাহ” নাটক এবং তাঁহার রচিত

“নেপোলিয়ান বোনাপার্ট” নামক একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক খুব একটা সমারোহ ব্যাপার করিয়া অভিনয় করিবেন বলিয়া নিজের কাছে Reserved রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে—(পাঠক ! বুঝিতে পারিতেছেন—কাহাকে ?—) নিজ-দলভুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া উক্ত নাটকদ্বয় অভিনয় করিবেন। সেজ্ঞাত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকদিন ধরিয়া সে বিষয়ে চেষ্টা হইতেছিল—এবং বোধ হয় চেষ্টা অনেকটা ফলবতীও হইয়াছিল। বাদ সাধিল—নিষ্ঠুর কাল ;—অমরেন্দ্রনাথ অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। “সেকেন্দার শাহ” এবং “নেপোলিয়ান বোনাপার্ট” তাঁহার উত্তোগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আর অভিনীত হইল না। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে—আমার “সেকেন্দার শাহ” সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (যেখানে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম) ছ’চার বার অভিনয় করিবার জল্পনা হয়,—কিন্তু মনের মতন অভিনেতার সমাবেশের অভাবে আমি প্রাণ ধরিয়া “সেকেন্দার শাহকে” কোথাও বাহির করি নাই। অত্ৰ সাধারণ রঙ্গালয়—যেখানে প্রোপ্রাইটার আমাকে আহ্বান করিয়া নাটক লিখিবার জ্ঞাত লইয়া না যান,—সেখানে অবাচিতভাবে “বই বগলে” লইয়া নাট্যকার হইতে যাওয়া আমার অভ্যাস নাই,—তাই “সেকেন্দার শাহ” নাটক অত্ৰ সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত হয় নাই। মধ্যে (অমরবাবুর মৃত্যুর পর) একজন সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রোপ্রাইটার আমাকে তাঁহার থিয়েটারে নাট্যকার হইবার জ্ঞাত আহ্বান করিয়া-ছিলেন। আমি তাঁহাব নিমন্ত্রণমত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার এখন কি নাটক লেখা আছে ?” আমি বলিলাম—“সেকেন্দার শাহ !” তিনি বলিলেন—“সে এখন থাক—এখন নাটক লোকে চাহেনা, তাঁ’র আগে একখানা ভিন্ন অঙ্কে সমাপ্ত অপেরা লিখে দিতে পারেন ?” আমি বলিলাম

—“উ-হু”। বাস্—ঐখানেই সাধাবণ বঙ্গালয়ে “সেকেন্দার শাহ” অভিনয় কবাইবাব কথা শেষ। আমাব এই “সেকেন্দার শাহ” নাটক অমবেন্দ্রনাথ ব্যতীত অত্র কোনও ব্যক্তি পাঠ করে নাই। অমবেন্দ্রনাথ “সেকেন্দার শাহেব” দুইখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কবাইয়া-ছিলেন, এবং তাঁহাব মৃত্যুব দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে আমাকে তিনি দুই-খানি পাণ্ডুলিপিই ফেবত দিয়াছিলেন। এই ঘটনাব বহুদিন পবে,—তাগাদায় বাবা হইয়া “সেকেন্দার শাহ” ছাপাখানায় দিবাব জন্ত বাহিব কবিতে গিয়া দেখি—একখানি পাণ্ডুলিপি নাই। বাটীতে তন্ন তন্ন কবিয়া অব্বেষণ কবিলাম, কোথাও পাইলাম না। বুঝিলাম, কোন তঙ্কব মহাপ্রভু কৃপা কবিয়াছেন। যাহাব চুবি যায় সে “শতগুণ পাপী”—যে চুবি কবে সে “একপাপে পাপী।” আমাব কিন্তু স্থিববিশ্বাস—থিয়েটার-সংশিষ্ট একটা “কালসপ” কিছু আর্থিক সাহায্যেব প্রত্যাশায় প্রায়ই আমাব লিখিবাব পড়িবাব ঘাবে আসিয়া বসিতেন, এবং আমাকে “সেকেন্দার শাহ” নাটক লইয়া যে থিয়েটারে তিনি প্রবেশাধিকাৰ পাইয়াছেন তথায় অভিনয় কবাইবাব জন্ত চেষ্টা কবিতে পবামর্শ দিতেন,—এ চৌর্য্যবৃত্তি তাঁহাবই “হাত সাফাইযেব” পবিচয়। এই কারণে আমি যথাসম্ভব পবিবর্তন কবিয়া এবং খুব “উঠিয়া-পড়িয়া—লাগিয়া” “সেকেন্দার শাহ” প্রকাশ কবিলাম। ভয় হইল, আমাব পূর্বে সেই তঙ্কব-প্রববেব কোনও সমব্যবসায়ী যদি ঐখানি তাঁহাব বচিত বলিয়া কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ে কয়েক বাত্রিৰ জন্ত একবার হৌয়াইয়া রাধেন, তা’হ’লে আমাব এই দশ-এগাবো বৎসবেব প্রাণপাত পরিশ্রম সব বিফল! যাক্—অনেকটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। হে নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ! “সেকেন্দার শাহ” আমাব রচনা,—কিন্তু প্রকাশ কল্পিবাব অর্ডার আশ্রমাদেব। আপনাদেব অর্ডার-সম্প্রাই করিয়া আমি খালাস,—আপনাব এইবার ইচ্ছামত ভোগ-দখল কবিতে থাকুন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

— বঙ্গের আবার-বৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জনৈ অপূর্ব উপন্যাস গাথা—

“রত্নাকর”

রত্নাকর—সাহিত্যজগতের অমূল্য রত্নরাজির आधार !

“রত্নাকরে”—যত ডুব দিবেন তত রত্ন কুড়াইবেন !

“রত্নাকরে”—সবই কেবল নূতন !—

আগাগোড়াই নূতন কথা । “রত্নাকর”—সাহিত্যবাজারের “পচা—পুরাতন নয়”

“চর্কিতচর্কণ নাই”,—“খোড় বড়ি খাড়া” আর “খাড়া বড়ি খোড়” নয়,—

“রত্নাকর”—স্বর্গীয় অমৃতরসে পরিপূর্ণ দেবভোগ্য জিনিস ।

পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন, উপন্যাসস্রাজ্যে একটা খুব মনের মতন নূতন রকমের উপন্যাসের
বই পড়িলাম বটে ! ছবিতে ভরা ; স্বন্দর বাধাই,—মূল্য ২ টাকা ।

(প্রকাশক—“সাধনা লাইব্রেরী” ২৩নং ক্যানিং স্ট্রীট,
এবং সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ।)

ভূপেন বাবুর—

“অভিনয় শিক্ষা”

না পড়িলে কিছুতেই অভিনয় শিক্ষা হইতে পারে না ! অসংখ্য ফটোচিত্র—এবং
অভিনয়োপদেশের অষ্টাদশপর্ব মহাভারতবিশেষ ।—মূল্য ২ টাকা ।

ভূপেন বাবুর অন্যান্য গ্রন্থ—

উপেক্ষিতা (তৃতীয় সংস্করণ—পঞ্চাঙ্গ নাটক)—	মূল্য	১ এক টাকা ।
সংসঙ্গ (দ্বিতীয় ঐ ঐ ঐ)	”	১ টাকা ।
ক্ষত্রবীর (দ্বিতীয় ঐ ঐ ঐ)	”	১ টাকা ।
সাইন্ অফ্ দি ক্রশ্ (নাটক)	”	১ টাকা ।
বরবর্ধনী (উপন্যাস)	”	১০ পীচসিকা ।

গুরুঠাকুর—।

ভূতের বিয়ে—।

বেজার রগড়—।

কলের পুতুল—।

বিজ্ঞানী—।

বৈবাহিক—।

সপ্তদাগর—।

গোসাইজী—।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

নাট্যোক্ত পাত্র-পাত্রীগণ ।

পুরুষগণ ।

ফিলিপ	...	মাসিদনের সম্রাট ।
সেকেন্দার শাহ	}	ঐ পুত্র ।
Alexander, The Great		
আরিস্ততল	...	সেকেন্দার শাহের শিক্ষাগুরু ।
কালিস্থানি	...	আরিস্ততলের শিষ্য ।
ক্লিতস্	...	ফিলিপের চাটুকার ।
হেপাষ্টেন	...	সেকেন্দার শাহের বন্ধু ।
পার্মিনি	...	মাসিদনের রাজমন্ত্রী ।
অতালস	...	রাজ-কর্মচারী ।
অস্তিপেতর	...	মাসিদনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ।
পোসেনি	...	স্পার্টানিবাসী ।
দারা	...	পারস্যের সম্রাট ।
বিশা খাঁ	...	ঐ বিশ্বস্ত সেনাপতি ।
জৌলস্	...	দারার পুত্র ।
ইস্‌মানি	...	পারস্যের সেনানায়ক ।
পিন্দার	...	ঐ অগ্রতম সেনাপতি ।
অস্তি	...	তক্ষীলার রাজা ।
বিশোক	...	ঐ সেনাপতি ।
সদারাম	...	ঐ মন্ত্রী ।

পুরু	...	পঞ্চনদের অধীশ্বর ।
অরিন্দম	...	ঐ পুত্র ।
হুজু	...	যাজিক ব্রাহ্মণ ।
কল্যাণ	...	ঐ শিষ্য ।
দাসব্যবসায়ী ।		

সর্দার, বণিকগণ, পারসীক প্রজাগণ, পারসীক সৈন্তগণ, মাসিদন
সৈন্তগণ, সভাসদগণ, ব্রাহ্মণগণ, দরবেশ, রক্ষিগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

দিয়ানা	...	আরিস্ততলের পালিতা-কন্যা (স্পার্টান জাতীয়া)
লিম্ফিয়া	...	মাসিদনের সম্রাজ্ঞী (সেকেন্দার শাহের মাতা)
স্তাতিরা	...	দারার বেগম ।
রক্ষণা	...	নর্তকী বাদি ।
অর্পণা	...	আস্তির কন্যা ।

নর্তকীগণ, সখীগণ, ইত্যাদি ।



সেকেন্দার শাহ।

কোষভূমিকা/অবস্থান

Alexander, the Great.



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম পর্ভাঙ্ক।

আরিস্ততলেব বাটার প্রাঙ্গণ।

(একটা ছোট চৌকিতে বসিয়া আরিস্ততল পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন এবং
তাঁহাব অদূবে ভূতলে বসিয়া দিয়ানা একখানি অস্ত্র পরিকার করিতে
ছিল, কিছুক্ষণ পবে পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়ানার প্রতি
নিরীক্ষণ করিয়া আরিস্ততলেব জয় হস্ত ।)

দিয়ানা। হাস্ছ যে বাবা !

আবি। তোকে দেখে হাস্ছি,—তোরা কথা মনে পড়ছে আর
আনন্দে হাসি চেপে রাখতে পারছিস না !

দিয়ানা। আশ্চর্য্য বটে, কোজই তো আমাকে দেখ্ছ বাবা, আবি
তবে কেন হঠাৎ এত আনন্দ হ'ল ?

আরি। বেটী! - আনন্দ হ'লোনা? - একটা শুক্লব্রতপ্রায় চারী-
বন্ধুগণের ধারে অনাদরে অঘরে প'ড়ে পদদলিত হ'চ্ছিল; তা'কে বুকে
ক'রে তুলে এনে সুন্দর নিবাপদ স্থানে বোপণ ক'বে স্বহস্তে লালন-
পালন ক'ল্লেম! দেখতে দেখতে আদরঘরের গুণে অতি অল্পকালেব
মধ্যেই সেই বৃক্ষটা নয়নবুজ্জন পত্রপুষ্পশোভিত শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'বে
আপনার তেজে আপনি বর্দ্ধিত হ'ল! তা'ব পানে চাইলে কি অপাব
আনন্দ হয়—তা' কি তোকে বুঝিয়ে ব'লতে হবে মা?

দিয়ানা। বাবা! এ আনন্দ তো স্বাভাবিক! সন্তানকে লালন-
পালন ক'বে সে আনন্দ তো সকল পিতামাতাই উপভোগ ক'বে থাকেন।
কিন্তু তোমার আনন্দ তো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী দেখছি বাবা!

আরি। আমি যে স্বাভাবিককে স্বাভাবিক ক'বেছি মা! ক্ষুদ্র
ক্ষীণকায়্য কোমল বালিকা তুই,—তাকে ব্যায়ামশিক্ষা, যুদ্ধশিক্ষা,
অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে,—তোব প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলিষ্ঠ ক'বে তুলেছি।
শৌর্য্যবীৰ্য্যে, বুদ্ধিমত্তায়, ক্লেসসহিষ্ণুতায়, অবিচারে কঠোর আজ্ঞাপালনে,
—জীলোকের কথা দূরে থাক্, সমগ্র গ্রীসবাসী পুরুষগণের মধ্যে তোব
সমকক্ষ বিরল ব'লেও অত্যাশ্চর্য্য হয়না!

দিয়ানা। সে তোমার শিক্ষার গুণ বাবা। তা'র ওপোর - তোমার
ওরসে যখন জন্মগ্রহণ ক'রেছি—

আরি। তা'তো করিস্নি মা! আমার ওরসজাতা কত্না হ'লে
খোঁধ হয় তোকে এমন মনের মতনটা ক'বে গঠিত ক'ন্তে পার্তুম না!

দিয়ানা। এঁগ—সেকি বাবা?

আরি। অমিতবিক্রম স্পার্টান বীরের ওরসে তোর জন্ম! বীর-
প্রসবিনী শক্তিশালিনী স্পার্টা রমণী যে তোকে গর্ভে ধারণ ক'রেছে!
হুর্কল এগ্রেসবাসী এই বৃদ্ধ আরিস্ততল তোর পালক পিতা!

দিয়ানা । এত দিন তো এ কথা বলনি বাবা !

আবি । বলবার সময় হয়নি—তাই বলিনি মা ! পূর্বে গুলে হয়তো তৌব শিক্ষাব ব্যাঘাত হ'ত !

দিয়ানা । আমাব পিতামাতা কি আমায় পালন ক'ৰ্ত্তে পালেন না ?

আবি । স্পাৰ্টাবাসীবা দুৰ্জল শিশুকে কখনো পালন কবেনা । নিজহস্তে হত্যা কবেনা বাটে, কিন্তু তা'কে অকাতবে মৃত্যুমুখে পরিত্যাগ ক'বে বেথে আসে । অগ্নে—অসহায়াবস্থায় অনাবৃত স্থানে কোন শিশু মৃত্যুক্ৰোড়ে আশয় পায়, আবাব অদৃষ্টক্ৰমে তৌব মতন কেউ বা কা'বও ককণাব চক্ষে প'ড়ে আপনাব জীবনের ইতিহাস পবিবৰ্ত্তনের অবসৰ পায় ।

দিয়ানা । সত্য ব'লেছ বাবা । এ আনন্দ শুধু তোমাৰ নয়,—আমাবও যথেষ্ট ।

আবি । আব একজনকে শিক্ষা দিযে এমনি আনন্দ হ'যেছিল ।

দিয়ানা । কা'কে বাবা ?

আবি । মাসিদনের অধীশ্বৰ সম্রাট ফিলিপেব পুত্র' কুমার আলেক-জান্দাবকে । অষ্টাদশ বৎসবেব বালক ভীষণ চাবোণিয়াযুদ্ধে পিতাব সহিত যোগদান ক'বে অদ্ভুত বীরত্বপ্ৰদৰ্শনে সমগ্ৰ পৃথিবীব বীরজাতিকে অধ্যাক্ষত চমৎকৃত ক'বেছে ! যত দিন যাচ্ছে,—শত্ৰুমিত্ৰ একবাক্যে যতই তা'ৰ বীৰত্বের যশোগান ক'ছে, ততই আমি নিজেৰে গোববাসিত মনে ক'ছি,—ততই আমাব আনন্দের মাত্রা সহস্ৰগুণে বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হ'ছে !

(যোদ্ধৃবেশে আলেকজান্দারের প্রবেশ ও নতজান্নু

হইয়া আরিস্ততলের জাম্বুম্পর্শ কবণ)

আলেক । গুরুদেব ! আগনি দ্বার শিক্ষাদাতা, তা'র পক্ষে পৃথিবীতে কোন কাৰ্য্য অসম্ভব ? কিন্তু অদ্ভুত শক্তি—আশ্চৰ্য্য স্নগকোশল আমার

পিতাব। এখন দেখছি—আমাব দিগ্বিজয়ী হবাব আব কোন সম্ভাবনা নাই। পিতাই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় ক'বে ফেলেন—তবে আমাব বীবহ প্রদর্শনেব আব স্থান-রইল কোথায়?

আবি। যথার্থ ব'লেছ বৎস। বীবহেব ইতিহাসে সম্রাট ফিলিপেব নাম অনন্তকালাবধি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাক্বে। বীবশ্রেষ্ঠ ফিলিপেব অভ্যুত্থান না হ'লে, আজ এই নগণ্য ক্ষুদ্র মাসিদান্ জাতিকে পৃথিবীতে কেউ চিন্তেই পার্ভনা। যে জাতিকে অসভ্য বর্কবজ্ঞানে এথেন্সবাসী থেব্বাসিগণ এতকাল ঘৃণাভবে উপেক্ষা ক'বে এসেছে, আজ চাবোণিয়াব বণক্ষেত্রে সেই জাতিকর্তৃক বিশ্বস্ত—পবাজিত—লাঞ্চিত হ'য়ে সেই দাম্ভিক থেব্বাসী এথেন্সবাসী সম্রাট ফিলিপেব পদানত। সম্রাট ফিলিপেব ভায় ভীত হ'লেও তবু মাঝে মাঝে তা'বা বিদ্রোহাচরণ ক'র্ত্ত, কিন্তু এখন হ'তে তোমাদেব পিতাপুত্রেব মিলিত শক্তিব বিকল্প আব ভ্রমেও কেউ কখনো মন্তক উত্তোলন ক'রেনা।

আলেক। বড়ই আশ্চর্যেব বিষয় যে, এথেন্সবাসিগণ এত সুসভ্য বিদ্যান্ বুদ্ধিমান,—কাকশিল্পভাস্করবাদিকার্যে এমন সুদক্ষ হ'য়ে—বণস্থলে জাতীয় সম্মান বক্ষা ক'র্ত্তে সমর্থ হ'লনা।

আরি। আশ্চর্য্য কি বাজকুমাব? আগন্ত ও বিলাস যে জাতিব মধ্যে প্রবেশ করে,—জ্ঞানচর্চায় সে জাতি অদ্বিতীয় হ'লেও, বাহুবল অভাবে তা'র পতন অনিবার্য্য! জাতীয় অধঃপতনেব আব এক কাবণ,—অসার বক্তৃতা, বাগ্মীবরের সংখ্যাবৃদ্ধি! ডিমস্থিনিপ্রমুখ বক্তাগণেব কৃপায় এথেন্স প্রদেশে আজকাল লেখনী অসিব উপব যেকপ প্রাধান্ত স্থাপন ক'রেছে,—অসিযুদ্ধ অপেক্ষা এথেন্সবাসিগণ বাগবুদ্ধি যেকপ দক্ষতা—প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে,—তা'তেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'চ্ছে,—এথেন্স আর কখনো আপনাব লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারে সক্ষম হবেনা! যা'হোক

বৎস—তোমার প্রতি আমার এইমাত্র উপদেশ, এখন হ’তে যুদ্ধকার্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাক্লেও, অবসরমত এক একবাব অমরকবি “হোমরের ইলিয়দ্” কাব্যখানি পাঠ কোরো !

আলেক। সে কথা কি আমায় নূতন ক’বে ব’ল’তে হবে প্রভু ? এষ্ট দেখুন—আপনারই প্রদত্ত সেই অমূল্য বহু দিবানিশি আমার সঙ্গে বিবাজ ক’চ্ছে ! এই ইলিয়দ্ কাব্যই আমার সংসার-সমুদ্রের একমাত্র কবিতাবা ! প্রাণেব বন্ধব মত,—সমবজ্ঞানেব আধাব এই মহাকাব্যগ্রন্থকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভ্রমণ করি,—শয়নকালে পাছে সঙ্গচ্যুত হয়, এইজন্ত আমি আমার অসিব সঙ্গে একত্র ক’রে শিয়বে বেখে শয়ন করি ! কি ভাবময়—কি উত্তেজনাপূর্ণ—কি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ! যুদ্ধস্থলের কি প্রাণাভবাম অপূৰ্ণ দৃশ্য !

দিয়ানা। (উত্তেজিত ভাবে) অপূৰ্ণ দৃশ্য ! সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করাব জন্ত যুদ্ধদেবী বিকট বদন ব্যাদান ক’রে গভীর গর্জন ক’র্তে ক’র্তে অগ্রসব হ’ছেন,—শত্রুনাশ করার জন্ত গ্রীকদিগেব ছরস্ত্র ক্রোধাগ্নি যেন আকাশপাতাল ভস্মীভূত করাব মানসে চতুর্দিকে প্রসারিত হ’চ্ছে ! কোনস্থানে বা অগ্নিকুণ্ড ভীষণ আকার ধারণ ক’রে শলীশূর্য্য পর্য্যন্ত ধূমে আচ্ছাদিত ক’বে ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষে দশদিক্ আলোড়িত ক’রে ক্রোধাগ্নির উগ্রশিখায় জগৎকে বলসিত ক’চ্ছে ! বীরবর ! আমি ক্ষুদ্র বমনী,—সে বর্ণনা পাঠে আমার হৃদয়ে পর্য্যন্ত অমানুষিক শক্তিসঞ্চার হয় !

আলেক্। অদ্ভুত তেজস্বিনী নারী ! কে ইনি প্রভু ?

আরি। আমার পালিতা কন্যা,—আমার শিষ্যা ! সুবরাজ ! তোমাদের হৃদয়কে শিক্ষা দিতে আমি যে পরিশ্রম ক’রেছিলাম,—এত দিনে বুঝ্লেম—সে প্রাণপাত পরিশ্রম আমার খুব সার্থক হ’য়েছে ! আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা উপযুক্ত পাত্রেরই অর্পিত হয়েছে ।

আলেক । শুনেছিলেম বটে—আপনার এক কথ্যা আছেন,—কিন্তু কখনো তাঁ'কে চক্ষে দেখিনি । ইনিই কি তিনি ?

আরি । হ্যা—এই সেই বালিকা—আমারই কথ্যা ব'লে সকলের নিকট পরিচিতা । তুমি রাজপুত্র—সমগ্র জাতির আশাভরসার স্থল । সুকুমার কিশোর বয়সে সুন্দরী দেখে শিক্ষাভের সময় পাছে তোমার হৃদয়ের চাঞ্চল্য হয়,—সেই জন্ত আমি একে তোমাব নিকটে কখনো আসতে দিইনি । শোন রাজকুমার ! শুধু শিক্ষার নয়,—জগতে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদনেব একমাত্র অন্তরায়,—প্রেম—বমণীকপজ মোহ ! যদি বীরত্বেব ইতিহাসে অনন্তকালের জন্ত মহাবীর আলেকজান্দার নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ক'র্ত্তে চাও,—রমণী দেখে কখনো আত্মহারা হোয়োন !

আলেক । বারবাব সে কথা ব'লে কেন আমাকে লজ্জা দেন শুকদেব ? আপনাব সমস্ত উপদেশ আমাব হৃদয়েব পরতে-পরতে লেখা রয়েছে ! আমি নিশ্চয় জানি,—আপনার শিক্ষানুযায়ী কার্য্য ক'রে আমি জগতে অসাধাসাধন ক'র্ত্তে সক্ষম হব ! শুধু আপনাব উপদেশ নয়,—আমি নানা গ্রন্থ পাঠ ক'রে দেখেছি,—সংসাবে অনেক দৃষ্টান্ত দেখে সমাক্ ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল ক'বেছি,—বীরকার্য্যে বীরপুরুষের প্রধান বিষয় জীজাতি !

দিয়ানা । বাবা ! আমিও তোমার কাছে কতবার শুনেছি,—ভীক দুর্বল ভয়ান্ত পুরুষের হৃদয়ে অনেক স্থলে রমণীই শক্তিসম্ভাব করে ! যুদ্ধকালে রমণীই পুরুষের প্রধান উৎসাহদাত্রী—আমি বিস্তর গ্রন্থে এ কথা পাঠ ক'রেছি ! প্রয়োজন হ'লে, রমণীও সমরক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বচারিণী হ'য়ে অস্ত্রশস্ত্রকবে সহস্র সহস্র অরাতির ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুপ্তিত ক'র্ত্তে সক্ষম হয় !

[দিয়ানার গৰ্ভভরে প্রস্থান ।

আবি । (অশ্রুমনে) তর্কেব প্রয়োজন নেই মা ! সংসাবে কিসে ভাল— কিসে মন্দ—সকল সময় সম্যক্ নিকপণ কবা স্কঠিন ! দিয়ানা ! চলে গেছে ? গন্ধিতা স্পার্টান বালিকাব প্রগল্ভতায় কিছু মনে কোবোনা যুববাজ ! চল—বিশ্রাম ক'রো !

আলেক্ । স্পার্টান বালিকা ? আমি ঠিকই অনুমান কবেছিলেম ।

[উভয়েব প্রস্থান ।

(কালিস্থানিব প্রবেশ)

কা। হুঁ—হুঁ চাদ—বুঝিছি বুঝিছি ! অনেক দিনই বুঝিছি ! ও মার্টিচ মাথো, কুস্তীই কব, ডনই ফেলো, বৈঠকই বসো, আব এঁটে সেটে মদনাব মতন কাপডই পবো,—জাতেব ধর্ম্ যাবে কোথায় বাবা ? ম'বেছে,—ছুঁড়ী নিঘাতই ম'বেছে । ঐ বাজাব যণ্ডা ছেলেটাব ওপোব অনেক দিন থোকই ম'বে পেত্নী হ'য়ে ব'সে আছে ! গুরুদেব কেবল পাচীল আডাল দিযে বাখ্ছিলেন—পাছে ছুঁটোয দেখাসাক্ষাৎ হয় ! ওবে বাবা—এ পীবিতের দৌড,—পাচীল কি, কত বড় বড় আল্পস্ পব্বত ভেদ কবে ঠিক স্থানে ট'পুকে গিয়ে পড়ে ! ছোঁড়াটা যে দিন প্রথম এখানে আসে, সেই দিনই ছুঁড়ীটা একবাব উঁকি মেবে দেখেই ল'টুকে পড়েছে । আবে—আমাব যে ঐ সব দেখেওনেই লেথাপড়া কিছু হোলোনা । কেবলই যুবে ফিবে ছুঁড়ীটাব মজা দেখেছি ! নইলে কত ব্যাটা গাধাগক এখানে মানুষ হয়ে গেল,—আব আমি যে কালুয়া সেই কালুয়াই র'য়ে গেলুম ? ছোঁড়াটা হাজাব হোক্ সম্রাটের ছেলে কিনা,—বেটীকে গ্রাহই করেনা—গ্রাহই করেনা ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক



মাসিদোনিয়া—রাজোত্থান ।

সম্রাট ফিলিপ, নর্তকীগণ ও ক্লিতস্ ।

গীত

আজি মধুমামিনী, মেদিনী মোদিনী,

বঁধু হে, প্রেমসুখা পিয়াব ।

এস, হৃদয়রতন, করিয়ে যতন,

হৃদয়-আসনে বসাব ॥

ওগো—কত দিন পরে তোমায় পেয়েছি,

কত কথা প্রাণে গাঁথা রেখেছি ;—

মুখে মুখে বৃকে বৃকে, প্রেম-আলাপন হুখে,

এক হুয়ে প্রাণে প্রাণ মিশাব ॥

[গীতান্তে নর্তকীগণের প্রস্থান ।

ফি । তোমারি নিতান্ত অনুরোধে আমি রাজপ্রাসাদে এই সমস্ত আমোদপ্রমোদ উৎসবের আদেশ প্রদান ক'রেছি,—নইলে রাজকুমারের জন্ত এ সকল নৃত্যগীতবাত্তের অনুষ্ঠান আমার আন্তরিক ইচ্ছা নয় ।

ক্লিতস্ । সে কি আর জানিনা সম্রাট ? ছেলের মতন বাপের ফুর্তির পথে কাঁটা আর কেউ আছে ? বাপের প্রাণে ফুর্তির ষোল আনা ঢেউ খেললেও, ছেলের জন্তে—ছেলের ভয়ে প্রাণ খুলে নির্ভয়ে তেমন সখ্ মেটাবার সুযোগ আর মেলে না ।

ফি। উপযুক্ত পুত্র হ'লে—পিতাকেও সময় সময় সমিহ ক'রে চ'লতে হয়! বিশেষতঃ—আলেকজান্দারের মতন বীরপুত্র যার—

ক্লিতস্। তাঁকে তো একেবারে সদাসর্বদা কেঁচোর অধম হ'য়ে থাকতে হয়! বাপ্! ওকি সোজা ছেলে আপনার? ছেলেবেলা থেকে শৈরকম নমনা দিচ্ছেন—তা'তে আপনার আব বড় বৈদীর্ঘ্য পসার থাকছে না!

ফি। সত্য কথা ব'লে তে কি ক্লিতস্—আমি যুদ্ধক্ষেত্রে কুমারের বীরত্ব দেখে স্তম্ভিত হ'য়েছি! আমার বিশ্বাস,—এই ভীষণ চারোগিয়াবুদ্ধে কখন যদি আমার সহায়তা কর্তে না যেতো, তা'হ'লে গ্রীসের বিপুল বাতিনীকে পরাস্ত করা আমার পক্ষে অদূরপর্যন্ত হ'ত। ক্লিতস্! আমি আজীবন প্রাণপাত পবিশ্রমে—বিপুল অধ্যবসায়ে এই নগণ্য ক্ষুদ্র মাসিদ্দনজাতিকে জগতে বীরত্বগৌরবের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ক'বেছি এবং বোধ হয়—অনেকটা সফলকামও হ'য়েছি! কিন্তু আমার অন্তরে এক বিষম ভাবনা ছিল,—হয়তো আমার অবর্তমানে—মাসিদ্দনজাতি এ বীরত্বগৌরব—এ জাতীয় গৌরব—এ দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবেনা। কিন্তু কুমারের শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য্যবীৰ্য্য দেখে আমার সে ভ্রম ঘুচে গেছে। আমি স্থির বুঝেছি,—আমি যে ভিত্তি নিৰ্ম্মাণ ক'ল্লেম,—আমার যোগ্যপুত্র মহাবীর আলেকজান্দার সেই ভিত্তির উপর অভভেদী বিশাল কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত ক'রেন!

ক্লিতস্। বেশ তো—সেতো ভাল কথা—উত্তম কথা! সেই জগ্ৰেই তো ব'লছি,—ছেলে এখন লায়ক হ'য়েছে,—যুদ্ধবিগ্রহে হান্ধাম-হুজুং এখন থেকে সেই সব ক'রুক! আপনার আর এ সব ঝঞ্জাটে কাজ কি? এখন একটু আরাম করুন। সম্রাট! পৃথিবীতে এসেছেন—চিরকালই কি মারামারি কাটাকাটি ক'রেন? চিরকালটাই কি খেটে খেটে দেহপাত ক'রতে হবে? ছেলেবেলা থেকে তো কখনো আনন্দ

ক'ল্লেন না,—আরাম কা'কে বলে তা' তো জান্লেন না ! এইবার একটু এ দিকে মনোযোগ করুন,—নইলে বাঁচবেন কেন ?

ফি। হ্যাঁ—তা' যথার্থ বটে ! এইবার একটু আরামের দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্তে হবে বইকি। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত এতকাল বিলাসিতার ছায়া পর্যাস্ত স্পর্শ করিনি,—একদিনের জন্ত ভুলে নিজেও কখনো আমোদপ্রমোদে যোগদান করিনি,—মাসিদনের কোনও ব্যক্তিকে কখনো কোনরূপ আনন্দ-উৎসবে যোগদান ক'র্তে দিইনি, সে উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হ'য়েছে। এক স্পার্টা ব্যতীত আজ গ্রীসের সমস্ত জনপদ আমার পদানত ! আমারই বিপুল চেষ্টার ফলে সমরনিপুণ মাসিদনজাতি—যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণের অজ্ঞেয় ! আমারই কৌশলে—আমারই বুদ্ধিবলে অশিক্ষিত মাসিদন আজ সুশিক্ষিত,—ভীক কাপুকন ওর্কল অলস মাসিদন আজ সাহসী, কস্মঠ ! জনগণ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হ'লেও—আমারই যত্নে, আমারই উত্তমে জাতীয়ভাবে সকলেই মিলিত—একজীভূত ! ক্লিতস্ ! এইবার আমি নিশ্চিত্তে আমোদপ্রমোদে—আনন্দ উৎসবে যোগদান ক'র্তে পারি !

ফি। পারি কি—পার্তেই হবে ! দেশে ভাল ভাল নানারকমের সরাপ সৃষ্টি হ'চ্ছে,—একটু একটু বদনে না দিলে সে সব পচে ছর্গন্ধ বেরবে ! ভাল ভাল সব রূপসী স্ত্রীলোক এখানে ওখানে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে,—এক এক করে সব এনে দিই,—দেখুন—পছন্দ করুন—বিবাহ করুন—দাসী রাখুন—

ফি। আমোদ উপভোগে আর আমি বীতরাগ নই,—কিন্তু এখনও আমার মহাকাব্য সম্পাদন ক'র্তে বাকী ! যেমন করে হোক—পারস্ত-সম্রাটকে পরাজিত ক'রে—এসিয়ার বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধযাত্রা ক'র্তেই হবে। এই যে এতকাল ধ'রে শক্তিশালী দুর্দর্শ সৈন্য সৃজন ক'ল্লেন,—

সে কি কেবল দুর্বল গ্রীকগণকে বিধ্বস্ত কর্বার জ্ঞাত ? জগৎকে জানাব না,—ফিলিপ শুধু গ্রীসবিজয়ী নয়,—মাসিদনের সম্রাট ফিলিপ সমগ্র পৃথিবীবিজয়ী অদ্ভুতকর্ম্মা—সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর ?

ফি । তা' তো ক'র্ত্তেই হবে—তা' তো ক'র্ত্তেই হবে । ছেলে যখন মজ্জ্বল হ'য়েছে—তখন আপনাব আব ভাবনা কি ? যা' মনে ক'র্বেন, তথুনি তাই হবে । তা'হ'লে আমি একবাব বিলাসকক্ষেব দিকে যাই,—দেখি স্তম্ভবীরা ঘুমিয়ে প'ড়লো বঝি !

ফি । ব্যস্ত হও কেন ? কুমার আসছে—কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বে আমিও তো বিলাসকক্ষে যাব !

(আলেকজান্দারের প্রবেশ)

ফি । এত বিলম্ব হ'ল যে ?

আলেক । সমগ্র সেনানীবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বে—তা'দেব হৃদয়ের ভাব বুঝতে গিয়েছিলেম সমাট !

ফি । কি বুঝলে ?

আলেক । বুঝলুম,—সৈন্তসংস্কার—সৈন্তগঠনকার্য্যে সম্রাটের দূর-দর্শিতা—দক্ষতা জগতে অতুলনীয় ! স্বচক্ষে দেখে এলেম,—ভয়ঙ্কর চারোণিয়ায়ুক্ষে শ্রান্তক্লান্ত মাসিদন সৈন্তগণের মধ্যে অবসাদের চিহ্ন মাত্রও নাই ! সবাই যেন নবোৎসাহে পূর্ণ ! সকলেই যেন দিগ্বিজয়ে বাবার জ্ঞাত অত্যন্ত উৎসুক ! জনে জনে সম্রাটের আদেশে প্রাণ দেবাব জ্ঞাত বিচঞ্চল ! পিতা ! এ বীরত্ব—এ অলৌকিক সমরনীতি আপনাতেই সম্ভব !

ফি । আলেকজান্দার ! আমিও আজ মুক্তকণ্ঠে বলি,—তুমি স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন কর ! মাসিদন রাজ্য তোমার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র !

আলেক । আপনি পিতা—গুরু—শিক্ষাদাতা ! আপনি আমায় আলীর্বাদ করুন—আমি অবহেলে সমস্ত পৃথিবী জয় কর্ব্ব !

ক্লি । অতি সোজা কাজ—অতি তুচ্ছ কাজ । সম্রাট্ সৈন্যসামন্ত এমন ক'বেক'র্ম্মে বেখেছেন,—কেবল একবার সঙ্গে ক'বে নিয়ে গেলেই—ব্যস—একেবাবে শরব অঙ্গে পক্ষাঘাত ! তবে একটা কথা হচ্ছে কিনা—সৈন্যসামন্তদেব মাস গেলে অনেকগুলি টাকা মাইনে দিতে হবে ।

দি । যেমন ক'বেই হোক—সৈন্যদেব বেতন দিতেই হবে ! যে কার্যে লোকেব স্বাথ নাই,—যে কার্যে লোকে ভয়ে অথবা অধীনতায বাধ্য হ'য়ে ক'বে,—সে কার্যে কখনো উৎকর্ষলাভ হ'তে পাবেনা । যে কার্যে স্বার্থ থাকেনা,—সে কার্যে লোকে ক'দিন প্রাণেব সহিত ক'র্ন্তে পাবে ? সংসাবে স্বার্থই একমাত্র বলবান্ । অনেক বুঝে তবে আমি অবৈতনিক সৈন্তেব পবিবর্ত্তে বেতনভুক্ সৈন্ত নিযুক্ত ক'বে তা'দেব যদ্ধবিজায স্ত্রনিপুণ ক'র্ন্তে সক্ষম হ'য়েছি ! কেবল তাই নয়,—সৈন্তগণেব সময় সময় প্রচুব পূবক্ষাব এবং সম্মান প্রদান ক'বে তা'দেব হৃদয়ে জাতীয় ভাবেব অক্ষুব উৎপাদন ক'র্ন্তে হয় ।

আলেক । একটা কথা নিবেদন ক'চ্ছিলেম,—সম্রাট্ কি মাসিদোনিয়া থেকে স্পার্টাবাসীদেব বিদায় ক'র্ন্তে আজ্ঞা প্রদান ক'বেছেন ?

ক্লি । হ্যা—বৎস ! স্পার্টাবাসীবা মাসিদনেব মহাশত্রু । সমগ্র গ্রীকগণ আমাব বশতা স্বীকাব ক'বেছে, কিন্তু স্পার্টানরা এখনও আমাব বাহুবল উপেক্ষা ক'বে স্বাধীন ভাবে বিচরণ ক'চ্ছে ! যদিও সে দপ তা'দেব অচিরায় এই মাসিদনেব হাতে ধ্বংস হ'বে সত্য, তথাপি শত্রু-জ্ঞানে তা'দেব সহিত যথোচিত শত্রুতা আচরণ করাই যুক্তিসিদ্ধ ! তাই আমি আদেশ ক'রেছি—মাসিদোনিয়ানিবাসী প্রত্যেক স্পার্টানেব বাসস্থান লুণ্ঠন ক'রে তা'দের এ রাজ্য হ'তে দূরীভূত করা হোক !

আলেক । আপনি সম্রাট—দূরদর্শী—রাজনীতিবিৎ মহাপুরুষ ; আপনি যা' ভাল বিবেচনা ক'রেন—কোন মূর্খ তা'র প্রতিবাদ ক'র্ত্তে সাহসী হবে ? তবে আমার এইমাত্র প্রার্থনা,—যা'রা আপনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে—তা'রা শত্রু হোক—মিত্র হোক—আপনারই প্রজা । প্রজার প্রতি যা'তে কোনরূপে নিষ্ঠুর আচরণ করা না হয়, সে বিষয়ে সম্রাটের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য নয় কি ?

ফি । বৎস ! তুমি বালক ;—যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ ক'ল্লেও—এখনও রাজ্যরক্ষার সমস্ত কৌশল অবগত নও ! তুমি এখনও বোধ হয় উপলব্ধি ক'র্ত্তে পারনি যে, সাম—দান—ভেদ এই তিন প্রকৃষ্ট উপায়ের দ্বারা সাম্রাজ্য পরিচালনা ক'র্ত্তে হয় । যে স্থানে এ তিনটি উপায় বার্থ হয়—সে স্থানে দণ্ডপ্রয়োগে স্বকার্যসাধন বিধেয় । উৎকোচ ও চক্রান্ত চিরদিন আমার প্রধান অস্ত্র ! এই অস্ত্রের সাহায্যে কার্য সম্পন্ন হ'লে আমি কখনো অসি কোষমুক্ত করিনা ! কিন্তু এ মহা অস্ত্র বার্থ হ'লে—দণ্ডপ্রয়োগে আমি শত্রুজয় করি । স্পার্টান্জাতিকে কৌশলে বশীভূত, ক'র্ত্তে কখনই আমি সক্ষম হবনা, সেই কারণে তা'দের প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেছি । বিশেষতঃ—সামান্য অগ্নিফুলিঙ্গ হ'তে ক'তটা সর্বনাশ সাধিত হওয়া সম্ভব,—তা' তোমার অবিদিত নয় । জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত রাজভক্ত আজ্ঞাবাহী আমার মাসিদন প্রজার শাস্তি-কুটীরে আমি কিছুতেই এই স্পার্টানরূপ ভস্মাবৃত অগ্নিকণা রেখে নিশ্চিস্ত হ'তে পার্কিনা ।

আলেক । যথার্থ বলেছেন সম্রাট,—আমার শিক্ষার এখনও বিস্তর বাকী ! আজ্ঞা করুন—আমি মা'র কাছে যাই !

ফি । যাও বৎস—বিশ্রাম করগে !

লড়াই
[আলেকজান্দারের প্রস্থান ।

(অপর দিক দিয়া মালাহস্তে দিয়ানার প্রবেশ)

* দি। (আলেকজান্দারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) রাজকুমারের জয় হোক !

ফি। এ কি ? কে এ রূপসী ?

ক্লি। একেবারে ভরাট জোছনা !

দি। মহাশয় ! রাজকুমার এখন কি আর এ দিকে আসবেন না ?

ক্লি। আসবেন বই কি ! কেন গা স্তন্দরী ?

দি। এই মালাগাছটি বীরপুরুষকে উপহার দোবো ব'লে এনেছি। চারোগিয়ার বৃদ্ধে শত্রুজয় ক'রে রাজকুমার অক্ষত শরীরে রাজ্যে ফিবে এসেছেন,—তাই বীরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্ত আমি নিজহস্তে এই মালাটি গেঁথে এনে—রাজকুমারকে অভিবাদন ক'র্তে এসেছি !

ফি। তুমি কে স্তন্দরি ? কোথায় তুমি থাক ?

দি। আপনাদের কাছে অত পরিচয় দোবো কেন ? আপনারা কে ?

ক্লি। বড় কেও-কেটা নয় স্তন্দরি ! এই যে দেখ্ছ ইনি,—এঁকে তুমি চেনোনা ? হায় হায়—এমন বরাংও তোমার ! ইনি সম্রাট ফিলিপ,—খার মাটিতে এখনও রাঙ্গা পা ছুটি ভর ক'রে র'য়েছ ?

দি। সম্রাট ? (নতজানু হইয়া) মার্জনা ক'র্তে আজ্ঞা হয়, - আমি সম্রাটকে চিনতুম্ না !

ফি। ওঠো ওঠো স্তন্দরি ! আমার কাছে তোমায় মার্জনা চাইতে হবেনা ! এইবার বোধ হয়—তোমার পরিচয় পেতে পারি !

দি। সম্রাট ! আমি গুরু আরিস্ততলের কথা !

ফি ও ক্লি। এঁা—সে কি ? আরিস্ততলের কথা ?

আমি দি। তাঁ'র পালিতা কথা ! আমি স্পাটান্ জাতীয়া !

বাসস্থ। ফি। ক্লিতম্ ! বলে কি হে ?

ক্লি। তাই তো সম্রাট! একেবারে বড়ই বিষম বলে যে। একে আরিস্ততলেব কত্ভা,—তা'র ওপোয় স্পার্টান্। যা বাবা—সব মাটি!

দি। সম্রাট! অল্পমতি করুন—রাজকুমারকে মালাটি উপহাস দিই!

ক্লি। এক পুরুষ উচিয়ে ওঠোনা সুন্দবি! মালাটা এত কষ্ট ক'রে গে'থেছ—এতটা পথ ব'য়ে এনেছ, একেবাবে থোদেব গলায় দিওঁ এ কাজেব চূড়ান্ত ক'বে ফেলনা!

ফি। ঠিক কথা! সুন্দবি! আমাব পুত্র এখন বিবাহযোগ্য নয়! সে এখন বালক,—এ কোমল বয়সে স্ত্রীলোকেব মৃৎদর্শনও তা'ব নিষিদ্ধ! আমি সম্রাট—বাজ্যেশ্বর, তোমাব সৌন্দর্য্যে আমি আত্মহাবা হ'য়েছি। এস—তুমি আমাব হৃদযেশ্বরী হবে।

ক্লি। এস—এস—এগিয়ে এস! ঠাটা মনে ক'চ্ছ—স্বপ্ন মনে ক'চ্ছ? না—না—সম্রাট এগুনি তোমায় বিবাহ ক'র্কেন,—এস!

দি। (দুঃখভবে) এই কি সম্রাট ফিলিপ? এই কি বীরশ্রেষ্ঠ মাসিদনেব অধীশ্বর? ছিঃ—(প্রস্থানোচ্ছতা)

ফি। ক্লিতস্! পালায় যে হে।

ক্লি। পালাবে কি সম্রাট? একটু পেছন ফিবে ঢংএব বহর দেখাচ্ছে! (দিয়ানার প্রতি অগ্রসব হইয়া) বলি—চ'ল্লো যে?

দি। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া) খবরদাব!

ক্লি। (পশ্চাৎপদ হইয়া) বাবা বে।

[দিয়ানার গর্কোন্নত মন্তকে মালা ছিঁড়িয়া প্রস্থান।]

ফি। ক্লিতস্! রমণীতে এত সৌন্দর্য্য আছে—তা'তো আগে জান্তুম না!

ক্লি। তাইতো ছাই এত বকর্ বকর্ ক'চ্ছিলুম! কেবল লড়াই লড়াই ক'ল্লো কি চলে?

ফি। লড়াই কর্‌ক—সৌন্দর্য্যও উপভোগ কর্‌ক। তুমি এখুনি যাও—আবিস্তরলকে বলগে, সম্রাট ফিলিপ তাঁ'ব পালিতা কন্যাকে বিবাহ কর্ত্তে চান! যাও—এখুনি ব্যবস্থা কব।

ফ্রি। সে আব ব'ন্তে প্রভু? ও জ্বীলোকটী আপনাকে দখল কর্ত্তেই হবে। নইলে আপনাব মথ-চাওয়া ছেলেটীব দফা বফা। মেয়ে-মানুষ যখন টাঁক ক'বেছে—তখন বাগিয়ে নেবেই নেবে। ওব জড মেবে দিন সম্রাট—একেবাবে জড মেবে দিন।

ফি। তুমি অনর্থক সময় নষ্ট ক'চ্ছ ক্লিতম্।

[উভয়েব উভয় দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গভীক্ষ



বাজ-মন্তঃপুব।

হেপাস্তেন ও ওলিম্ফিয়া।

হেপা। আপনি নিশ্চিত থাকুন মা, বাজকুমার এলেন ব'লে।

ওলি। আব আস্বে কোথা থেকে? প্রাণে বেঁচে থাকহে তে। আস্বে? একে বাপ—তায় সম্রাট, তা'ব খল্লব থেকে আমি একা জ্বীলোক—কেমন ক'রে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখি বাবা?

হেপা। আপনি কি ব'লছেন সম্রাজ্ঞী? সম্রাট কি তাঁ'ব আদবেল একমাত্র পুত্রের প্রতি এমন মমতাবিহীন হ'তে পাবেন? কে আপনাব একপ ধাবণা করিয়ে দিলে মা?

ওলি । ধারণা আবার কবিয়ে দেবে কে ? নিজে সব দেখছি বুঝছি ! বলি—উনি না হয় মস্ত বড় বীর—সম্রাট ফিলিপ্—আমিও কি ওঁর চেয়ে কিছু কম ? গ্রীকবাজ এপিবোতের মেয়ে ! উনি ছেলেবেলা থেকে অস্ত্র-শস্ত্র লড়াই নিয়ে অছেন, আমিও ছেলেবেলায় বড় বড় সাপ নিয়ে পেলা ক'র্তুম । শোবার সময় পাশে বড় বড় কেউটে গোঙাবে সাপ নিয়ে শুয়ে থাকতুম ! আমিও কি বড় যে-সে ?

তৈপা । সে কি মা,—আপনি বীৰাজ্ঞান, বীৰপত্নী, বীৰমাতা ! আপনাব তুলা ভাগ্যবতী বমণা পৃথিবীতে কখনো ছিল—না—কেউ হবে মা ? মাসিদনেধব ণাবশ্রেষ্ঠ ফিলিপ আপনাব স্বামী,—সাক্ষাৎ দেবকুমার—অলৌকিক শৌর্যাবীর্ষ্যেণ আধাব বাজপুত্র আলেকজান্দার আপনার গভভাত পুত্র,—আপনি সাম্রাজ্য বমণা এমন কথা কোন্‌মুখ ব'লবে মা ?

ওলি । বলে বৈকি—সবাই বলে । দেশশুদ্ধ বলে—বাজ্যশুদ্ধ বলে ! তোমাদের সম্রাট নিজে বলে । তা হ'লে তোমরাও বল,—চাকর-বাকরবাও বলে । কে না বলে ?

তৈপা । ছি ছি মা—মাসিদনবাসী প্রজাবৃন্দ সকলেই আপনার সন্তানতুল্য, সবাই আপনার দাসাত্মদাস ! গর্ভধারিণী জননীজ্ঞানে সকলেই আপনাকে প্রাণে প্রাণে ভক্তি কবে—ভালবাসে ! করুণাময়ী আপনি,—শুধু মাসিদন নয়, দু'ব দেশান্তরেব কত নবনাবী আপনার করুণায় আশ্রয় লাভ ক'বে জীবন ধারণ ক'চ্ছে ! আব আমি,—শৈশবে মাতৃহারা—অনাথ—নিবাস্রয় আমি, আপনার স্নেহে যত্নে আদরে—কখনো ভ্রমেও ভাববার অবকাশ পাইনা যে, আমার গর্ভধারিণী জীবিতা নেই ! কি অপরাধে আমাদের প্রতি অযথা দোষারোপ ক'চ্ছেন মা ? কখনো কি আমবা সম্রাজ্ঞীর প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করেছি ?

ওলি। না বাবা—তোমাকে কি এমন কথা ব'লুতে পাৰি ? তুমি আমাৰ আলেকজান্দাবেৰ চেয়েও ভাল ছেলে ! আলেকজান্দাবেক তোমাৰ কাছে বেখেই আমি নিশ্চিত হ'য়ে আছি। কিন্তু সম্ৰাটকে এখনও তুমি চিন্তে পাবনি ! বড় সৰ্ব্বনেশে লোক,—ছেলেৰ প্ৰতি তাঁৰ এতটুকু দয়ামায়া নেই। তা নইলে ছেবেৰ ছেলে আমাৰ, তা'কে কিনা এই বয়সে যুদ্ধ ক'ৰ্তে টেনে নিয়ে যায়।

হেপা। বলেন কি মা—বীৰপুত্ৰ আপনাৰ যুদ্ধে যাবেনা ? সমগ্ৰ জগৎবাসী বণস্থলে মহাবীৰ আলেকজান্দাবেৰ অদ্ভুত শৌৰ্য্যবীৰ্য্য দেখতে পাবেনা ? আপনি কি এখনও বুৰুতে পাচ্ছেন না মা,—কি দেবতাপুত্ৰ আপনি গৰ্ভে ধাৰণ ক'বেছেন ? এই চাবোণিয়া যুদ্ধেৰ পৰ শকুনিএ সকলেই আপনাৰ পুত্ৰকে “বাজা” এবং সম্ৰাট ফিলিপকে সামান্য সেনানী ব'লে সম্বোধন ক'বেছে—তা' কি আপনি শোনেন নি মা ?

ওলি। বোৰো বাছা হেপাস্তেন—তা' হ'লেই বোৰো,—কেন আমি জোৰ ক'বে ছেলেকে যুদ্ধ ক'ৰ্তে পাঠিয়েছিলুম। সম্ৰাট কি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ? ছেলেকে যুদ্ধে নিয়ে গেলে নিজের পদাৰ্থ যাবে বুৰুতে পেৰে—সম্ৰাট কি তা'কে যুদ্ধে নিয়ে যেতে কম আপত্তি ক'ৰেছিলেন ? আমি কি সম্ৰাটেৰ মতলব বুঝিনা বাবা ?

(আলেকজান্দাবেৰ প্ৰবেশ)

আলেক। (ওলিফিয়াৰ চৰণ বন্দনা কৰিয়া) মা—মা—মাজ্জনা কব মা,—সৈন্তপৰিদৰ্শন ক'ৰ্তে গিয়ে—আসতে একটু বিলম্ব হ'য়েছে !

ওলি। এসেছ যে—এই আমাৰ ভাগ্যি ! নইলে তোমাৰ বাপেৰ কাছে তোমাকে বাখাও যা',—আৰ যমেৰ মুখে দেওয়াও তা'। বুৰুলে বাবা হেপাস্তেন—এমন বোকা ছেলে যদি আৰ কা'ৰও জন্মে থাকে !

নইলে যে বাপ পদে পদে ওকে প্রাণে মারবার চেষ্টা ক'চ্ছে—সেই বাপের অত ঝাণ্ডা হয় ?

আলেক । না মা,—পিতা আমাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসেন ! তিনি কি কখনো আমাকে প্রাণে মারবার চেষ্টা ক'রেছেন ?

ওলি । এঁা—বলিস্ কি রে আলেক্, এর মধ্যে তুই সেদিনের কথাটা ভুলে গেলি ? মনে নেই,—কোথা থেকে একটা সর্ক্সনেশে ঘোড়া কিনে নিয়ে এল,—যে পিঠে চড়ে, সেই প'ড়ে হাতপা ভাঙ্গে ! দেশভুক্ত লোক কেউ চ'ড়তে চাইলে না,—আর বাপ হয়ে কিনা অস্বাভাবিকতায় তোকে সেই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে ছুট করালে !

হেপা । সেই ঘোড়া আপনাব বীরপুত্রের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ! আপনাব পুত্র আদর ক'বে তা'র নাম দিয়েছেন, “বিউকেফেলস্ !” সম্রাটের দোষ কি মা ? রাজকুমার সকলকার নিষেধ সহ্যও পিতার সঙ্গে বাজী রেখে—নিজে জোর ক'রে সেই হুঁদাস্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে অপূর্ণ কৌশলে নিমেষ মধ্যে তা'কে বশ ক'রে—আবালবুদ্ধবনিতাকে বিমুগ্ধ করেছিল ! বিস্মিত সম্রাট পুরস্কার স্বরূপ ৩০০০০ টাকা মূল্যের সেই ঘোড়াটী রাজকুমারকে উপহার প্রদান করেছেন !

ওলি । ছেলেবুদ্ধিতে ও যেন সে ঘোড়ায় চ'ড়তে চেয়েছিল, তা' ব'লে কি বাপ হ'য়ে প্রাণ ধ'বে তা'কে চ'ড়তে দিতে হয় ! আমার ছেলে ব'লে ঘোড়াটা ওর পোষ মেনে গেল বইত নয়, - নইলে, তীরের মতন ছুটন্ত ঘোড়া থেকে বাছা আমার প'ড়ে গেলে যে গুঁড়ো হ'য়ে যেতো বাবা !

আলেক । না মা—ঘোড়া আমায় কিছুতেই ফেলে দিত না ! যে কারণে ঘোড়া কা'কেও পিঠে চ'ড়তে দিচ্ছিল না,—তা' আমি অনেক পূর্বের বুঝতে পেরেছিলুম ! নূতন ঘোড়া নিজের ছায়া দেখে ভয়

পাচ্ছিল,—নিজের অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে যখন তা'র ছায়াটা আরও সঞ্চালিত হ'চ্ছিল, তাই দেখে সে ক্রমে আবও বিভীষিকাগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়ছিল। আমি তা'ব পৃষ্ঠে আবোহণ ক'রেই লাগাম ধ'বে সূর্য্যের দিকে তা'র মুখ ফিরিয়ে ধ'ল্লোঁম! যখন আর সে তা'ব ছায়া দেখতে পেলেনা—তখন আর তা'র ভয়েরও কোন কাবণ বইল না! সে নিরীহ প্রাণিব মত আমার আচ্ছাদন ক'বে আমাব বশতা স্বীকার ক'লে!

ওলি। তোর কেউ কিছুই ক'র্ত্তে পারেনা—এ আমি বড় গলা ক'রে বলছি! কিন্তু বাছা একটু সাবধানে চোলো,—তোমাব চাবি দিকে শত্রু! বিশেষতঃ তোমার বাপ—

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফি। বাঃ ওলিম্ফিয়া,—পুত্রকে তো বেশ সূক্ষ্ম দিচ্ছ! রাজ্যেশ্বরের পুত্র,—সমগ্র জাতিব আশা-ভরসা যে পুত্র,—সূক্ষ্মিত বীৰ-শ্রেষ্ঠ পুত্র,—গর্ভধারিণী জননী হ'য়ে সেই সংপুত্রকে আমাব তো বেশ উপদেশ প্রদান ক'চ্ছ! জন্মদাতা পিতাকে অবজ্ঞা ক'র্ত্তে শিক্ষা দিয়ে মাতৃকর্ত্তবা তো বেশ পালন ক'চ্ছ সম্রাজ্ঞী?

ওলি। কে ওর জন্মদাতা? তুমি? ছার তুচ্ছ পৃথিবীর মানুষ—তুমি আমার পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বীরপুত্রের জন্মদাতা? ভুল—ভুল সম্রাট,—ওঁ কথাটা একেবারে ভুলে বাও। স্বর্গের দেবতা—ওর পিতা! স্বর্গসৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর ওর জন্মদাতা! তুমি কে? তুমি তো ওর শত্রু!

ফি। রসনা সংযত ক'রে কথা কও রাণী! প্রণয়িণী ব'লে তোমাব অনেক অপরাধ মার্জনা ক'রেছি,—কিন্তু সকল ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে! সকল সময় তোমার এরূপ উন্মত্ততা আমি সহ ক'র্ত্তে পার্কিনা—তা' ব'লতে পারিনা!

ওলি। সত্য না ক'রে কি ক'র্কে? সম্রাট্ ব'লে কি আমার মাথাটা কেটে ফেল্বে নাকি? তুমিও যেমন সম্রাট্ ফিলিপ—আমিও তেমনি সম্রাজ্ঞী ওলিম্ফিয়া, তা জান? তুমি আমার কি ক'র্তে পার?

ফি। আর কিছু না পারি—বেশী বাড়াবাড়ী ক'লে পুত্রকে তোমার ব্রিসৌমায় আস্তে দোবোনা! জান রাণী—তোমার এই কোপন স্বভাবের জন্ত আমি তোমাব সংসগ একেবারে পরিত্যাগ ক'রেছি? তোমার বাক্যসম্মুখায় আমি অল্প বয়সীতে অসক্ত হ'তে বাধ্য হয়েছি!

ওলি। তা' হওনা—জন্ম জন্ম তাই হ'য়ে থাক, আমার তা'তে একটুও হুঃখ নেই! তুমি ম'রে গেলেও আমার কোন ক্ষতি নেই! তোমার সাধ্য কি যে তুমি আমাব কাছ থেকে আমার ছেলেকে পৃথক ক'রে রাখ! বরং আমি যদি মনে করি—তা'হ'লে তোমার কাছ থেকে জন্মের মতন আমার ছেলেকে স'রিয়ে নিতে পারি তা' জান?

আলেক। (ওলিম্ফিয়ার প্রতি) মা—মা! ক্ষান্ত হও মা! অকারণ পিতার সঙ্গে বিবাদ কোরোনা!

হেপা। (ফিলিপের প্রতি) ক্রোধ পরিত্যাগ করুন সম্রাট্—অবলা রমণীর কথায় আপনার ভ্রাতৃ মহাপুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি শোভা পায়না।

ফি। বটে ওলিম্ফিয়া - প্রশ্রয় পেয়ে তুমি এতটা বেড়ে উঠেছ? সম্রাট্কে তুমি এত হীন জ্ঞান কর? ভাল—এইবার দেখ সম্রাটের আদেশ বড়—কি তুমি আমার দাসী বাদী—তোমার আদেশ বড়! (আলেকজান্দারের প্রতি) আলেকজান্দার! আজ হ'তে তোমার প্রতি আমার এই আদেশ,—তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত সম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ ক'র্তে পাবেনা!

ওলি। আলেকজান্দার! তুমি দিনরাত্রি আমার সামনে হাজীব থাকবে,—ভুলেও দরবারে যাবেনা—কিন্তু সম্রাট যে দিকে থাকবে, সে দিকে পা পূর্য্যন্ত বাড়াবে না!

আলেক। মা—মা—তোমার পায়ে ধ'রছি মা—পিতার সঙ্গে বিবাদ কোবোনা! পিতা—পিতা—আমার মুখ চেয়ে আমার মা'কে মার্জনা কবন!

হেপা। সম্রাজ্ঞী! রূপা ক'বে আপনি ক্রোধ সংবরণ কবন,—অন্ততঃ এ স্থান পবিত্যাগ ক'রে আপাততঃ অত্র কক্ষে চলুন!

ওলি। আমার ছেলেকে উনি হুকুম করাব কে? তকুম বোলে হুকুম—একেবারে মারায়ক হুকুম?

ফি। শোনো আলেকজান্দার! যদি আপনার মঙ্গল চাও,—যদি ভবিষ্যতে রাজালাভের বাসনা থাকে,—যদি এই মনুষ্যজীবন বীবন মহত্ত্বগৌরবে গৌরবান্বিত করাব বিন্দুমাত্র আশা থাকে,—তা'হ'লে আজ হ'তে এই মুখরা গ্রীলোকের মুখদশন কোবোনা!

আলেক। মুখবা গ্রীলোক কে সম্রাট? আমার মা? আমার জগৎগুরু মা জননী কথ্য বলছেন?

ফি। ই্যা—বৃদ্ধে পালেনা?

আলেক। এত ভীষণ জটিল সমস্লাময় কথা কেমন করে আমার ভ্রায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির বোধগম্য হবে পিতা? গর্ভজাত পুত্র হ'য়ে মাকে ত্যাগ ক'র, — এ কথা কি সহজে কেউ বৃদ্ধে চা?!

ফি। তুমি রাজ্য চাও—না তোমার মাকে চাও?

আলেক। আমি আমার মাকে চাই!

ফি। তুমি ঐশ্বর্য্য—সুখ—মানসম্মদ—খ্যাতি চাও, না—তোমার মাকে চাও?

আলেক। আমি কিছুই চাইনি সম্রাট—আমি আমার মাকে চাই!

ফি। তুমি আমায় চাও—না—তোমার মাকে চাও?

আলেক। আমি সবার আগে আমার মাকে চাই!

ফি। তা'হ'লে তোমার মাকে নিয়ে তুমি থাকগে! *ওলিম্ফিয়া! যদি অপমানিত হ'বাব বাসনা না থাকে, এই মুহূর্তে আমাব রাজপ্রাসাদ হ'তে,—আমাব রাজ্য হ'তে দূর হও! আলেকজান্দার! যাও—তোমার মার পথেব পথিক হও!

ওলি। তোমাব মত মন্তপাযী লম্পট সম্রাটের রাজসিংহাসনে আমি পদাঘাত কবি! আমাব ছেনেই আমাব সর্বস্ব! আমার দেবতা পুল আমাব কাছে থাকলে—আমি সমগ্র পৃথিবীব অধিন্বরী হ'তে পার্ক! অ'ন আলেক—

আলেক। চল মা,—বিদায় সম্রাট! (মাতাব সহিত প্রস্থানোত্ত)

ফি। আলেকজান্দার! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার মাতা তোমার পূজনীয়া গুণ,—তোমাব পিতা কি?

আলেক। পিতা! আপনিও আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য গুণ,—কিন্তু আমাব বিবেচনায়—মা আমার তা'র চেয়েও বড়। মায়ের অপেক্ষা গুণ স্বর্গলোকেও নাই!

[আলেকজান্দারের ও ওলিম্ফিয়ার প্রস্থান।

ফি। বটে? পুল হ'য়ে পিতাকে অপমান? এর প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে! [ফিলিপের প্রস্থান।

হেপা। পুরুষপুংগব আলেকজান্দার! পৃথিবীতে তুমি শাপভ্রষ্ট দেবতা! চল—মাতাপুত্রে হেপাস্তেনের ক্ষুদ্র কুটীর পবিত্র কর্কে!

[হেপাস্তেনের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দরবার ।

পার্সিনি ও সভাসদগণ ।

১ম সভা । মন্ত্রী মহাশয় ! সম্রাট্ কি মাসিদোনিয়াবাসী সমস্ত স্পার্টানদের গৃহ লুণ্ঠন ক'র্ত্তে আদেশ ক'বেছেন ?

পার্সিনি । গৃহ লুণ্ঠন ক'র্ত্তে আদেশ কবেননি বটে,—তবে তাঁ'ন হুজ্জা —একজন স্পার্টানও যেন এ রাজ্যে আর না স্থান পায় । মানে মানে যা'রা বিদায় হবে—তা'দের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা নিষিদ্ধ ।

২য় সভা । কিন্তু আপনার মাসিদনসৈন্য কি সে নিষেধ গ্রাহ্য ক'চ্ছে ! এমন একজনও স্পার্টান নাই—যে মাসিদন সৈন্যের হস্তে নিগৃহীত বা যথেষ্ট উৎপীড়িত না হ'য়েছে ! এমন একজনও স্পার্টান নাই যে নির্বিবাদে আপনার ধনসম্পত্তি নিয়ে মাসিদোনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ ক'র্ত্তে সক্ষম হয়েছে ! সম্রাট্ তো হুকুম দিয়েই খালাস,—কিন্তু কার্য্যটা ঠিক সম্রাটের হুকুমমত হ'চ্ছে—কি সৈন্যদের ইচ্ছামত হ'চ্ছে—সে বিষয়েব কোন খবর রাখছেন কি ?

১ম সভা । আর শাস্তিরক্ষক বা সৈন্যদের নিয়মই হ'চ্ছে, তা'দের ধ'রে আনতে ব'ল্লে—তা'রা বেঁধে নিয়ে আসে ।

পার্সিনি । এ সমস্ত প্রসঙ্গ সম্রাটের উপস্থিতিতে উত্থাপিত ক'ল্লেই ভাল হয় । যা'র যা' বক্তব্য—তিনি সম্রাটকে সে সমস্ত কথা নিজেই

জ্ঞাপিত ক'র্ত্তে পারেন । আমরা হুকুমের চাকর, — হুকুম পালন ক'র্ত্তে বাধা ; ভালমন্দ বিচার কর্কার আমাদের কোন অধিকার নাই ।

(পৌসেনি অতালস্ ও সৈন্তগণের প্রবেশ)

অতা । দরবাবে পর্য্যন্ত তোমাকে আস্তে দিয়েছি,— কেননা তুমি স্পার্টান হ'লেও পূজনীয়া সম্রাজ্ঞীর কৃপায় মাসিদোনিয়ারাজ্যে আশ্রয় লাভ ক'রেছ । আব বেষা বাড়াবাড়ি ক'ল্লে—কিছা বিদ্রোহস্থচক কথা কইলে,—এখনি তোমাকে কাবাগাবে নিষ্ফেপ ক'রব ।

পৌ । সেটুকু বাকী রেখে আব মনকষ্ট পাও কেন সাহেব ? হুকুমনামা না দেখিয়ে—অগ্রিম কোন সংবাদ না জানিয়ে—দলবলশুদ্ধ একেবাবে আমার বাড়ীতে ঢুকে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটপাঠ ক'ল্লে,— আমার চোখেব সামনে আমার স্নিপুল্লপবিবারদের ঘাড় ধ'রে গ্রাল-কুকুরের মতন টেনে টেনে রাস্তায় বা'র ক'বে দিলে, নিরস্ত্র আমাকে বীবপুকষের দল বিদ্রোহী ব'লে গ্রেপ্তার ক'বে সমস্ত রাস্তাটা ঘুসী, লাথী, কিল, চড়, রদা উপহাব দিতে দিতে নিয়ে এলে,— তাঁ'রপর দববারের কাছ বরাবর এসে—প্রাণের দোস্তেব মতন আমাকে এখানে এনে হাজীর ক'রেছ । সম্রাটের কাছে ওইবার নিরীহ ভালমানুষটা সেজে আমার বিকন্ধে এমন ভাবে নালিশ ক'র্ত্তে সুরু ক'র'কে, যে, সম্রাট তখনি বসে নেবেন যে তাঁ'র নগররক্ষক—শান্তিরক্ষক—সৈন্তসামন্তরা জনে জনে সব গোবেচারী !

পার্মি । কে এ ব্যক্তি অতালস্ ?

অতা । দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন না—স্পার্টাবাসী একটা কালসর্প বিশেষ । সম্রাজ্ঞীর করুণায় মাসিদোনিয়ায় স্থান পেয়ে—ভয়ানক স্পর্ধিত হ'য়েছে । মাসিদোনিয়ায় বসে গুপ্ত ভাবে সমগ্র স্পার্টাবাসীদের

সম্রাটের প্রতি বিদ্রোহাচরণ ক'র্ত্তে তো উত্তেজিত ক'চ্ছিলই,—উপরন্তু অনেক মাসিদনও এবই পরামর্শে সম্রাটের শক্তাসাধন করবার জন্ত প্রস্তুত । আমি গুপ্তভাবে অনেক দিন থেকে এঁব চালচলন লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—এ' ব্যক্তি একজন ভয়ঙ্কর বিদ্রোহী । একে মাসোদো-নিয়ারাজ্যে আব স্বাধীন ভাবে বিচরণ ক'র্ত্তে দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নয় । হয় এব কারাবাসের ব্যবস্থা কবা হোক—নযতো একে চিব-নির্কাসন ক'রে রাজ্য শত্রুশূন্য কবা হোক ।

পৌ । যে রকম চুটিয়ে আপনারা কার্যা আবস্থ করছেন সাহেব,—রাজ্য শত্রুশূন্য না হোক—শীঘ্র প্রজাশূন্য হ'তে পাবে । তা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—স্বাধীনতাটুকু কোনখানটায় আমাব রেখেছেন ব'লতে পারেন ? যে দিন থেকে স্পার্টানদের সঙ্গে আপনাদের লড়াই বেধেছে, সেদিন থেকেই তো এ রাজ্যের সমস্ত স্পার্টানবা এক রকম আপনাদের কাছে বন্দী ! আব স্বাধীনতার কাজ নেই—যথেষ্ট হ'য়েছে ! আর যদি কিছু বাসনা থাকে—স্বচ্ছন্দে ক'র্ত্তে পারেন ; আমি প্রস্তুত ।

পার্সি । যুবক ! তুমি দরবারে কি অভিপ্রায়ে এসেছ ? অতালম্ ! সম্রাট্ তো এদের বন্দী করবার আদেশ প্রদান করেননি !

অত । আমি তো ওকে বন্দী করিনি মন্ত্রী মশাই,—আমি ওকে দরবারেও আসতে বলিনি ! এ ব্যক্তি জোর করে এখানে এসেছে ! সম্রাজ্ঞীর আশ্রয় ব'লে আমরা এর প্রতি আসলে বলপ্রয়োগ করিনি ; নইলে ওর সাধ্য কি যে আমাদের উপেক্ষা করে একেবারে দরবাবে এসে উপস্থিত হয় ! আপনি আদেশ করুন, - এই মুহূর্ত্তে আমি একে মাসোদোনিয়ার সীমান্ত পার ক'রে দিই ।

পার্সি । যুবক ! তোমার অভিপ্রায় কি সত্য বল ! তুমি কি
২৬]

দববাবে কোন রকম গোলযোগ ক'র্ত্তে চাও ? সম্রাটের আদেশ অনুসারে তুমি কি মাসোদোনিয়া পবিত্রাগ ক'র্ত্তে প্রস্তুত নও ?

পো। সম্পূর্ণ প্রস্তুত ! কেবলমাত্র সম্রাটকে জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে চাই—
কি অপবাধে আমাব দ্রীপুলকতাদেব একপ লাঙ্কিত-অপমানিত ক'বে
বিদায় কবা হ'য়েছে ! শুধু তাই নয়,—এই গোলযোগে তা'রা যে সব
কোণায়—তা'ও পর্য্যাপ্ত আমি জানিনা । একবন্ধে—কপদকশ্য কবে,—
অসহানে তা'দেব বিদায় ক'বেছে—আমি সম্রাটের নিকট এ অত্যাচারের
প্রতিশ্রুতি চাই ।

অতা। তোমাব দ্রীপুলকতাকে কি আমবা খেয়ে ফেলেছি
নাকি ? তোমাব ইচ্ছা হয়—তুমি নিজে খুঁজে নাওগে ! সম্রাটকে
আবাব জানাবে কি ? যাও—দব হও—বেরোও—

পো। প্রাণ পর্য্যাপ্ত পণ—আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে
কিছুতেই এস্থল পরিত্যাগ ক'রনা—

পান্নি। স্থির হও অতালম্—সম্রাট্ আসছেন—

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফি। এই যে তোমবা সবাই উপস্থিত আছ ! শোন পান্নিনি—
আজ একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা ক'র্ত্তে হবে—

পো। জয় হোক সম্রাট্—

ফি। কে এ ব্যক্তি ? কি চায় ?

পো। সম্রাট্ ! আমি বিচারপ্রার্থী—

পান্নি। স্থির হও । সম্রাট্ ! এ ব্যক্তি একজন স্পার্টাবাসী—

ফি। স্পার্টাবাসী ? অতালম্ ! এখনও এদের উচ্ছেদ করা
হয়নি ?

অতঃ। সম্রাট্। বাজাজ্ঞাপালনে আমবা তিলমাত্র অবহেল কবিনি। এ ব্যক্তি সম্রাজ্ঞীব আত্মীয় ব'লে—

ফি। সম্রাজ্ঞীব আত্মীয়? বিদায় কব—এখুনি এই মুহূর্ত্তে পদাধীনে প্রক বিদূষিত কব!

পৌ। সম্রাট্। অবীনেব একটা কথা—

ফি। কোন কথা নয়। অতালস—পার্মিনি। এখনও আমাব আদেশ পালন ক'ছনা—

অতঃ। যাও দূর হও—

পৌ। সম্রাট্। এত অবিচার—

বক্ষিগণ। মূৰ্খ। এখনও সম্রাট্‌এব আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'ছ?

[প্রহাব কবিত কবিত্তে পৌসেনিকে লইয়া

বক্ষিগণেব প্রস্থান।

ফি। মন্ত্রী। সভাসদগণ। বাজ্রভবর্গ! কস্মচাবীবৃন্দ। নোন হুগ আপনাবা কেহই অস্বীকার কবেন না যে—কেবল আমাবই বিপুল যত্ন—চেষ্টা—অধাবসায়ত্ত্ব এই ক্ষুদ্র মাসিদোনিয়া রাজ্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত—সুব্যবস্থিত,—সমগ বর্বোপখণ্ডে একটা সুসভ্য প্রদেশ ব'লে সুপরিচিত! আমাবই প্রাণপাত পবিশ্রমে “বক্ষব” আখ্যাত মাসিদন জাতি জগৎচক্রে শৌর্য্যবীৰ্য্যে—সুশিক্ষায় যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ ক'র্ত্তে সক্ষম হ'য়েছে।

পার্মিনি। মার্জনা ক'র্ত্তে আজ্ঞা হয় সম্রাট্! আপনাব বাজ্রভক্ত মাসিদন প্রজাব মধ্যে কেহ কি এ সম্বন্ধে কোনদিন বিরুদ্ধ প্রসঙ্গেব উত্থাপন ক'রেছে? তবে কিসেব জন্ত আজ অকস্মাৎ এরূপ সন্দেহচ্চক, প্রশ্ন ক'চ্ছেন—তা তো বুঝতে পাছিনা।

ফি । যথেষ্ট কাবণ আছে পার্শ্বিনি ! তা' হ'লে এ বাজ্যেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ বিশেষ বকম চিন্তা কবাও আমার গুণতব কৰ্ত্তব্য । আমার অবর্ত্তমানে বা'তে যোগ্যপাত্রে বাজ্যভাব অপিত হ'য়ে মাসিদোনিয়াব এই বহুকষ্টার্জিত গোবব বজায় থাকে, সে বিষয়েব এগন হ'তে ভাল বকম বন্দোবস্তও প্রয়োজন ।

সকলে । নিশ্চয়ই প্রয়োজন ।

পার্মি । সম্রাট্ ! এবপ চিন্তাব তো আপনাব আপাততঃ কোনও কাবণ দেখতে পাচ্ছি না । জগদীশ্বরের রূপায় আপনি যে পুণ্যব্রত গাভ—

ফি । চুপ কব পার্মিনি—আমাব বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি । কেটা কথা জিজ্ঞাসা কবি,—আমাব প্রজাবর্গেব মধ্যে যে ব্যক্তি আমাব অ দেশ লজ্জন ক'র্ত্তে সাহস ক'ৰ্কে—সে বাজবিদ্রোহী কিনা ।

সকলে । অবশ্যই বাজবিদ্রোহী—দণ্ডেব যোগ্য !

ফি । আমাব স্বীপুত্র আত্মীয়স্বজন পবিবাববর্গ সাবাবণ প্রজাব গ্রায অপিচাবে আমাব আত্মাপালন ক'র্ত্তে বাধ্য কিনা !

সকলে । নিশ্চয়ই বাধ্য ।

ফি । এদেব মধ্যে যদি কেউ আমাব অপমান কবে—আমাব বিদ্রোহাচরণ কবে—তা'হ'লে গ্রাণতঃ ধর্ম্মতঃ আমি তা'দেব শাস্তিবিধান ক'র্ত্তে বাধ্য কি না ।

সকলে । অবশ্যই বাধ্য ।

ফি । অতএব শোন সকলে,—আজ আমাব মন্ত্রী ওলিম্ফিয়া এবং আমাব পুত্র আলেকজান্দার আমাকে যেকপ অপমানিত ক'রেছে,—আমার আদেশ যেকপ ঘৃণাভাবে অসম্মানেব সহিত উপেক্ষা ক'রেছে—অন্ত কেউ হ'লে আমি সেই মুহূর্ত্তে তা'দেব প্রাণদণ্ড ক'র্ত্তেম ; কেবল নিজের

স্বীপুত্র ব'লে সামান্য শাস্তি প্রদান ক'বেছি—মাতাপুত্র হ'জনকেই প্রাসাদ হ'তে দূব ক'বে দিযেছি ।

পার্মি । সম্রাট্ । এ সম্বন্ধে অধীনেব—

ফি । স্থির হও মন্ত্রী । যদি আমাব হিতাকাঙ্ক্ষী সুল্লাদ হও, যদি মাসিদোনিয়া রাজ্য এবং মাসিদনজাতিব মঙ্গল চাও,—আমাব অনুবোধ, আমাব সেই বিদ্রোহী স্বীপুত্রের পক্ষ সমর্থন ক'বে একটা কথাও উচ্চারণ কোবোনা । তা'তে আমি কষ্ট ভিন্ন কখনই তুষ্ট হবনা । আমাব সমস্ত কর্মচাবী সভাসদগণেব প্রতিও আমাব এই অনুবোধ জ্ঞাপিত ক'ল্লেম ।

অতা । সম্রাট্ । আপনি পৃথিবীব একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বাজনাতিজ্ঞ, —একটা বীৰজাতিব সৃষ্টিকর্তা - ভাগ্যবিধাতা, একটা বিশাল বাজ্যেব প্রতিষ্ঠাতা । আমবা সকলেই স্থির জানি—আপনাব প্রত্যেক কাযাই বাজ্যওপ্রজাব মঙ্গলেব জন্ম । আপনাকে সুযুক্তি প্রদান ক'বে আপনাব সঙ্কলিত কায্য ত তে নিবৃত্ত কর্কাব চেষ্টা—আমাদেব বিড়ম্বনা এবং ধৃষ্টতা । তবে এ বাজ্যেব উত্তবাধিকাবীত্সম্বন্ধে সম্রাট্ কিরূপ ব্যবস্থা ক'বেছেন তা' কি জান্তে পাবি ? আপনাব অগ্র মহিষীব গর্ভজাত তো কোন পুল সন্তান নাই ।

ফি । আমি পুনবায দাবপবিগ্রহ ক'র'ক । সেইজন্য আমাব বিশ্বস্ত সহচর ক্লিতস্কে আমি কোন একটা অপূর্ক সুল্লাবী বমণীব সন্ধানে পাঠিয়েছি । আমি স্থির ক'বেছি—আগামী পবস্বই মহাসমাবোহে আমাব ধিবাহোৎসব কায্য সম্পন্ন কর'ক । পুত্রোৎপাদনই যখন আমাব মুখ্য উদ্দেশ্য,—তখন কেবল একটা নয়,—তোমাদেব সন্ধানে যদি আমাব যোগ্য সুবতী কোথাও থাকে, তা'হ লে এই সঙ্গে স্থিব ক'র্ত্তে পাব, আমি সেজন্য তোমাদেব যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'র্ত্তেও প্রস্তুত আছি ।

পার্মিনি । সম্রাটের ইচ্ছার বিকল্পে আমাদের কোনও কথা বলবার নাই । থাকলেও বলতে সাহস কবি না ।

ফি । ব'লেও আমি কোন কথা শুনবনা—এটাও স্থির জেনো । এখন তোমার প্রতি আমার এই আদেশ—পার্মিনি ! তুমি শীঘ্র বিবাহোৎসবের আয়োজন কর । অতালস ! তুমি নিজে গিয়ে আরও কয়েকটা সুন্দরী কুমারী সংগ্রহ ক'বে নিয়ে এস,—আমি আমার পত্নীরূপে তা'দের গ্রহণ ক'ব । বাজ্যে ঘোষণা কবে দাও—আমাকে যে কন্যাদান ক'র্কে—তা'কে আমি যথেষ্ট ধনসম্পত্তি দিয়ে তুষ্ট ক'র্ক ।

অতা । সম্রাট্ ! যদি অভয়দান কবেন তা' হ'লে এ দাস একটা কথা নিবেদন ক'র্তে সাহস কবে !

ফি । যদি আমাব অপ্রিয় কথা হয়—তা' হ'লে প্রয়োজন নেই অতালস !

অতা । না সম্রাট্—আপনাব পক্ষে অতি আনন্দের সংবাদ । আমার একটা পিতৃমাতৃহীনা অনুচা দ্রাতুপুত্রী আছে ; শৈশব হতে আমরা স্বামীস্ত্রীতে মিলে তা'কে কন্যানির্কিংশে লালনপালন ক'চ্ছি । কন্যাটা অপূর্ব সুন্দরী, পূর্ণযুবতী । বহুদিন যাবৎ বহুস্থান অন্বেষণ ক'রেও তা'র উপযুক্ত পাত্র কোথাও পাইনি,—সেই কারণে এতকাল পর্যন্ত তা'কে অনুচা রেখেছি । যদি রাজ্যদেশ পাই—তা' হ'লে ক্লিপেট্টাকে এখনি এনে সম্রাটের চরণতলে অর্পণ করি ।

ফি । এই কথা বলবার জ্ঞাত তুমি এত ইতস্ততঃ ক'চ্ছিলে ? অতালস ! তুমি আমার পরম সুহৃদ—পরম বিশ্বাসের পাত্র ; আমার সকল কার্যে তুমিই আমার প্রধান সহায় । তোমার এমন সুন্দরী যুবতী দ্রাতুপুত্রী অনুচা আছে—এতদিন আমাকে সে কথা জানাওনি কেন ? তা' হ'লে এতদিন কোন্‌কালে তা'কে আমার সর্বপ্রধানা মহিষী ক'র্তেম ।

যাও অতালস্ ! ক্লিপেট্টাকে নিয়ে এস । আমি পবন আহ্লাদেব সহিত তা'কে মাসিদোনিয়াব সম্রাজ্ঞীপদে বরণ ক'ৰ্ব্ব । শুধু তাই নয় — যদি ভবিষ্যতে আমাব অল্প জীব গৰ্ভে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কৰে, — তা'হ'লেও তোমাবই দ্রাচুপুল্লীব গৰ্ভজাত পুত্র অথবা কন্যা এ দাজোব একমাত্র উত্তরাধিকাবী হ'বে ।

অতঃ । সম্রাটেব জয় হোক — আমি এখুনিই ক্লিপেট্টাকে প্রাসাদে আনিছি —

(অতালস্ প্রস্থানোত্তত এবং হেপাস্তেনেব প্রবেশ)

হেপা । ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন সাহেব — একটু অপেক্ষা ককন ! সম্রাট্ বখন আপনাদেব কবতলগত — তখন তো আপনাদেব কোন সাব পূর্ণ হতে বাকি থাকবে না ।

কি । কি চাও হেপাস্তেন ? অতালস্কে কি ব'লছ ।

হেপা । অত্যায কিছু বলিনি সম্রাট্ — একটু অপেক্ষা ক'ৰ্ত্তে ব'নছি । এমন সুখব রাজসংসাবে তুলক্রমে যদি একটা অশাস্তিব অনল প্রস্ফলিত হ'য়ে থাকে — সে অনল নির্কাপিত না ক'বে সেই সুযোগে আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধি কবা কি মিত্রতাব পরিচয় ? মঙ্গলাকাজ্জী সুহৃদেব কি সেটা সুবিবেচনাব —

ফি । তোমাব আড়ম্বৰপূর্ণ বাক্যচ্ছটা শোনবাব আমার অবসব নাই ! যদি কিছু বক্তব্য থাকে শেষ ক'ৰ্ত্তে পাব ।

হেপা । বক্তব্য অল্প কিছু নাই সম্রাট্ । আমিও স্বার্থসিদ্ধির আশায় রাজসমীপে উপস্থিত ! আমায় তিষ্ঠা দিন প্রভু ।

ফি । কি তিষ্ঠা চাও হেপাস্তেন ? আমাব বিন্দোহী পুত্রকে নির্কাপিত ক'ল্লোও তোমার প্রতি পূৰ্বেৰ জ্ঞায় স্নেহমমতা আমার অক্ষুণ্ণ থাকবে । তুমি কি চাও — বল !

হেপা। যা' চাই—তা' কি দেবেন সম্রাট্? পুত্রহানীর আমি,—
একটা সামান্য ভিক্ষা কি পাব?

ফি। পাবে। আমাব সাধ্যাতীত না হ'লে অবশ্যই দোবো। কি
চাও শুনি!

হেপা। মাজ্জনা। মাজ্জনা চাই সম্রাট্! দীনকে মাজ্জনা ভিক্ষা
দিন।

ফি। মাজ্জনা? তোমাকে? সে কি হেপাস্তেন! তুমি তো কোন
অপবাদ কবনি!

হেপা। আমি অপবাদী হ'লে—বোধ হয় সানকচিত্তে দণ্ডভোগই
শ্রেয়স্কর বিবেচনা ক'র্ত্তম। কেননা—মাজ্জনা অপেক্ষা দণ্ডগ্রহণে চিত্তে
প্রসন্নতা জন্মায়। সম্রাট্! আমি রাজপুত্র এবং মহারাজার হৃদয়
মাজ্জনাপ্রার্থী!

ফি। পুনরায় ও কথা মুখে উচ্চারণ কোরানা হেপাস্তেন।

হেপা। চরণে ধজি সম্রাট্,—ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে স্ত্রী-পুত্রকে
ত্যাগ ক'র্কেন না।

ফি। কে আমাব স্ত্রী-পুত্র? আমাব স্ত্রী-পুত্র নাই! আমি সেই
জন্মই পুনরায় দারপরিগ্রহেব উত্তোগ ক'ছি।

হেপা। আপনি রাজ্যোৎসব—লক্ষ দারপরিগ্রহ করুন, তা'তে কেউ
বাধা প্রদান ক'র্কেন না। কিন্তু তা' ব'লে—লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা—
আপনার কোনমতেই ক'র্ত্তব্য নয়! বিনা দোষে স্ত্রী-পুত্রকে নিকরাসিত
করা সম্রাটের যোগ্যকার্য নয়।

ফি। কি ব'লে হেপাস্তেন? যে স্ত্রী-পুত্র আমার মুখের সামনে অকথ্য
কুকথা ভাষায় আমায় অপমানিত করে, যারা দর্শককে আমার বিরোহা-
চরণ করে,—তা'দের আমি শাস্তি প্রদান ক'র্কেনা? কি ভয়ঙ্কর অপরাধে

তা' বা অপবাধা—তা' তুমি সকলৰ অপেক্ষা অধিক জান । জেনে শুনে
ব'লছ কিনা “বিনা দোষে” । বাজোথবকে তুমি অবিচাৰ ক'লে—
পক্ষপাতীহ ক'ৰ্ত্তে পৰামৰ্শ দাও ?

হেপা । সম্ভাট্ । বাজোথবক কিবাকৈ কোন পৰামৰ্শ দেবে এমন
স্পষ্ট হোৱাতেন বাথে না । আনাব ক্ষুদৰকিও বেটুক উপস্থিত হ'লে,
আমি বাজপাদে তাই নিবেদন ক'ৰ্ছি । প্রৱ । সৃষ্টিৰ প্ৰাবল্যকাল পথক
সকল দেশে—সকল জাতিমধ্যে—সকল সংসাৰে আত্মপৰে একতা বিভিন্নত,
একটা স্বাভাবিক পাৰ্থক্য নিদ্দিষ্ট আছে । সে পাৰ্থক্য—সে পক্ষপাতীহ না
থাকলে হুনিয়ায় সমাজ থাকতো না—সংসাৰ থাকতো না—বাজ্য থাকতো
না—পৃথলীও থাকতো না । বাজাব ছেল—বাজাব মহিষী—বাজাব
পৰিবাব,—ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত এদেবৰো অধিকাৰ—এ সম্মান—এ মৰ্যাদা আছে
একটা সামান্য ইতিবাচক প্ৰজ্ঞাৰ যদি সেই অধিকাৰ, সেই সম্মান, সেই মৰ্যাদা
থাকে, তা'হ'লে পৃথিবীতে সমস্ত একাকাৰ হ'বে সৃষ্টি পৰাস্ত প্ৰাণ ভাব
সম্ভাবনা । সম্ভাট্ । শুণু বাজসংসাৰে নয়, আপামবসাৰাবণ—দান
দৰিদ্ৰ গৃহস্থ ধনবান,—সকল সংসাৰেহ পৰ অপেক্ষা আপনাব দ্বা-প্ৰণেৰ কি
একটা বিশেষত্ব নাই ? দ্বীপুত্ৰকে সে অধিকাৰবিশেষত্ব প্ৰদান ব'বা
স্বামী ও পিতাব ইচ্ছাধীন বা অন্তৰ্গত নয়,—অবশ্য ক'বো । আপনি
'বাজোথব হ'লেও—ক'বেও জায়া অধিকাৰ হ'তে বঞ্চিত ব'বা আপনাব
অবিচাৰেৰ পৰিচয় অথবা বাজধৰ্ম্ম নয় ।

অত । এ আপনি কি অজ্ঞাৰ বক্তি দেখাছেন সাহেব ? দ্বীপুত্ৰ
ব'লে কি একেবাবে মাথা কিনিছেন নাকি ? সম্ভাট্কে যখন তখন
বা'ছেতাই অপমান ক'লেন,—আব জী-পুত্ৰ ব'লে ঠেকে নীবে তাই সহ
ক'ৰ্ত্তে হবে,—এ আপনাব কি বকম উপদেশ ?

হেপা । মাপ কৰুন সাহেব—এ বিষয়ে আপনাব সঙ্গ আমি কোনও
৩৪]

কণ কইতে প্রস্তুত নই! আপনিও আপনাব স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় আছেন, আমিও আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্ত উপস্থিত। বিশেষতঃ, আমাদের দুজন কাঁই স্বাধ মখন বিপবীতগামী, তখন এ সম্বন্ধে আপনাব আমার মতাব দৈকা কোনমতেই সম্ভব নয়।

দি। আমার সেই অপমানকাণী স্ত্রী-পুণেব জন্ত মাজ্জনা ভিক্ষায় তোমাব স্বাধ কি হেপাস্তেন?

হেপা। আমার কি স্বাধ? হাং সমাট্। এ কথা আপনাব গুজ্জাসা কণা শোভা পায় না। পিতৃমাতৃহীন অনাথ হেপাস্তেন যাঁদেব অন্তঃগত আজ বাহুসংসানে প্রণিষ্ঠা লাভ ক'বেছে,—যে সম্রাজ্ঞী নিজেব একমাত্র পুত্র অপেক্ষাও আমাকে স্নেহ বহু করেন, যাঁজোষবেব পুত্র হযেও এ অগণকজ্ঞানাব আমাকে জ্যেষ্ঠ মহোদয়েব গ্রায ভক্তিশ্রদ্ধা সম্মান পদশন ক'বে থাকেন, এক কথায় ব'লেতে কি সমাট্,—যাঁদেব জন্তই এ পৃথিবীতে এহ ক্ষুদ্র ব্যক্তি হেপাস্তেনেব অস্তিত্ব, সেই জননীস্বকপিলী মহাবাগী, সেই অভিন্নহৃদয় সোদবসমান রাজপুত্র বাজপ্রাসাদ হ'তে দুর্নীভূত—চন্দ্রশাগস্ত,—তাঁ দেখে আমি কেমন ক'বে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি প্রভু?

অত। সাহেব! কেন বেশী বাড়াবাড়ি কছেন? সমাট্ ফিলিপকে অপমান ক'বে স্বপ্নেব দেবতা পর্য্যন্ত নিকৃতি লাভ ক'র্ত্তে পারেননা,—এটা যেন মনে থাকে!

হেপা। আবার আপনি আমার কথায় কথা কইছেন! আপনি তো বড় নির্ভাজ্জ—

অত। নির্ভাজ্জ—আমি না আপনি? সাহেব। আপনাবও তো কম সাহস নয়? আপনি সম্রাটের প্রসাদভোজী হ'লে সম্রাটেব আদেশ লঙ্ঘন ক'রে—সম্রাটের রাজহবে ব'সে বিদ্রোহাচরণ ক'ছেন? এতক্ষণ সে

কথা সম্ৰাটৰ গোচৰে আনি নি—কিছু আপনাৰ আচৰণে আমায় ব'লতে
হ'ল যে, —নিৰ্ভীৰসিত বিদোহী সম্ৰাজী এবং বাজকুমাৰকে আপনি বহু
সম্মানে আপনাৰ আবাসে আশয় প্ৰদান ক'ৰেছেন। এ কাৰ্য্য কি
যোবতব বিদোহীতা নয় ?

ফি। সে কি হেপাষ্টেন —ওলিম্ফিয়া আলেকজান্দাৰ তোমাৰ বাটীতে ?

হে। সম্ৰাট্ ! এ কথা কি আপনি এখন শুনলেন ? তা'হলে
বাস্তবিকই খুব আশ্চৰ্য্য বটে ! প্ৰভু। আমি জীৱিত থাকতে সম্ৰাজী
সম্ৰাটপুত্ৰ বাস্তায় দাড়াবে ? হেপাষ্টেনেৰ দেহে বহুবিন্দু থাকতে সম্ৰাট্
ফিলিপেৰ মৰ্যাদাহানি হবে ? সম্ৰাট্। একবাৰ প্ৰৱৃতিস্ত হ'বে বিবেচনা
ক'বে দেখুন দেখি, —বাজী ওলিম্ফিয়া এবং বাজকুমাৰ আলেকজান্দাৰ
যখন বাজদণ্ড গ্ৰহণ ক'ৰেন, —তখন কি তাদেৰ দেখিয়ে আবালবৃদ্ধবনিত
ব'লবে না, —“ঐ সম্ৰাট্ ফিলিপেৰ পত্নী, —ঐ সম্ৰাট্ ফিলিপেৰ পুত্ৰ।”
অপৰাধীৰ সঙ্গে ফিলিপেৰ নাম সংশিষ্ট থাকলে কি সম্ৰাট্ ফিলিপেৰ
গৌৰৱৰুদ্ধি হবে ?

ফি। ঠিক ব'লেছ হেপাষ্টেন—এ কথাটা তখন ভাবিনি, —এখন
মনে লাগেছ বটে !

হে। শুধু তাই নয় সম্ৰাট্ ! অন্তঃপুৰচাৰিণী মহাবাণীৰ উগ্ৰস্বভাৱেৰ
কথা সাধাৰণ প্ৰজাবৃন্দেৰ সম্পৰ্ণ অবিদিত। সমগ্ৰ মাসিদান জাতি
মহাবাণীকে জননীৰ সমান জ্ঞান কৰে থাকে। আব বাজপুত্ৰ আলেক-
জান্দাৰও প্ৰজাবৃন্দেৰ কিৰূপ ভক্তি সম্মান ভালবাসাৰ পাত্ৰ, —তা'তো
আপনাৰ অজ্ঞাত নয়। যদি প্ৰজাগণ সেই সম্ৰাজী—সেই সম্ৰাটপুত্ৰৰ
একুপ দুৰ্দশাৰ কথা শোনে, —তখন তা'ৰা স্বঃ প্ৰবৃত্ত হ'য়ে আপনাৰ
অপৰাধী স্ত্ৰী-পুত্ৰেৰ পক্ষ অবলম্বন ক'ৰে—বাজ্যে ভয়ঙ্কৰ গোলযোগেৰ
সৃষ্টি ক'ৰেনা কি সম্ৰাট ?

পাশ্বিনি। সম্রাট! হেপাস্তেন সাহেবের সহিত আমাদেরও ঐ মত! আমরাও আপনার এ পত্নী-পুত্র-নির্বাসন-কার্যেব অনুমোদন করিনা।

ফি। ভাল—তোমাদের যদি সকলের তাই মত হয়, আমি আমার নিবাসনদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার ক'লেম। হেপাস্তেন! তুমি সম্রাজ্ঞী এবং রাজপুত্রকে প্রাসাদে আস্তে বল। কিন্তু উত্তরাধিকারীনিবাসন সম্পূর্ণ আমাব ইচ্ছাধীন,—সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের কোনও অনুরোধ উপরোধ শুন না! পাশ্বিনি! যাও—আমার বিবাহোৎসবের আয়োজন কর। অভালস্! তোমার দাতুপুত্রীকে নিয়ে এস,—সেই আমার প্রধানা মতিমী হবে।

হপা। সম্রাট! আপনার জয় হোক!

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গভীক



আরিস্ততলের বাটীর সম্মুখ।

আরিস্ততল ও ক্লিতস।

ক্লি। তা'হ'লে এখন আপনার যে রকম আদেশ হয়—আমি সেই রকম কার্য্য করি।

আরি। আমার আবার আদেশ কি? সম্রাটের যখন আদেশ হ'য়েছে তখন সে আদেশ যেমন ক'রে হোক—পালন ক'র্ভেই হবে।

ক্লি। মেয়ের আপনার জোর বরাং—একেবারে সম্রাটের নেক-

নজবে পড়েছে। সমাট জামাই হ'লে আপনাদেব সাতগুষ্ঠিৰ হিলৈ হ'য়ে বাবে। আপনিও একজন ছোটখাটো বকমেৰ সমাট হ'য়ে প'ড়বন।

আৰি। সে আকাঙ্ক্ষা আমাব নেই ক্লিওস। জ্ঞানাজ্ঞান—বিজ্ঞাজ্ঞানহ আমাব নম্বৰ জীবনেৰ কাম্যবস্তু। কিন্তু তোমাব কাছ দিয়ান' সম্বন্ধে যে কথা শুনলোম—তা'তে আমি বিশেষ চিন্তিত হ'য়েছি। যেমন ক'বই হোক—আলেকজান্দাবেৰ সঙ্গে দিয়ানাৰ প্ৰণয়সংঘটনেৰ পথ বন্ধ ক'ৰ্ত্তেই হ'ব।

ক্লি। তা'তো হ'বই। সেই জন্তেহ তো আমবা এত উঠ পাড লেগেছি। নইলে আপনাব মোহটো বে বকম প্ৰণয়েৰ থাবা বাডিয়ে ছিলেন, তা'তে বাজকুমাৰেৰ মত দুদশটা মহাবীৰকে কোথা ছো মেৰে উৰাও কৰে নিষে বেতো।

আৰি। উঃ—আব বোমানা—আব বোলানা ক্লিওস। দিব দিব নাবীজাতিকে। দিব তা'ৰ উচ্চশিক্ষা—দিব তা'ৰ সংঘম অভ্যাস। তুচ্ছ এক অলীক প্ৰণয়েৰ বশে সৰ্বনাশা নিজেৰ সৰ্বনাশ—বাজকুমাৰেৰ সৰ্বনাশ—দেশেৰ সৰ্বনাশ ক'ৰ্ত্তেও কুণ্ঠিত নয়? এই যে পাপিষ্ঠা আসছে—

(দিয়ানাৰ প্ৰবেশ)

আৰি। দিয়ানা। তোমাব বালিকা বয়স—তোমাব বিজ্ঞাশিক্ষাৰ সময় অতিবাহিত হ'য়েছে, এখন তুমি পূৰ্ণবতী,—তোমাব যৌবন ধন্য পালনেৰ সময় উপস্থিত। যাও—দ্বিকল্পিত না ক'বে এই ব্যক্তিৰ অনুসৰণ ক'ব। সম্ভাট ফিলিপকে পতিত্বে বরণ কৰ্ণবে জীবন ধন্য ক'ব।

দি। কি ব'লৈ বাবা?

ক্লি। বাবা চিৰদিন ভাল কথাই বলে ঠাকৃকণ্—হাবা মেয়ে সে কথা এখন শুন্দে হয়!

আবি। কথাটা বুঝতে পারেনা দিয়ানা? সম্রাট্ ফিলিপ তোমার সৌন্দর্যো মুগ্ধ হ'য়ে তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্ত্তে চান। তাই আমার প্রতি আদেশ হয়েছে,—তোমাকে এই ব্যক্তির সঙ্গে রাজবাটীতে পাঠিয়ে দিতে।

দি। কে সম্রাট্ ফিলিপ? তাঁ'র আদেশ আমি পালন ক'র্ত্তে বাবা নই!

বি। তুমি তো তুমি, তোমার বাবা যে সে বাবা—তা' জান বাছা!

দি। চুপ কব্—ক্ষুদ মসিক!

আবি। সম্রাটের আদেশ পালন ক'রেনা দিয়ানা?

দি। না।

আবি। ভাল, আমার আদেশ?

দি। পিতা! অগায় আদেশ জগদাধিবাব হ'লেও দিয়ানা পালন করেনা।

আবি। হুঁ! দুব দিয়ে কাল সাপিনী পুষেছি বটে!

কি। ভাল চান্ তো প্রভু, এ কাল-কেউটে এখুনি আপনার ভিটে থেকে সবান্,—নইলে যে চক্র বা'র ক'রেছে দেখছেন,—ও বাপ-টাপ্ কিছু মান্বে না! এখুনি আপনাকেই চোট্ ক'রে।

আরি। দিয়ানা! ভাল কথা বলছি শোনো—সম্রাট্‌নে যদি না বাও, এখুনি রাজরক্ষীগণ তোমাকে বলপ্রয়োগে নিয়ে যাবে!

দি। হা হা হা! আমাকে? কা'র সাধ্য?

আরি। তা'হ'লে ক্লিতস্, পিশাচিনীকে জোর ক'রে নিয়ে যাও,—আর আমি ওকে আমার বাটীতে প্রবেশ ক'র্ত্তে দোবোনা।

[আরিস্ততলের বাটীর ভিতর গমন ও দ্বার অর্গলবদ্ধ করণ]

কি। বাস্, এইবারে তো পথে ব'স্লে সুন্দরী—আর কেলেঙ্কারী

কোবোনা ;—তা'হ'লে ছ'কুলই যাবে । এইবার লক্ষ্মী মেয়েব ম'ত আমাব সঙ্গে চলে এস ।

দি । তুমি জাহানমে বাও কুকুব !

[প্রস্থানোত্তর ।

ক্লি । তবে বে ছুঁড়ী ! অবলা ডব্বলা-বক্সা ব'লে কিছু বগিনি বটে ? চম্ভো—হিড হিড কবে টেনে নিয়ে যাউ—

[দিয়ানাব হস্তধাবণ ,—ক্লিতসেব গ্রীবাধাবণপৰ্ব্বক দিয়ানা তাহাকে ভূতলে পাতিত কবিল ।

দি । এখুনি তোমায় হত্যা ক'ৰ্ত্তে পাবি,—কিন্তু ক্ষুদ্র কীট নদ কোনও ফল নাই । সাবধান ! আমাব সঙ্গে বেগোনা,—তা'হ'লে তোমাব মৃত্যু নিশ্চয় ।

[দিয়ানাব প্রস্থান ।

ক্লি । উঃ—গিছি বাবা—একেবাবে জাহানমেই গিছি !

(কালীস্থানীব প্রবেশ)

কা । উঠতে পাচ্ছনা সাহেব ? এস—আমি উঠিয়ে দিচ্ছি । একটু তেল মালিস্ ক'বে দে'বো ?

ক্লি । ভাই, যা'হ'লো তা'হ'লো—কাউকে প্রকাশ কোবোনা । বড়ই বে-ইজ্জৎ হয়েছি । একা এসে ভাল করিনি ।

কা । একটা বীতিমত ফোজ আনাই উচিত ছিল !

ক্লি । তাই বটে ! বাপ্—ওকি মেয়েমানুষ ? কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়,—ওব চৌদ্দ-পুরুষে কেউ মেয়েমানুষ নয় !

কা । এইবার সম্রাটের কাছে মোটা রকম বখ্শিস্ নাওগে !

ক্লি । তাইতো—সম্রাটকে কি বলি বল দিকি ?

কা। স্পষ্ট বলগে—আপনাব নববধ আমাকে কত খাইয়ে তাঁব
প্ৰাণবঁধব অন্তেষণে গেছেন ।

ক্লি। ঠাট্টা কব কেন ? আমি মজ্জি' প্ৰাণেব জ্বালায়—গায়েব
ব্যথায়,— এখন উনি এলেন বঙ্গ ক'বতে । আস্জা—তোমাকে তো ছুঁড়ী
একটু খাতিব ক'ব,—তুমি গুৰিয়ে-সুৰিয়ে আন্তে পাবনা ?

কা। পাৰি বৈকি—এক কথায় নিয়ে গেতে পাৰি !

ক্লি। পাব—পাব ? মাউৰি ?

কা। তা পাৰি বইকি ! শুধু পাৰি নয়,—এমন ধাৰা পাৰি,—
যা'তে এখনি ছুঁড়া কেঁচোব মতন তোমাবই সঙ্গে যাবে ! কিন্তু—তোমাকে
একটী কাজ ক'ব্বে হবে ।

ক্লি। কি 'ক—বল ভাই বদা ! আবও ত'থা বদা গেতে হবে ?
আজ্ঞা তাই সঠ—তাই সঠ ।

কা। না—তা'ব চেবে সোজা কাজ । বিয়েটা দু'বিষে এক পুৰুষ
নামিয়ে দিহো হয়না ? বাপেব সঙ্গে না দিহে—ছেলেব সঙ্গে দেবাব
বান্ধা ক'ৰ্ত্তে পাব ?

ক্লি। ধো-২ !

[ক্লিতসেব প্ৰস্থান ।

কা। ভো-২ !

[মুখ ভাঙ্গাইয়া অপব দিকে প্ৰস্থান ।

ষষ্ঠ পর্ভাঙ্ক

অবণাপথ ।

পৌসেনি ও দিয়ানাব প্রবেশ ।

দি । প্রতিশোধ নিতে পাক্সে ?

পৌ । নিশ্চয় পার্কো ? স্বয়ং সয়তান এসে যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—
তা'কেও উপেক্ষা ক'রে আমি সম্রাটকে হত্যা ক'র'ব !

দি । বৃথা বাক্যাডম্বর কোরোনা । সম্রাটকে হত্যা ক'র'বে—এতদূর
সহিস তোমার হয় ?

পৌ । আলবৎ হয় । যদি অবিশ্বাস হয়, তা'হ'লে তুমি স্পাটান
জাতিকে চেনোনা ! শুধু সম্রাটকে কি ব'লছি,—সম্রাটের স্ত্রী, পুল,
সম্রাটের আত্মীয়স্বজন,—সকলকে বধ ক'র'ব !

দি । তা' ক'র্ত্তে পাবেনা ! সম্রাট তোমার বে রকম অনিষ্ট ক'রেছে
—তা'তে সম্রাটকে হত্যা করাই উচিত ! তা'তে আমি কিছু ব'ল'বনা,—
কেননা সম্রাট আমারও শত্রু । সম্রাটকে হত্যা কর,—কিন্তু তা'র স্ত্রী-
পুলকে বধ ক'র্ত্তে পাবেনা । তা'রা তোমার আমার সঙ্গে কোন শত্রুতা
আচরণ করেনি !

পৌ । বধ ক'র'বনা ? আমার স্ত্রী-পুলদের যে সর্বনাশ ক'রেছে, তার
স্ত্রী-পুলকে আমি জীবিত থাকতে দোবো ? জান আমার কি সর্বনাশ
ক'রেছে ? সম্রাটের আদেশে তা'রা নিরাশ্রয় হ'য়ে উপযুপরি তিন
চারদিন ক্রমাগত পথে শথে ঘুরে বেড়িয়েছে ! -সমগ্র মাসিদান রাজ্যের
মধ্যে কেউ তা'দের একবার কোথাও বসে বিশ্রাম ক'র্ত্তে দেয়নি—

দাকণ তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পান করাব অবসর দেবনি !
অনাচারে পথক্রান্ত পিপাসার্ত্ত হ'য়ে—এক বৃক্ষতলায় ক'জনে মবে প'ড়ে
আছে ! এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি । আমি ফিলিপকে মার্কনা ? আমি
তা'র বংশলোপ ক'রবনা ?

দি । এ তোমার খুবই অগ্নায় কথা ! একজনের দোষে অপবে
শাস্ত্রভোগ ক'রে কেন ? তা' হবেনা ! বাজকুমারকে হত্যা ক'রে
কিছুতেই পাবেনা ! সে সঙ্কল্প যদি কব, তা'হ'লে এ বিষয়ে তুমি আমার
চিত্তমান সহায়তা পাবেনা—নবং আমি তোমার কার্য্যসিদ্ধির পথে
প্রতিবন্ধক হব !

পো । আচ্ছা—তোমার কথা বাহ'লেম । শুধু সমাটকে হত্যা
ক'রে পেলেই আমার কতকটা প্রাণের আলা নির্বাণ হ'বে !

দি । তা' হ'লে—এস আমার সঙ্গে ।

[উভয়ে প্রস্থান ।

সপ্তম পৰ্য্যায়

বিবাহ সভা ।

সদস্রগণ, নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিগণ ইত্যাদি ।

(ছদ্মবেশে একবাবে সশস্ত্র পৌসেনি এবং দিয়ানা)

নৰ্ত্তকীগণেৰ তুলমানা হস্তে

গীত ।

অধর হুবা নিশিয়ে দিয়ে মিনি স্ততোষ গেঁথেছি এ হার ।

কত মৰু আছে ঝুঁ—ঝুঁকি বোঝে এবার প্রাণে তোমার ॥

পার যদি বাসতে ভাল,

গলায় মালা ক'রবে আলো,—

প্রাণ খুলে প্রেম ঢালো—

দুঃখজ্বালা রবেনা আর,—

মধুর স্নেহে বাজবে ধীরে স্নেহমাঝারে মরম তার ॥

(সম্রাট দিলিপ, পার্সিনি, অতালস এবং ক্লিভার প্রবেশ)

ফি । বল কি ক্লিভার ? সুন্দরী পালিয়েছে ?

ক্লি । আজ্ঞে—হ্যাঁ সম্রাট । শুধু পালিয়েছে ? একেবাবে মোন দাব
লাঠি ঘোঁষাতে ঘোঁষাতে পালিয়েছে !

ফি । তা'হ'লে এখন উপায় ? মানবকা হ'য় কিসে ? দেশবিদেশ
থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবা নিমন্ত্ৰিত হ'য়ে এসেছে, এই বাজ্রে যদি বিবাহ না
করি, তা'হ'লে আমি জনসমাজে মুখ দেখাব কেমন ক'বে ?

অত। কেন সম্রাট? আপনার পাত্রীর অভাব কি? এগুলি আমার ভাতুষ্পুত্রী ক্রিওপেট্টাকে এনে আপনার করকমলে অর্পণ ক'ছি! সে রূপ দেখলে সকলে এখানে মোহিত হ'য়ে যাবে!

ফি। তোমার ভাতুষ্পুত্রীকে—

ক্রি। আব কথায় কাজ নেই সম্রাট! তাই হুকুম দিয়ে ফেলুন! ওব ভাতুষ্পুত্রী—ভাতুষ্পুত্রীই সই! এখানে দাঁড়িয়ে এখন আর ভাবনা-চিন্তেব আবগুক নেই! যাও—যাও—অতালস্—আব দাঁড়িও না! ভাতুষ্পুত্রী ভদ্রীপুত্রী—যে থাকে তোমার, সম্রাটের জন্তে টেনে-টেনে নিয়ে এস। আমার যে তিনকুলে মাসী, পিসি, বোন, বোনপো কেউ নেই,—নইলে আমিই কি,—কি আর ব'লব—

ফি। আচ্ছা—তাই যাও অতালস্! এ বিষয়ে আর গোলযোগ কোরোনা, এগুলি তোমাব ভাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে এস।

অত। যথা আজ্ঞা!

[অতালসেব প্রস্থান ।

ফি। ছি—ছি—ছি—শুভকার্য্যে কি বিয়!

পান্সি। সম্রাট! অধীনের বাচালতা মার্জনা করুন,—এ বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রাখলে ভাল হয় না?

ফি। আবার তুমি ঐ কথাব উত্থাপন ক'চ্ছ? বিবাহ আব স্থগিত রাখা চলে? নিমন্ত্রিত লোকেরা ব'লবে কি?

পান্সি। ব'লবে আর কি সম্রাট? এ রকম উৎসব—এ প্রকার লোকনিমন্ত্রণ তো সম্রাটের প্রাসাদে নিতান্ত বিচিত্র ব্যাপার নয়! লোকে জান্বে, আজ সম্রাটের সহিত নির্ধারিত স্ত্রী-পুত্রের পুনর্নির্ধারন উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন!

ক্রি। ক্রমা দিন মজ্জীমশাই! আর খুঁচিয়ে পুরোণো বিষ ভুল্বেন-

না! ও ত'য়ে যাচ্ছে—ত'য়েই বাক! আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নেই!

ফি। হ্যা মন্ত্রী,—আমারও মতে আর ও প্রসঙ্গের উত্থাপনেই কাজ নেই! বিবাহ আমি নিশ্চয়ই ক'র? কিছুতেই তোমরা আমায় নিবস্ত ক'র্তে পারেনা। চুপ্ কর।

(হেপাষ্টেন, আলেকজান্দার এবং ওলিম্পিয়ার প্রবেশ)

হেপা। সন্ধ্যাটি! স্ত্রী-পুত্রকে একবার আলিঙ্গন করুন।

ফি। এস আলেকজান্দার—এস সন্ধ্যাঙ্গী! তোমাদের প্রতি কত আচরণ ক'রে আমি অত্যন্ত চাপিত হয়েছি। তোমরা সে বিষয়ে কিছু মনে কোরোনা।

আলেক। (অভিবাদনপূর্বক) পিতা! অল্প সন্তানেব অপবাদ মার্জনা করুন।

ওলি। হ্যা সন্ধ্যাটি! আপনি নাকি আবার বিবাহ ক'চ্ছেন!

ফি। কেন? সে সংবাদ কি তোমরা হেপাষ্টেনের কাছে পাওনি?

ওলি। পেয়েছি। পেয়েছি বলেই ব'লছি যে তুমি সন্ধ্যাটি—আব একটা কেন,—লক্ষটা বিবাহ ক'র্তে পার। কিন্তু—মাসিদনরাজ্যেব উত্তরাধিকারী আমার পুত্র আলেকজান্দার—সেটা যেন মনে থাকে!

ফি। না—তা হবে না ওলিম্পিয়া! আমি এই সর্ভে বিবাহ করছি যে আমাব অবর্তমানে আমার নবীনা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানই মাসিদনেব সিংহাসনে আরোহণ ক'র্বে।

ওলি। কি? আমার আলেকজান্দার রাজ-সিংহাসন পাবেনা?

ফি। কেন পাবে ওলিম্পিয়া?

ওলি। কেন পাবে—তা' তুমি জাননা? আমায় ব'লে দিতে হবে সন্ধ্যাটি? তা'ত'লে বলি,—আমিই তোমার একমাত্র ধর্ম-পত্নী,—আমি

ভিন্ন অণু কেউ তোমার স্ত্রী হ'তে পারে না। আর আমার গর্ভের সন্তান তোমারই ঔরসজাত—সুজাত সন্তান! তোমার অণু কোন পত্নীর গর্ভজাত পুত্র তোমার পুত্র ব'লে গ্রাহ্য নয়। মাসিদনের সিংহাসন আলেকজান্দার ছাড়। আর কেউ দাবী ক'র্ত্তে পারে না।

ফি। ওলিম্দিয়া! এখানে বিবাহসভায় অনর্থক ও কথা নিয়ে আর গোলযোগ কোরোনা! সে যা হয়—পরে বোঝা যাবে! এখন যাও!

ওলি। যাব কি সম্রাট? আমি বিশ্বের লোক একত্রিত ক'রে এখানে এই কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'র, —এ বিষয়ের মীমাংসা ক'র! আমার পুত্র আলেকজান্দারের সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্তই আজ তোমার বিবাহোৎসবে উপস্থিত হ'য়েছি।

ফি। ওলিম্দিয়া! কা'র সিংহাসন—কে কা'কে দেবে,—তাই নিয়ে তুমি উচ্চকণ্ঠে মীমাংসা ক'র্ত্তে এসেছ কিসেব জন্ত? তুমি আমার পত্নী হ'তে পার। কিন্তু তুমি যে বাভিচারিণী নও,—তা'রই বা প্রমাণ কি?

আলে। সম্রাট—সম্রাট—আমার গর্ভধারিণীকে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে অপমান ক'র্বেন না।

হেপা। সম্রাট! সম্রাজ্ঞীর মর্যাদাহানি ক'র্বেন না!

ফি। আর তোমার গর্ভজাত আলেকজান্দার যে আমারই ঔরসজাত — ক্লিতস্। তা'রই বা প্রমাণ দিচ্ছে কে? এ একটা কথার মতন কথা—সমিস্ত্রের কথা বটে—সমিস্ত্রের কথা বটে—

আলে। কি নরাদম—তুই মাসিদনের রাজকুমারকে জারজ ব'লিস্?

হেপা। রসনা সংযত ক'রে কথা কোন্ ক্লিতস্—

সকলে। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ ক্লিতস্—ছিঃ সম্রাট!

ওলি। শুন্হ—শুন্হ—সভাশুদ্ধ লোক কি দিকার দিচ্ছে—শুন্হ সম্রাট?

ফি। দূর হও—পাপিষ্ঠা—তোকে আমি পদাঘাত করি—

(এই সময় পোসেনি ফিলিপকে গুলি করিল)

উঃ—কে—বে—(পতন)

সকলে। হত্যা—হত্যা—বাজহত্যা—বাজহত্যা—বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—
পো। বাজহত্যা শুধু নয়—এইবাব বাজপুলহত্যা—

[আলেকজান্দারকে লক্ষ্য করণ]

দিয়ানা। বটে—বিশ্বাসঘাতক— (পোসেনিকে গুলি করণ)

পো। ও—(পোসেনিৰ পতন এবং দিয়ানাৰ পলায়ন) ।

সকলে। হত্যা—হত্যা—

হেপা। বক্ষা হ'য়েছে—বাজপুলেৰ প্রাণবক্ষা হ'য়েছে ! এক
দেবকীয়া বক্ষা ক'বেছেন !

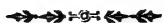
আলে। হেপাস্তেন—হেপাস্তেন ! কে এ সৰ্বনাশ ক'লে ভাই ?
পিতা—পিতা—

ফি। উঃ—বড়—পিপাসা—আঃ—কই—আলেকজান্দার—এস—
কাছে এস ! আমায় মাজ্জনা কর—সম্রাজ্ঞী—আলেকজান্দারকে
সিংহাসন দি—

(ফিলিপেৰ মৃত্যু)

— — —

দ্বিতীয় অঙ্ক



প্রথম পর্ভাঙ্ক

মাসিদন—রাজপ্রাসাদ—প্রাঙ্গণ ।

আলেকজান্দার ও ওলিম্ফিয়া ।

আলেক । মা ! তা'হ'লে আমায় বিদায় দাও—আমি পারস্ত-বিজয়ে যাত্রা করি !

ওলি । এবই মধ্যে কোথায় যাবি বাবা ? এই ক'দিন মাত্র সিংহাসনে ব'সেছি—একটু আরাম ক'রে রাজ্যস্থখ ভোগ কর—আমি আরও ক'দিন প্রাণভরে তোকে সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব ক'র্ত্তে দেখি ।

আলেক । মা ! পারসীকরা আমার রাজ্যের চিরশত্রু,—আমার পিতার চিরশত্রু ! যতদিন না তা'দের দমন ক'র্ত্তে পার্ব,—যতদিন না পারস্তরাজ্য জয় ক'র্ত্তে পার্ব,—ততদিন তো আমি নিশ্চিন্তে রাজ্যস্থখ ভোগ ক'র্ত্তে পার্বনা !

ওলি । তা—তুমি তো পরের রাজ্য জয় ক'র্ত্তে যাচ্ছ, তোমার নিজের বাজ্য দেখ্বে ওন্বে কে বাছা—তা' বল !

আলেক । সে সমস্ত আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি মা ! আমার অবর্ত্তমানে আন্তিপেতর সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা ক'ৰ্বে !

ওলি । আন্তিপেতর ? সে ? আ—ছি—ছি—ছি—সে এই এত বড় রাজ্য চালাবে ?

আলেক। তবে পার্শ্বিনি—কিংবা অতালস্—কিংবা আচিলি—

ওলি। দূর—দূর—এরা কেউ কোন কাজের নয়—

আলেক। তবে গুরুদেব আরিস্ততলকে রাজ্যভার দিলে—

ওলি। ছিঃ বাবা—তুমি এত ছেলেমানুষ? আরিস্ততল শুধু লেখা-পড়াই শেখাতে পারে,—রাজকার্যের কি জানে?

আলেক। তা'হ'লে তোমার কি ইচ্ছে—হেপাস্তেনকে এখানে রেখে যাব?

ওলি। ও বাবা—হেপাস্তেনকে সঙ্গে না দিয়ে তোমাকে আমি এক পা কোথাও যেতে দিতে পারি?

আলেক। তবে কা'র হাতে রাজ্যভার দোবো—তুমিই বল মা!

ওলি। তোমার রাজ্য তুমিই চালাও,—কা'রও হাতে ভার দিবে কাজ নেই বাবা! ছেলেবেলা থেকে অনেক যুদ্ধ ক'রেছ, আব যুদ্ধ ক'বে দরকার কি?

আলেক। মা! অধম সন্তানের প্রতি একটু প্রসন্ন হও! পারসীক-গণকে বশতা স্বীকার না করালে—আমার রাজ্যের সমূহ বিপদ। আমার পিতার আদেশ,—সর্বাগ্রে পারস্তজয় ক'রে তবে অন্য কা'র করা!

ওলি। তোমার পিতার যদি তাই আদেশ হয়, তা'হ'লে আমারও আদেশ,—কোথাও না গিয়ে নিজের রাজ্যে ব'সে রাজত্ব করো! ওন্লে আলেকজান্দার—তোমার মা'র কথা ওন্লে?

আলেক। ওন্লুম বই কি মা! তবে তাই হোক!

ওলি। যাও—সৈন্যদের নিরস্ত হ'তে আদেশ দাও,—আর রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাও যে, তোমার পারস্ত-অভিযানের কোনও প্রয়োজন নেই!

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা । প্রয়োজন নেই কি মা ! মর্ত্যে সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী তুমি,—
‘তোমার গর্ভজাত পুত্র সম্রাট আলেকজান্দার,—তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ
ক’রে যদি দেবতার ত্রায় অথও প্রতাপে সমগ্র জগতে আধিপত্য স্থাপন
না ক’লে,—তবে জগদীশ্বর তোমাকে তা’র গর্ভধারিণী ক’রেছেন কেন ?

ওলি । তা’ ঠিক কথা বাবা হেপাস্তেন—তা’ ঠিক কথা,—তবে কি
জান—আমি বাছাকে ছেড়ে কেমন ক’রে থাকব ?

হেপা । তুমি রাজবাজেশ্বরী—তুমি এত বড় মাসিদন রাজ্যের
সম্রাটের জননী,—তুমি যদি ছেলেকে বিশ্ববিজয়ে বিদায় দিয়ে—নিশ্চিন্ত
হ’য়ে ঘবে ব’সে না থাকতে পার্কে, তা’হ’লে দেবীতে আর মানবোতে তফাৎ
হ’ল কি মা ? সমগ্র প্রজা তোমাকে স্বর্গেব দেবী ব’লে ভক্তিপূজা
ক’রে থাকে । বোধ হয় পৃথিবীশুদ্ধ নরনারী শুনেছে—সম্রাট আলেক-
জান্দাবেব গর্ভধারিণী মর্ত্যেব মানবী নন—স্বর্গেব দেবী ;—সেই তা’রা
যদি শোনে যে সেই দেবী সামান্য মানবীর মতন ঢর্কল হ’য়ে—ছেলেকে
পৃথিবীর ঈশ্বর হ’তে দিচ্ছেনা,—তা’হ’লে তোমার সম্মানের কতটা হানি
হবে বল দেখি মা !

ওলি । না না—তা’ হবেনা—তা’ হবেনা ! ছেলে আমার পৃথিবীর
রাজা হবে—নিশ্চয়ই হবে—কেউ বাধা দিতে পার্কেনা ! আমি
পৃথিবীশ্বরের মা হব—নিশ্চয়ই হব ! যাও—যাও আলেকজান্দার ! এখুনি
যাও,—সমগ্র পৃথিবীরাজ্য জয় ক’রে এসে তোমার দেবী জননীর
মুখোজ্জল কর ! যাও, আর বিলম্ব কর্কার কোন আবশ্যক নাই ।

আলেক । এই তো মা তোমার যোগ্যকথা ! আমি আমার দেবী
জননীর আদেশপালনের জন্ত প্রস্তুত তো হ’য়েই র’য়েছি মা ! আর
একবার আশীর্বাদ কর—(পদতলে শিরস্থাপন) ।

ওলি। আশীর্বাদ ক'র্তে হবে না! দেবকুমারকে আশীর্বাদ করবার কি আছে? তোমার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জয়লক্ষ্মী তোমার কাছে বাঁধা! তুমি স্বচ্ছন্দে চলে যাও! তোমার রাজ্য কা'কেও দেখতে হবে না,—কা'রও ওপোর ভার দিতে হবে না! আমি নিজে আজ থেকে এ রাজ্য—রাজকার্য সমস্ত দেখবো শুনবো!

[ওলিম্ফিয়ার প্রস্থান।

হেপা। কেমন সম্রাট! এইবার তো নিশ্চিত হ'লে?

আলেক। তুমি যা'র সুহৃদ, তা'র আব কিসের চিন্তা হেপাস্তেন? যাক—এখন অভিযানের বিষয় এইবার একটু চিন্তা ক'র্তে হবে! সত্য ব'লছি হেপাস্তেন—কি ক'রে কি হবে আমি এখনও কিছু ঠাউরে উঠতে পারছি না! মাত্র দুই এক মাসের ব্যয় নির্বাহ হ'তে পাবে—একপ অর্থ নিয়ে জন্মভূমি হ'তে বহুদূরে বিদেশে একজন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিব সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্তে চলেছি,—ফলাফল যে কি হবে তা' তো বুঝতে পারছি না! তা'র ওপোর—জনবলও বড় বেশী নয়—তা' তো দেখতেই পাচ্ছ! তিরিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার অশ্বরোহী নিয়ে কি দারার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্তে পারবো?

হেপা। সম্রাট! তুমি চিরদিন আশাদেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত,—একনিষ্ঠ না হ'লে সফলতা লাভ অসম্ভব—একথা তুমিই চিরদিন ব'লে থাক। তবে আজ নৈরাশ্রকে হৃদয়ে স্থান দিচ্ছ কেন? কি ধনবল, কি জনবল,—আলেকজান্দার সকুল বিষয়ে নগণ্য হ'লেও তিনি হৃদয়ের বলে সর্বাপেক্ষা বলবান! পারশ্বপতি ধনবলে বা জনবলে যতই বলবান হোন না কেন, তিনি হৃদয়ের বলে যে অত্যন্ত হীন,—এ সংবাদ আমি তাঁর রকম অবগত আছি!

আলেক। গুপ্তচর্যের নিকট নূতন সংবাদ কিছু অবগত হয়েছে?

হেপা। হ'য়েছি। তোমায় রাজ্য হ'তে বিদায় গ্রহণের পূর্বে একজন বিশ্বাসঘাতকেব দণ্ডবিধান ক'র্তে হবে,—এইটুকু আমার অনুরোধ!

আলেক। কে সে?

হেপা। তা'কে ডেকে পাঠানো হ'য়েছে! এল ব'লে!

(আন্তিপেতবেব প্রবেশ)

আন্তি। সম্রাট! একি শুনছি? আপনি নাকি রাজমাতার হস্তে রাজ্যপরিচালনের ভাব অর্পণ ক'রেছেন?

আলেক। আশ্চর্য্য হ'লে যে আন্তিপেতব? রাজমাতা রাজ্যভার যদি গ্রহণ কবেন, সেটা রাজ্যেব দুর্ভাগ্য নাকি?

আন্তি। তা' নয় সম্রাট! কিন্তু স্ত্রীলোক রাজ্যপরিচালনে তেমন সক্ষম হবেন কি? তা'ব ওপোব—তিনি স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবা। এতে আপনাব রাজ্যেব কত অনিষ্ট হবে—তা' তো বুঝতে পাচ্ছেন!

আলেক। পাচ্ছি! কিন্তু মাব প্রাণে ব্যথা দিলে, পুত্রের যে কত অনিষ্ট—তা' কি তুমি বুঝতে পাচ্ছ আন্তিপেতব? কিসের রাজ্য—কিসের ঐশ্বর্য্য—কিসের সম্পদ? মা যদি মনোকষ্টে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেন,—সেই চোখেব জল বিশ্বদাহী অনলেব রূপ ধারণ ক'রে আমার মাসিদনের মতন লক্ষ লক্ষ রাজ্য আর আমাব মতন কোটি কোটি সম্রাটকে ভস্মীভূত ক'বে ফেলতে পারে!

হেপা। ধন্য ধন্য সম্রাট! এই অপূর্ব্ব মাতৃভক্তিই ষথার্থ তোমার দেবত্বের পরিচয়! আন্তিপেতব! কিছু চিন্তা করোনা,—রাজ্যভার যতই উগ্রপ্রকৃতি হোন না কেন,—গর্ভজাত সন্তানের আচরণে যদি

তঁাকে তুষ্ট রাখতে পার,—তা’হ’লে তোমার রাজকাৰ্য্যপরিচালনে কোনও বাধাবিঘ্ন হবে না।

আস্তি। সম্রাট! আমি বুঝতে পারিনি—তাই এই অত্যায অভিযোগ ক’রেছি! আমায় মার্জ্জনা করুন।

আলেক। আমি জানি আস্তিপেতর—তুমি আমার রাজ্যের কল্যাণ কামনায় এ কথার উত্থাপন ক’রেছিলে! হেপাস্তেনের কথামত কাৰ্য্য কোরো! আমার মা—তোমার মা এক, এই মূলমন্ত্রে কাৰ্য্য ক’ল্পে তোমার ইষ্ট বই অনিষ্ট হবে না।

(ক্লিতসের প্রবেশ)

ক্লি। আমায় স্মরণ করেছেন সম্রাট?

আলেক। আপনাকে—আমি—

হেপা। সম্রাট স্বয়ং স্মরণ করেননি! সম্রাটের ভ’য়ে আমি তোমায় স্মরণ করেছি বটে!

ক্লি। আজ্ঞে—তা’ ক’র্কেন বই কি! আপনিও যে সম্রাটও সে—আপনি বরং বেশী!

হেপা। তোমার বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হ’য়েছে!

ক্লি। এঁা—সে কি?

হেপা। তুমি গোপনে পারস্তরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’রে তঁাকে সম্রাটের রাজ্যাভ্যন্তরীন অবস্থা এবং তঁার পারস্তাভিযানের কথা জ্ঞাপিত ক’রে এসেছ?

ক্লি। এঁা—এঁা—আমি? আমি? কে বলে? আমি কখনো এমন কাজ ক’র্ত্তে পারি? এ কখনো সম্ভব?

আলেক। সম্ভব না হওয়াই উচিত! কারণ—আপনি আমার

পিতৃবন্ধু ! আপনি কখনই আমার সঙ্গে এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ত্তে
পাবেন না !

ক্লি। হেপাস্তেন সাহেবের চিরদিনই আমার ওপোর রাগ—তা' আমি জানি। সেই জন্তে রাজ্যের সকলে সম্রাটের কাছ থেকে জায়গীর পেলে, অর্থ পেলে, কত কি পেলে,—কেবল পেলুম না আমি ! শুধু তাই নয়,—রাজ্যে নূতন রাজা হ'য়ে একটা চাক্রি পর্যাণ্ত আমার হ'ল না !

হেপা। আপনি কি চাক্রি ক'রেন ? আপনি কাজকর্মের মধ্যে জানেন কেবল মোসাহেবি ক'র্ত্তে ! তা'—সে কাজ তো এখানে আর হয় না ! থাক্ সে কথা,—আমি বিশ্বস্ত চরের মুখে শুনলুম—আপনি নিজে পারস্ত-রাজ্যে গিয়ে কয়েকমাস অতিবাহিত ক'রে এসেছেন এবং পারস্ত-রাজ্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে সম্রাটের বিরুদ্ধে অনেক সংবাদ দিয়ে এসেছেন ।

ক্লি। কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয় ! এখানে চাক্রি-বাক্রি হ'ল না দেখে, মনের ছুংথে বাড়ী ছেড়ে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেম বটে,—কখনো পারসীকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিনি ! যে ব'লেছে, সে মিথ্যা ব'লেছে—রিষ ক'রে বলেছে ! তা'র প্রমাণ কি ?

(দিয়ানার প্রবেশ)

দি। প্রমাণ আছে বই কি, মিথ্যাবাদী ! তুমি এই মাসিদনে পারস্ত-রাজ্যের গুণ্ডচর হ'য়ে আছ,—এর প্রমাণ এখনি দেখতে চাও ?

ক্লি। এঁ্যা—এঁ্যা—তুই আবার কে ? দেখুন—দেখুন সম্রাট, আমি গরীব ব'লে—ভালমাহুষ ব'লে, আপনার রাজ্যের মাগীমন্ড সবাই আমাকে চেপে ধ'রছে !

দি। এখনও মিথ্যা কথা নরাদম? (ধাক্কা মান্বিয়া ক্লিতস্কে ভুতলে ফেলিল)

আলেক। একি—একি—হেপাস্তেন—এ সব কি?

দি। (ক্লিতসের আংরাখার ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিয়া) এই দেখুন সন্নাট, পারস্ত-রাজের স্বাক্ষরিত নিদর্শন-পত্র! এই বিশ্বাসঘাতক এই মাত্র আক্‌রোপলির জঙ্গলে পারস্ত-দূতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'বে—তা'র কাছ থেকে এই নিদর্শন-পত্র গ্রহণ ক'রেছে! আমি স্বচক্ষে অলক্ষ্যে দর্শন ক'রে, এর পশ্চাদ্ভ্রমসরণ ক'রেছি! নরাদম বরাবর নিজগৃহাভিমুখে যাচ্ছিল,—পথে বাজদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সন্নাটের আদেশে একেবারে এইখানে হাজির হ'য়েছে!

আলেক। বটে? বিশ্বাসঘাতক! নরকের কুকুর! তোমাব এই কাজ? হেপাস্তেন! আর অল্প প্রমাণেব আবশ্যক নাই! এখুনিই এই নরাদমের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হোক! রক্ষীগণ! (বক্ষীগণের প্রবেশ) যাও—এই কুমিকীটকে এখুনিই মাসিদনের সীমার বাহিবে নিয়ে গিয়ে মস্তক ছেদন কর।

ক্লি। দোহাই—দোহাই সন্নাট!

আলেক। নিয়ে যাও! আর এ মহাপাপীকে অধিকক্ষণ মাসিদনে রাখলে—এর দুষিত নিঃশ্বাসে এ রাজ্যের বায়ু কলুষিত হবে!

ক্লি। দোহাই—দোহাই—রক্ষা করুন—(রক্ষীগণের ক্লিতস্কে লইয়া প্রস্থান)

আলেক। (দিয়ানাকে) স্নন্দরি! তোমায় চিন্তে পেরেছি! তুমি আমার গুরুদেবের পালিতা কন্যা! তুমি সেদিন সভাস্থলে গুপ্ত-ঘাতকের হস্ত থেকে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলেন,—তুমি আমার জীবনদাত্রী। আজ তুমি রাজ্যের এক পরম শত্রুকে চিনিয়ে দিলে।

তোমাব নিকট আমি চিবব্ধা—চিবকৃতজ্ঞ! বল—তুমি কি পুৰস্কাৰ চাও!

দি। সম্ৰাট! আপনি কি ভেবেছেন, আমি পুৰস্কাৰেব লোভে আপনায় এ সমস্ত কাৰ্য্য সাধন ক'বেছি? না সম্ৰাট—সেটা আপনাব সম্পূৰ্ণ ভ্ৰম!

আলেক। তা' হ'তে পাবে। কিন্তু তোমাব এ নিঃস্বার্থ পৰো-পকাৰেব কি কোনও কাৰণ নেই সন্দিবি?

দি। যথেষ্ট কাৰণ আছে সম্ৰাট!

আলেক। কি বল?

দি। আমি আপনাকে ভালবাসি—খুব ভালবাসি—প্ৰাণভবে ভালবাসি! আমি কঠোৰপ্ৰাণা স্পাৰ্টান বৰ্ণী,—কোমলতা কখনো আমাদেব হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু যেদিন পিতাব গৃহে আপনাকে প্ৰথম দেখলুম,—সেইদিনই আমার প্ৰাণ আপনাতে একেবাবে মিশিয়ে গেল। আমি বেশ বুঝলুম—আপনাব প্ৰতি এই ভালবাসা হ'তে আমাব প্ৰাণে একটা অপূৰ্ণ অনন্তভূত স্বৰ্গীয় কোমলতা আশ্ৰয় নিলে।

হেপা। ঠিক ব'লেছ সন্দিবি—এ সন্দিব লাৰণাময় মূৰ্ত্তি যে একবাব দেখে সেই ভালবেসে ফেলে! এ কমনীয় কান্তি—শক্ৰমিত্ৰ সকলেবই প্ৰাণ হবণ কবে—সকলকেই মোহিত কবে! রাজ্যেব সমগ্ৰ প্ৰজাবৰ্গ এই হান্তমব মুখখানিব নিকট পবাজয় স্বীকাৰ ক'বে আছে!

আলেক। তোমাব ভালবাসায় আমি পৰম সন্তোষলাভ ক'ল্লেম! হায় সন্দিবি! আৰ কিছুক্ষণ পূৰ্বে যদি তুমি সেদিন উপস্থিত হ'তে—তা'হ'লে হয়তো আমাব পিতাবও জীবন বক্ষা হ'ত!

দি। আপনাব পিতাব জীবন আমি রক্ষা ক'ৰ্ত্তুম? হা—হা—হা—হা—সম্ৰাট! তা' আমি কিছুতেই ক'ৰ্ত্তুম না—আমাব মনে সে উদ্দেশ্য ছিলনা!

আলেক । কেন ?

দি। আপনাব পিতা আমাব মহাশত্রু ছিলেন ! জানেন না সম্রাট—
—তিনি আমার অনেক অনিষ্ট ক'বেছেন ! তাঁ'র জন্তে আমি আপনাকে
পাইনি,—তাঁ'র জন্তে আজ আমি পিতাকর্তৃক লাক্ষিত—গৃহ হ'তে বহিস্কৃত !

আলেক । তা'হ'লে তুমিও কি এই বিদ্রোহীতায় সংশ্লিষ্ট ছিলে ?

দি। ছিলেম ! আমি শুধু সংশ্লিষ্ট ছিলেম না,—গুপ্তঘাতককে এ
কার্যে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছি !

হেপা । এ কি—উন্মাদিনী ?

আলেক । কি ব'লি চম্চারিণি ? তুই আমার পিতৃহত্যা কার্যে
লিপ্ত ছিলি ? বুটে ? তা'হ'লে তুইও আমার পিতৃহত্যা ? ভাল - আমিও
তা'হ'লে এখুনিই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিই !

দি। স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন সম্রাট ! আপনাকে সে সন্ধ্যোগ দেবাব
জন্তেই তো আমি স্বেচ্ছায় এসেছি ! আপনাকে আমি ভালবাসি,—
আপনাব হাতে ম'র্জ—একি আমার কম স্মৃথ ?

আলেক । মায়াবিনি ! ভালবাসার কথা ক'য়ে আমাব প্রাণে মায়া
বাড়াতে এসেছ ? যাও—জাহান্নমে যাও—(হত্যা করিতে উত্তত)

হেপা । (সম্রাটের হাত ধরিয়া) সম্রাট ! আত্মবিস্মৃত হযোনো,
—স্ট্রীলোক অবধ্য, এ কথা তোমার অবদিত নয় !

আলেক । এরূপ পিশাচিনী বমণীকে হত্যায় কোন পাপ নেই !

হেপা । সম্রাট ! দেখুনো—এ রমণীর মস্তিষ্ক বিকৃত ! না হ'লে
—এমন কথা কখনও কেউ বলে ? হত্যাকারী, ষড়যন্ত্রকারী কখনো
স্বেচ্ছায় এসে অপরাধ স্বীকার ক'রে জীবণ দণ্ড গ্রহণ ক'র্তে পারে ?

আলেক । না—কখনই ওর কথা মিথ্যা নয় !

দি। না—আমার কথার এক বর্ণও মিথ্যা নয় ! স্পার্টান্ রমণী
[৩৮]

ভ্রমেও কখনও মিথ্যা কথা কয়না ! যা'রা ভীৰু—যা'রা দুর্বল—যা'রা সদাই প্রাণভয়ে ব্যাকুল,—মিথ্যা কথা কয় তা'রা ! আসুন সম্রাট, আপনার পিতৃহত্নীকে বধ করুন !

আলেক । আচ্ছা—তোকে বধ ক'ৰ্ত্তে চাইনি,—কারণ, তোর প্রাণ নিলে আমার স্বর্গীয় পিতার প্রাণ আর ফিরে পাওয়া যাবে না ! যা—তুই দূর হ—তুই আমার রাজ্যের সীমার মধ্যে থাকতে পারিবে না !

হেপা । সুন্দরি ! ক্ষমাশীল সম্রাট তোমার প্রাণবধ ক'ৰ্ত্তেন না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক । তোমার নির্দাসনদণ্ড সম্রাট এখনি প্রত্যাহার কৰ্ত্তেন—এ কথা আমি তোমায় নিশ্চয়ই বলছি ! তুমি স্বচ্ছন্দে নাসিদনে অবস্থান কর ! তবে একটা প্রতিজ্ঞা তোমায় ক'ৰ্ত্তেই হবে,—তুমি আর জীবনে কখনো সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ ক'ৰ্ত্তেনা !

দি । প্রতিজ্ঞা ক'ৰ্ত্তে পারি—যদি সম্রাট আমাকে বিবাহ করেন ! বিবাহ ক'রে আমায় আমারই মতন ভালবাসেন !

আলেক । তোমায় আমি পদাঘাত করি ! পিতৃহত্নীকে ভালবাসবে বই কি রাক্ষসি ! যা—দূর হ'য়ে যা—খবরদার যেন এ রাজ্যের ত্রিসীমায় কেউ তোকে না দেখে !

দি । ভাল ক'ল্লেন না সম্রাট ! আপনার ভাল লক্ষণ নয়—

[দিয়ানার প্রস্থান ।

আলেক । তোমারই জন্ত কাথসর্পিনীকে হত্যা করা হ'ল না । তুমি বৃদ্ধ পোচ্ছনা হেপাস্তেন,—এ ভীষণা রমণী জীবিতা থাকলে সংসারের অনেক ক্ষতি ক'ৰ্ত্তে ।

হেপা । একটা জ্বীলোক বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্ডারের রাজ্যের ক্ষতি ক'ৰ্ত্তে—এ খুব আশ্চর্য্যের কথা ! চল—বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে ।

[আলেকজান্ডারের হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পারিতোপসাগবেব বন্দব ।

বিসাখী ও বণিক্গণ ।

১ম বণিক্ । আজ ভাগ্যে আপনি দয়া ক'বে সৈন্তসামন্ত নিয়ে স্বয়ং উপস্থিত হ'য়েছিলেন—তাই সকল দিক বন্দা হ'ল । নইলে, এ' ক'দিন কাজকর্ম সমস্ত বন্ধ হ'য়ে, ব্যবসাতে আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি হ'চ্ছিল । থা সাহেব, কি আব ব'ল্ব—জগদীশ্বব আপনাব মঙ্গল ককন ।

বি । যাক্—এখন তো আব কোন গোলযোগ নেই ?

২য় ব । আব গোলযোগ হবে কি না তাওতো ঠিক বলতে পালা যায় না । সৈন্তসামন্তদেব ভয়ে ছোটলোক ব্যাটা বা আবাব তো কাজ কর্ম ক'ছে দেখছি,—কিন্তু আপনিও যেই সৈন্তদেব নিয়ে সবে যাবেন, আবাব হয়তো মে-কে-সেই । ব্যাটা বা ধর্ম্মঘট ক'বে কাজকর্ম বন্ধ ক'বে দেবে । জাহাজেব মালপত্র সব দবিষাব কিনাবায প'ড়ে গডাগডি থাকে,—কাবখানা দোকানপাট সব শূন্য হ'য়ে যাবে, একটা চাকর বা একটা খোজা—কা'কেও ডাক্লে পাওয়া যাবেনা ।

বি । এ রকম গুণগোল তো আপনাদেব প্রায়ই শুন্তে পাচ্ছি । ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি । লোকজন সব এমন ক'ছে কেন ?

১ম ব । নষ্টামি থা সাহেব, ব্যাটাদেব সব নষ্টামি । কেবল বলে,—আমবা খেতে পাচ্ছিনা—আমবা আধপেটা খেয়ে এত খাটুতে পাচ্ছিনা—আমাদের বোজ বাড়িয়ে দাও, আমাদের তলব বেশী ক'বে দাও ।

বি । যেখানে যত কর্ম্মচারী লোকজন—সবাই ঐ এক কথা বলে ! সকল ব্যবসাদাব বণিকেব কাজকর্মে—এই এক বকমেরই গুণগোল !

২য় ব । সবারই—খাঁ সাহেব সবারই এই আমাদের মতন বিপদ !
 যাদের কাপড় বোনা ব্যবসা,—যাদের চাষের ব্যবসা,—যাদের শিল্পকার্যের
 ব্যবসা,—তাঁরা সকলেই লোকজন চাকর-নফর নিয়ে এই রকম ব্যতিব্যস্ত
 হ'য়ে পড়েছে ।

বি । জাহান্নামে যাক্ সব লোকজন ! বুঝতে পেরেছি—আপনারা
 এই সব ছোটলোকদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করেন ব'লে, এরা আপনারদের
 পেয়ে বসেছে । কিছু চিন্তা ক'রেন না ! যতদূর পারেন—এদের কড়া
 শাসনে রাখবেন ! গরীব লোক—তাঁর ওপোর আপনারদের কাছে
 দাসত্ব করে ! এদের মিষ্ট কথায় নয়,—কেবল পদাঘাত ক'রে কাজ
 করিয়ে নিতে হবে ! ধর্মঘট ক'রে কোন রকম অশান্তি উৎপাদনের
 চেষ্টা করে,—কোতোয়ালীতে সংবাদ দেবামাত্রই সৈন্তের সাহায্য পাবেন ।

১ম ব । যে আজ্ঞে খাঁ সাহেব ! আপনি সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত,
 আপনি যখন আমাদের সহায়—তখন আর আমাদের কোনও বিষয়
 হবেনা,—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস !

বি । আপনারা সওদাগর, সম্ভ্রান্ত বণিকসম্প্রদায়, আপনারাই
 পারশু-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ! পারশুদেশের কারুকার্য—শিল্পকার্য
 জগদ্বিখ্যাত ! আপনারদের ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজকোষেরও
 অর্থোন্নতি । সুতরাং আপনারদের প্রতি সম্রাটের যথেষ্ট স্ন-নজর থাকা
 আবশ্যক !

২য় ব । একটা জনরব শুন্তে পাচ্ছি খাঁ সাহেব—সেটা কি
 সত্য ?

বি । কি জনরব ?

২য় ব । শুন্ছি নাকি—মাসিদনাধিপতি সেকেন্দার শাহ পারস্য
 অভিমুখে অগ্রসর হ'চ্ছেন ?

বি। কে ব'লে? সব মিথ্যা জনরব! সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকুন! আমি থাকতে—রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হ'তে দেবোনা।

[বিসর্গের প্রস্থান।

২য় ব। যুদ্ধ-বিগ্রহ না হ'লেই ভাল! নইলে, এই লোকজনের মাঝে মাঝে ধর্মঘট করার দরুণ ব্যবসাতে বিস্তর লোকসান হ'য়ে গেছে,—এব ওপোর আবার যদি যুদ্ধ বাধে—বাস্, তা'হ'লে আরও সর্বনাশ।

১ম ব। আরে কোথায় কি তা'র ঠিক নেই—মিছে একটা গুজব শুনে ভয়ে আঁতকে উঠছ! যুদ্ধবিগ্রহ তো পরের কথা এখন আবার ধর্মঘট না ক'রে বসে—তা'ব ভাবনা ভাব!

২য় ব। ঝেঁঝাবনা আমি বড় কদিনা! খাঁ সাহেবই এখন পাবসোর আসল সম্রাট,—দারা কেবল সম্রাটের নাম নিয়ে বসে আছেন। খাঁ সাহেবকে এই বকম মোহরের খলি মাঝে মাঝে ঝাড়ুতে পাঠে—আমি লোকজনদের সব মুফ্তো কাজ করিয়ে নিতে পার্শ্ব!

১ম ব। তা'তো পার্শ্ব,—কিন্তু ঐ দেখ—আবার কাজকর্ম বন্ধ ক'লে বুঝি! হ্যাঁ,—ঐ যে সব দল বেঁধে এই দিকেই আসছে—

(সর্দার ও কয়েকজন পারসীকের প্রবেশ)

১ম ব'লু এ কি? আবার কাজকর্ম ছেড়ে চলে এলে? তোমরা তো দেখুছি অতি বেহায়া! আবার কোতোয়ালীতে খবর দোবো নাকি?

সর্দার। জোরজবরদস্তিতে ক'দিন কাজ চ'লবে সাহেব? জোর-জবরদস্তি ক'রেন না,—তা'তে আপনাদের লাভ নেই, বরং লোকসান! স্তার চেয়ে—বা'হোঁ একটা বিলিবন্দোবস্ত ক'রে দিলে সব দিকে ভাল হ'তনা?

২য় ব। বিলিবন্দোবস্ত রোজ রোজ নতুন ক'রে ক'র্তে হবে নাকি ?
 যাও, যাও,—ভাল চাওতো এখুনি সব কাজকর্ম যোগ দাও, নইলে—
 আমরা আর ভাল কথায় তোমাদের কাজ করাব'না—যে বা'র নিজমুর্তি
 ধ'র্তে আরম্ভ ক'র্ব্ব।

স। যখন পেটে খেতে দিচ্ছেন না—তখন ভাল কথা আমাদের
 ব'লেই কি আর না ব'লেই কি !

১ম ব। পেটে খেতে দিচ্ছি না কি রকম ? তোমরা তলব পাওনা
 ব'লতে চাও ?

স। যা' পাই—তা'তে আমাদের এক বেলা খেতে কুলোয়না !
 সর্ঘ্যোদয় হ'তে আরম্ভ ক'রে বাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত গাধার মতন খাটছি,
 প্রাণ পর্যন্ত পণ ক'রে আধপেটা, সিকিপেটা খেয়ে—অর্থাভাবে কোন
 দিন অনাহারে আপনাদের মনের মত কাজকর্ম ক'রে দিচ্ছি, এতেও কি
 আমাদের ওপোর আপনাদের দয়া হয়না ? শুধু কি তাই ~~ধু~~ এই
 অমানুষিক পরিশ্রমের জন্ত আমাদের কোন রকম পুরস্কার দেওয়া দূরে
 থাক্,—কাজ ক'র্তে ক'র্তে কোথাও যদি দৈবাৎ এতটুকু গলদ হ'য়ে পড়ে,
 তা'হ'লে আপনাদের হস্তে যে কঠোর লাঞ্ছনা সহ্য করি—তা' বোধ হয়
 অতি হীন পণ্ডও সহ্য ক'র্তে পারেনা !

২য় ব। পেটে তো খেতে পাচ্ছি না, পরিশ্রম ক'রে ক'রে তো দেহ
 ক্ষয়ে গেল ব'ল্ছ, কিন্তু মুখে তো বাবা বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিচ্ছ !
 বলি, তোমরা কি ব'লতে চাও—কাজকর্ম করাবার জন্ত তলব দিয়ে
 লোক রেখেছি ব'লে—ব্যবসাবাগিজের মূলধনটা পর্যন্ত তোমাদের
 হাতে তুলে দিয়ে বৃদ্ধাঙ্কু চুষতে চুষতে যে যা'র ঘরে গিয়ে ব'স'ব ?

স। এমন অশ্রাব্য কথা কেন ব'ল'ব প্রভু ? আমাদের ছায় নিঃস্ব
 হতভাগ্যদের পরিশ্রম করিয়ে, আমাদের এই প্রাণপাত পরিশ্রমজাত

দ্রব্যে ব্যবসাবাগিজ্য ক'বে আপনাবা জনে জনে ওমরাহের অধিক ধনবান ঐশ্বর্য্যশালী হ'চ্ছেন ; তা' হোন ! কেবল আমাদের এই ভিক্ষা—একবার আমাদের প্রতি একটু রূপাদৃষ্টি কবন, যাতে আমরা ওরই মধ্যে একটু সচ্ছলে থেতে প'র্তে পাই,—যা'তে নিশ্চিন্তে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনটা চলে যায় ।

১ম ব। খাঁ সাহেব ! এই ব্যাটা হ'ল বদমায়েসেব ধাড়ী ! এদেব মতন ত'চারজন কর্মচারী জুটেছে ব'লেই আমাদের সকল দিকে অশুবিবা ভোগ ক'র্তে হ'চ্ছে । চল—আমরা এখান থেকে গিয়ে—একেবারে কোতোয়ালিতে সংবাদ দিই যে, আবার কর্মচারীদের মধ্যে গোণনোণেব সম্ভাবনা ।

২য় ব। তাই চলুন । ব্যাটারেব দেখছি খুবই স্পর্দ্ধা বেড়েছে । উঠ'তে ব'স'তে মুখের এক বুলি হয়েছে—“পেটে পেতে পাচ্ছিনা—পেটে পেতে পাচ্ছিনা !” গরীব লোক—খেটো লোক,—পেট ভরে খাবে কি ? তাই যদি হবে,—গরীব লোক যদি বড় লোকেব মতন পেট ভরে খাবে, তবে গরীবে আব বড়লোকে খোদা তফাৎ ক'ল্লেন কি ? যাক্—অনেক রাক্যব্যয় হ'য়েছে ! শোন সদাব ! শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'জি—তোমরা কাজকর্ম ক'র্কে কিনা ?

স। কাজকর্ম না ক'লে আমাদের চ'লবে কি ক'বে প্রভু ? আমরা এখুনিই কাজে যোগদান ক'র্ক,—কেবল দয়া ক'বে আমাদের পারিশ্রমিকটা কিছু বাড়িয়ে দিন !

১ম ব। আর এক কপর্দকও না ।

স। তা'হ'লে আমরাও কাজ ক'র্তে পার্কনা !

২য় ব। খাঁ সাহেব—এই ব্যাটাকে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে যাই চল—

স। কিসের জন্ত কোতোয়ালিতে নিয়ে যাবেন ? আমি কি চোর নাকি ?

১ম ব। তুই ব্যাটা চোর—জোচ্চোব—শয়তান ! তোর দেখুছি নিতান্তই মরণ ঘুনিষে এসেছে— (সর্দারকে বণিক্গণের প্রহার)

(অকস্মাৎ দিয়ানার প্রবেশ সর্দারকে উদ্ধার করিয়া, বাহুবলে বণিক্গণকে একাকিনী পরাস্ত করণ)

ব—গ। দোহাই দোহাই—বিবি সাহেব—মাংস করো !

দি। এসনা কত ক্ষমতা দেখি ! নিরীহ—দুর্বল—অনাহারক্লিষ্ট এই অসহায় হতভাগ্য ব্যক্তিকে সকলে একত্র হ'য়ে প্রহার ক'বে বড় যে শক্তিব পরিচয় দিচ্ছিলে, বড় যে প্রভুত্ব জাহির ক'চ্ছিলে ! এই তো একাকিনী স্ত্রীলোক আমি, এসনা,—আমার কাছে একবার শক্তির পরিচয় দাও না !

১ম ব। না—না—বিবি সাহেব—আব আমাদের কিছু বোলোনা, আমরা আজ যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি !

দি। আর তোমরা ? তোমরা কি মানুষ না পশু ? হ'লেই বা গুঁরা মনিব, তা' ব'লে অমানবদনে এতটা অত্যাচার কি মানুষে সহ ক'র্তে পারে ? তোমাদের চক্ষের সম্মুখে তোমাদের দলের একজনকে ধ'রে বর্বরেরা—কাপুরুষেরা মেরে ফেলতে ব'সেছিল,—আর তোমরা কার্ঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে দেখুছিলে ? এই ছুটে চারটে লোক,—আর তোমরা এতগুলো লোক,—তোমরা মনে ক'লে মুহূর্তমধ্যে একসঙ্গে মিলে এদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে লুপ্ত ক'রে দিতে পার !

সর্দার। কি ক'র্বে মা ওরা ? মনিবের গায়ে হাত তুলবে—এমন সাহস ওদের কেমন ক'রে হবে ?

দি। চাকরি যাবার ভয়,—এইতো? ধিক্ এমন চাকরিতে! পদাঘাত করি এমন দাসত্বে—যা'তে মনুষ্যত্বহার! হ'য়ে মানুষ পশুত্বের চরমসীমায় উপনীত হয়! এ রকম নারকী মনিবের পদাঘাত সহ্য ক'রে চাকরি করার চেয়ে অনাহারে প্রাণবিসর্জন কি শ্রেয়স্কর নয়?

১ম ব। থাক্ থাক্ বিবিসাহেব—যা' হবার তা' হ'য়ে গেছে—আর ও সব গোলযোগে কাজ নেই। বাস্তবিক আমাদের কার্যটা খুব গহিত হয়েছে—খুব অবিবেচনার হয়েছে। তা' তুমি কোথায যাচ্ছিলে যাও,—আমরা আমাদের লোকজনেব সঙ্গে আপোষে মিটমাট ক'রে নিচ্ছি! তুমি ঠাণ্ডা হ'য়ে—নিজের দরকারে যাও।

দি। আমার দরকার তো তোমাদেরই সঙ্গে!

ব—গ। এঁা—এঁা—আমাদের—আমাদের সঙ্গে?

দি। হ্যাঁ—শুধু তোমাদের সঙ্গে নয়—সমগ্র পাবস্তবাসীদের সঙ্গে। অজ্ঞান—মূর্খ—বিকৃতমস্তিষ্ক হতভাগ্য তোমরা,—পারস্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমরা—ধনগর্বে গর্বিত হ'য়ে নিজের দেশের লোকেদের প্রতি পাশবিক অত্যাচার ক'রে—দেশের গৃহস্থ দরিদ্র প্রজাবর্গকে দেশেরই শত্রু ক'বে তুলছে,—নিজেরা একতাবন্ধন ছিন্ন ক'রে হুর্দ্বল হ'য়ে প'ড়ছে,—আর সেই অবসরে দূর দেশ হ'তে একজন প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু তা'র বিশ্ব-বিজয়ী বিপুল বাহিনী নিয়ে তোমাদের পারস্য প্রদেশ জয় করবার জন্ত অগ্রসর হ'চ্ছে! গৃহবিচ্ছেদে শক্তিশূন্য তোমরা,—সেই হুর্দ্বল শত্রু পারস্য প্রদেশে উপস্থিত হ'য়ে—নিমেষমধ্যে তোমাদের চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে—তোমাদের অজ্ঞানতার যোগ্য প্রতিফল প্রদান ক'র্বে—তা' বুঝতে পাচ্ছনা?

পাশ্চাত্য ও বণিকগণ। এঁা—সে কি—সে কি? কে—কে শত্রু?

দি। মাসিদনের অধীশ্বর মহাবীর আলেকজান্দার! গৃহবিবাদে এমনি উন্মত্ত তোমরা,—এমন অকর্মণ্য আত্মসুখপরায়ণ বিলাস-বাসনাসক্ত সম্রাট তোমাদের,—এমন কর্তব্যজ্ঞানহীন, বিশ্বাসঘাতক এই পাবস্তুর রাজ্যপরিচালকগণ,—যে, বহির্দ্বারে শত্রু,—সে সংবাদও পর্য্যন্ত কেউ অবগত নও।

১ম ব। এঁা—তাই তো—তাই তো—আমরা তো তা'হ'লে ঠিকই সংবাদ পেয়েছিলাম! সম্রাটের প্রতিনিধি বিশা খাঁ সে তো দেখছি—তা'হ'লে বিশ্বাসঘাতকতা ক'চ্ছে!

সর্দার। এমন বাজ্য থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল মা! যে রাজ্যের রাজা দিনবাত্রি নিজের আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত,—যে রাজা প্রজার মুখ চায় না—প্রজার দুঃখের কথা শুনে চায় না—বুঝতে চায় না,—জাহান্নমে যাক সে রাজ্য—সে রাজ্য—

দি। সেই সঙ্গে তোমাদের মতন নারকী প্রজার দল! মূর্থ—নারকী শয়তান তোমরা! এত বড় একটা মহাপাপের কথা মুখে উচ্চারণ কর্তে তোমাদের বাধলো না? দেশের রাজা নিজেদের রাজা—যে কোন কারণে হোক, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হ'য়ে, দেশ—রাজ্য, শত্রুকে সমর্পণ করে—বড় বুদ্ধিমানের কার্য্য হবে মনে ক'চ্ছ? এর জন্ত চক্ষের জলে যখন বক্ষ ভাসতে থাকবে, তখন সেটা কি বড় সুখের—বড় আরামের হবে—মনে ভাবছ?

সকলে। না—না—তা' পার্বনা! আমরা সবাই আমাদের রাজ্যের জন্ত—দেশের জন্ত প্রাণ দোবো!

দি। হ্যাঁ—এই তো রাজভক্ত প্রজার যোগ্য কথা! এই তো প্রকৃত রাজহিতৈষীর কথা—এই তো যথার্থ মানুষের মতন কথা! এস কোথায় তোমাদের সম্রাট আছেন—কোথায় তোমাদের সেনাপতি

থাকেন—আমাকে দেখিয়ে দেবে চল, আমি বিদেশিনী—তোমাদের দেশেব কিছুই জানি না !

সর্দার । চল মা—আমবা তোমাব আচ্ছাবাহী ভূতা !

সম্ব । কিন্তু মা—আপনি কে ? আপনাকে তো ইতঃপক্ষে কখনো এখানে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না ।

দি । আমি যেই হই,—সে কথায তোমাদের প্রয়োজন কি ? তবে এইটুকু শ্রব জেনে রাখ,—আমি তোমাদের শত্রু নই পরম মিত্র ।

সকলে । নিশ্চয়ই ! তুমি আমাদের জীবনদাত্রী- স্বর্গেব দেবী ! তুমি পারশ্বের বাজলক্ষ্মী !

[সকলেব প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।



পারশ্বরাজের উদ্যান-বাটীব বিলাস-কক্ষ ।

দারা ও বিশা খাঁ ।

দারা । শুভক্ষণে তোমার মতন মিত্র—জগদীশ্বরের কৃপায় আমি লাভ করেছিলেম ! তাইতে এত বড় পারশ্বরাজ্যের সম্রাট হ'য়েও—আমি সকল দিকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্নখে বিশ্রামলাভ ক'র্তে পাচ্ছি ।

বিশা খাঁ । রাজ্যের বিষয় আপনাকে কিছু চিন্তা ক'র্তে হবে না জাঁহাপনা ! আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রক্ষণাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করুন ।

দাৰা। বহুকাল দববাবে উপস্থিত হ'তে পাবিনি, তাব জন্ত
প্রজারা কিম্বা অমাত্যবর্গ কেউ কোনকপ অসন্তুষ্ট নয় তো?

বিশা খাঁ। অসন্তোষের কোনও কাবণ থাকলে তো অসন্তুষ্ট হবে
জাহাপনা? রাজ-কায়া সূশ্রুত্বে চ'লছে, প্রজাদের কাবও কোনও
অভাব বা কষ্ট নেই, সকলেই স্থখে বসবাস ক'চ্ছে!

দাৰা। এ সমস্ত তোমাৰি জন্ত খাঁ-সাহেব, এ সকলের মূল্যধার
তুমি। তুমি আমাব এ উপকাব ক'চ্ছ—তুমি যা উপকাব ক'রেছ,
আমাব রাজ্যেব—আমাব নিজেব সুখ-শান্তি বিধানের জন্ত নিজে
অকাতবে দিবাবাত্রি বেকপ পবিশ্রম ক'চ্ছ, আমি জানিনা - কি ক'রে
তোমাৰি শ্রম পবিশোধ ক'র।

বিশা খাঁ। সমাট! আমি আপনাব দাস—আমি আমাব কর্তব্য
পালন ক'চ্ছি মাত্র,—“উপকাব” ক'চ্ছি ব'লবেন না,—তা'তে দাস কুণ্ঠিত
হব। তবে জাহাপনাকে আমাব এই মাত্র নিবেদন, আমাব অভাগিনী
ভগ্নী—পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী “রক্ষণাকে” একটু দেখবেন।

দাৰা। রক্ষণা! আমাব হৃদযেশ্ববী বক্ষণা—তা'কে আবার দেখব
কি? বিশা খাঁ! বক্ষণা আমাব সর্বশ্রেষ্ঠা আদবিনী বেগম, আমার
জানেন জান, - আমাব কলিজা, এই পারশ্বরাজ্যেব বক্ষণা বেগমই
তো সর্বে-সর্বা! বক্ষণাই তো মালেক্, তা'কে আমি দেখবো—
না—সে আমায় দেখবে! উঃ—কি সুন্দর—কি সুন্দব! খাঁ-সাহেব!
তা'হ'লে তুমি যেতে পার, আমি অনেকক্ষণ রক্ষণাকে দেখিনি!
কোই হায়—

(খোজার প্রবেশ)

বেগম সাহেবা কি ক'ছেন?

খোজা। জাঁহাপনা! তিন কেশবিজ্ঞাস-আগারে।—যদি হুকুম হয়—

দারা। না—না—তাঁকে বিরক্ত কোরো না! যাও—

[খোজার প্রস্থান।

আহা! কি সুন্দর সেই ঘনকৃষ্ণকেশরাশি! বিশা খাঁ—তুমি আপনার কাজে যেতে পার।

বিশা খাঁ। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা!

দারা। হ্যাঁ, ভাল কথা—প্রাসাদের অগ্ন্যাগ্ন বেগমরা—আমাব স্তাতিরা বেগম, আমার পুত্র জৌলস্—

বিশা খাঁ। সকলে মগলে আছে—সবাই মহানন্দে দিনযাপন ক'রে —কোনও ভাবনা চিন্তা নাই।

দারা। অনেক দিন স্তাতিরাকে দেখিনি—অনেকদিন জৌলস্কে—

বিশা খাঁ। তাঁদের কি এখানে আন্ব জাঁহাপনা?

দারা। না—না—এখানে—এখানে না! তা'রা কি বড় ব্যাকুল হ'য়েছে?

বিশা খাঁ। কিছু মাত্র না।

দারা। যাক! ভালই হ'য়েছে। কোই হয়—

(দ্বিতীয় খোজার প্রবেশ)

বেগম সাহেবা!

দ্বি-খোজা। তিনি এলবাস্ মহলে! হুকুম হয় তো সংবাদ দিই।

দারা। না—না—না! তুমি যাও, তাঁকে বিরক্ত ক'র্তে হবে না!

[দ্বিতীয় খোজার প্রস্থান।

দারা। উঃ কি সুন্দর—কি চমৎকার! জ্যোৎস্নাময়ী রজনী
তারকা-ভূষিতা—সে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য!

বিশা খাঁ। আমি তবে আসি সম্রাট!

দারা। তুমি এখনও যাওনি খাঁ-সাহেব? হ্যাঁ—ভাল কথা!
মাসিদনের অধীশ্বর ফিলিপের পুত্র নাকি দিগ্বিজয়ে আসছে?

বিশা খাঁ। সম্পূর্ণ মিথ্যা জনরব!

দারা। বাক্—ঐটে আমার বিষম ভয়! সত্য কথা বলতে কি,
ফিলিপ যত দিন মাসিদনের সম্রাট ছিল—আমার কোনও ভাবনা
ছিলনা। সে চিরকালই মুখে আশ্বাসন কর্ত—পারস্তরাজ্য জয় কর্ক,
দারাকে বগ্নতা স্বীকার করাব! কিন্তু গুপ্তচরের মুখে আলেকজান্দারের
বীরত্বকাহিনী শুনে, চারোপাশা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুমিত্র সবাংকার কাছে
অল্পবয়স্ক আলেকজান্দারের অপূর্ব বীরত্বকাহিনী শুনে পর্যাস্ত—আমি
যথার্থই একটু ভীত হ'য়ে আছি।

বিশা খাঁ। কোনও চিন্তা নেই জাঁহাপনা! গুপ্তচরেরা সব সময়
সঠিক সংবাদ দেয় না—বা আনতে পারে না। আমি নিজে ছদ্মবেশে
প্রীসে মাসিদনে গিয়ে সংবাদ নিচ্ছি—

দারা। বাস্—তা'হ'লেই হ'ল। তা'—তুমি এইবার যাও! আমার
বোধ হয়, তুমি আছ ব'লে—অবলা সরলা রক্ষণা এখানে আসছে
না—

বিশা খাঁ। সরলপ্রাণা প্রেমিকা রমণী, তায় আপনাকে প্রাণের
চেয়ে ভালবাসে, একদণ্ড সে কি আপনাকে অগ্নি কোনও ব্যাপারে
লিপ্ত থাকতে দিতে চায়? বোধ হয় জাঁহাপনার গুণের একটু তার
অভিমান হ'য়েছে—

দারা। যাও—যাও—বিশা খাঁ, আর অপেক্ষা কোরোনা! ঐ

জাহ্নুই আমি ছুনিয়ার সমস্ত কাণ্য ছেড়ে দিয়েছি! আমি চাই শুধু
রক্ষণা-শুধু রক্ষণা—

[বিশা খাঁর মৃত্যুশব্দে প্রস্থান ।

আমার ওপোর অভিমান হ'য়েছে? অভিমান হ'য়েছে? হবারই
তো কথা—হবারই তো কথা! ভালবাসায় কথায় কথায় অভিমান!
অনেকক্ষণ অদর্শনে অভিমান তো হবেই! কোই হায়?

(বক্ষণাব প্রবেশ)

রক্ষণা। বাদি হাজীর! জাহাপনা! হুকুম ফরমাউন্!

দারা। এঁয়া—এঁয়া—এ কি? এ কি? এ কি নির্ঘাত কথা? তুমি
বাদি? আমার হৃদয়-মরুভূমে শিথিল সরোবর, - আমার নগনের রোশনি,
দারার জীবনের জীবন, পারস্যের সম্রাজ্ঞী—হৃদয়েধরী বক্ষণা, তুমি বাদি?
কেন আমাকে লজ্জা দাও প্রিয়তমে? তুমি বাদি নও, আমি তোমার
গোলাম - বান্দা!

রক্ষণা। সয়াট! অবলা স্ত্রীলোককে বধ কর্কার সকল রকম
অস্ত্র চালনায় তো খুব সূক্ষ্মিত দেখছি! কেন? এ ছলনায় প্রয়োজন
কি? আমি তো দিবানিশি পদতলে বাধা প'ড়েই আছি! আমাকে
আর বুঝা কথার চাতুরীতে নূতন ক'রে কি বন্ধন ক'রেন জাহাপনা?

দারা। তোমার সঙ্গে চাতুরী করি? ঐ ভুবনমোহিনী স্বর্গীয়
রূপের জ্যোতিঃ আমাকে অন্ধ ক'রে রেখেছে—আমায় পাগল ক'রে
রেখেছে! আমি রাজ্য দেখি না, তুমি ভিন্ন অস্ত্র কোনও রমণীর মুখ
দর্শন করি না, এমন কি স্তাতির বেগম আর তা'র গর্ভজাত পুত্র
জৌলসের পর্যন্ত মুখ দর্শন করি না।

রক্ষণা। তা'রা যেখানকার ঠিকই সেখানে বজায় আছে! তাদের

আপাততঃ চোখে দেখুছেন না বটে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে তো তাদের দিবানিশিই দেখতে পাচ্ছেন ! আমাকে দেখে আপনার দিনকতক একটু চোখের নেশা হ'য়েছে বইতো না ! নেশা কেটে যাক—তখন সবই আবার ধাতে আসবে ।

দাবা । হা জগদীশ্বর !

(হতাশভাবে পানকে উপবেশন)

বক্ষণা । জাঁহাপনা । বাগ কল্লেন ?

দাবা । বক্ষণা । এত যদি তোমার আমার অবিশ্বাস হয়, তা'হ'লে আমি আর তোমায় কিছু বলতে চাইনি । আমার এ প্রাণের ব্যাকুলতা তোমায় যখন আমি বোঝাতে পারি না, তখন তোমাকে আমার আর বিবক্ত না কবাই ভাল ।

বক্ষণা । (পদতলে পড়িয়া) বাদিব গোস্তাকি মাপ হয় জনাব, আমি না বুঝে আপনার হৃদয়ে বাথা দিয়েছি !

দাবা । ছি—ছি—ছি প্রাণেশ্বর ! হতভাগ্যের পদতলে নয়, এ হৃদয়-সিংহাসনে তোমার আসন ! (বক্ষণাকে বক্ষে ধারণ)

বক্ষণা । ছাড়ুন জাঁহাপনা ! প্রেমের অভিমান ক'র্তে গিয়ে আপনার সেবার ক্রটি করছি । আসুন সিবাজি পান করুন ! অনেকক্ষণ রাজকার্য্যের কথা ক'য়ে মস্তিষ্ক গবম ক'বেছেন—

(সিবাজি দান ও দাবার পান করণ)

দাবা । রাজকার্য্য আমার কিছু দেখতে হয় না, রাজ্যের কোন বিষয়ে আমার ভাবতে হয় না ! তোমার ভ্রাতার রূপায় আমি সে সকল বিষয়ে খুব অব্যাহতি পেয়েছি !

বক্ষণা । সম্রাটের কার্য্যে আমার ভ্রাতা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রেছেন ! কথায় কথায় বলেন—“সম্রাটের নিকট আমি কোন এনামের প্রত্যাশা

রাখি না! আমি চাই, সম্রাটকে স্মৃতি কর্তে!” দেখুন সম্রাট—কি উচ্চ-প্রাণ!

দারা। তা নইলে তা'কে অত বিশ্বাস ক'র' কেন? ছ'চার দিন বাদে স্থির ক'রেছি, দরবারে সমস্ত সম্রাট অমাত্যবর্গ, ওম্বাহবর্গ, প্রজাবর্গকে আহ্বান ক'রে, সকলের সম্মুখে তোমার ভ্রাতাকে পারশ্ব-রাজ্যের সম্রাটপ্রতিনিধি ব'লে ঘোষণা ক'রে সিংহাসনে বস্বে এবং অধিকার প্রদান ক'র'!

রক্ষণা। সে আপনার দয়া! আমার ভাই যদিও জাহাপনাব কাছে কোনও এনামের প্রত্যাশী নয়, তথাপি সম্রাটের তো একটা নিজের কর্তব্য আছে!

দারা। অবশ্য আছে রক্ষণা! আমি প্রতিজ্ঞা ক'ছি, যত শীঘ্র পারি, আমি আমার এ সংকল্প কার্যে পরিণত ক'র'!

রক্ষণা। আচ্ছা—সে যখন ক'রেন, তখন দেখতেই পাব। আসুন—একটু আনন্দ করা যাক! (সিরাজি প্রদান)

দারা। তুমি পান ক'রেনা রক্ষণা?

রক্ষণা। সম্রাট অনুমতি না ক'লে কেমন ক'রে পান করি? আমি তো আর লজ্জাহীনা, বিলাসপরায়ণা গর্বিতা রমণী নই যে সম্রাট দয়া ক'রে স্নেহ ক'রে পায়ে স্থান দিয়েছেন ব'লে কোন রকমে তাঁর অমর্যাদা ক'র'!

দারা। ভুল হ'য়েছে—ভুল হ'য়েছে! এস—আমি তোমায় সিরাজি ঢেলে দিচ্ছি!

রক্ষণা। না—না—আমি ঢালছি, সম্রাট একবার স্পর্শ ক'রে অনুমতি ক'লেই আমি কৃতার্থ হই!

(রক্ষণার সিরাজি ঢালিয়া সম্রাটকর্তৃক স্পর্শ করা ইয়া লওন)

দারা । এত গুণ না থাকলে আমি সর্বভাগী হ'য়ে তোমার প্রেমে বিভোর হ'য়ে আছি ? এইবার একখানি কলকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত হোক, আমি মর্ত্যে ব'সে স্বর্গস্থ অলুভব কবি ।

রক্ষণা ।

গীত ।

পিথা ভালবাসে—পিথা কাছে আসে,
 পিথা মুহু হাসে—বাবে বাহপাশে ।
 পিথা নয়না হানে—কত ঢলা জানে,
 প্রাণ ভবা বিধে, মুখে স্থধা ভাসে ॥
 ছি ছি ছি—ছি ছি ছি—বল কি করি (জো),—
 বুঝি চাচুরি—তবু প্রাণে মরি,—
 বিনা দরশনে,—ভুলি ভাবি মনে,—
 পুনঃ পবননে পড়ি প্রমক্ষাসে ॥

দাবা । (ঈষৎ মত্তাবস্থায়) যাক্ রাজ্য, যাক্ সাম্রাজ্য, যাক্ হুনিয়া, সব জাহান্নমে যাক্ ! আমি আর কিছু চাই না ! রক্ষণা ! প্রাণেশ্বর ! এস—আমার কাছে এস,—আমার হৃদয়ে এস, তোমায় আমার দিনরাত প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে এক হ'য়ে চিরস্থখনিদ্রায়—প্রেমের স্বপনে বিভোর হ'য়ে থাকি !

রক্ষণা । স্তাতিরা বেগম—শাহজাদা জৌলস্—এদের সঙ্গে কবে নাকি দেখা ক'র্ত্তে যাবেন জাহাপনা ?

দারা । আমি কা'কেও চাইনি রক্ষণা ! আমার হুনিয়ায় কেউ নেই,—আমার হুনিয়ায় কিছু নেই,—আছ কেবল তুমি ! কে স্তাতিরা—কিসের বেগম সে ? কে জৌলস ? কিসের শাহজাদা সে ?

(স্তাতিরা বেগম এবং শাহাজাদা জৌলসের প্রবেশ)

স্তাতিরা । স্তাতিরা তোমার বিবাহিতা পত্নী—আর জৌলস তোমার
ঐবসজাত পুত্র !

দারা । এ্যা—কে—কে ? (বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দারার
অবস্থান)

রক্ষণা । একি—একি ? কে—কে তোমরা ? কোন্ অধিকাবে
একেবারে সম্রাটের বিলাসকক্ষে প্রবেশ ক'লে ? কোই ছায়—

স্তাতিরা । ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন বিবি ? বহুৎ আদমি ছায় ! আমাদেব
চিন্তে পাচ্ছ না ? ই্যা—পেরেছ বই কি ! জিঙ্গাসা ক'চ্ছিলে না—
কোন্ অধিকারে আমরা এই বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিছি ? সে প্রশ্ন
তুমি ক'র্কে না,—আব সে উত্তর আমি দোবো না ! আমি সম্রাটের
বিবাহিতা পত্নী, সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে পারশ্বের ধূলিকণায় পর্য্যন্ত আমার
অধিকার ! আমি তোমায় জিঙ্গাসা ক'চ্ছি,—হুগা বারান্দা,—
পরস্বাপহারিণী কুকুরী ! কোন্ অধিকারে তুমি আমার স্বামীর বিলাস-
কক্ষে—সুতরাং আমার বিলাসকক্ষে—আমার সর্বস্বধন স্বামিরত্নকে
অপহরণ ক'র্ব্বার জন্ত প্রবেশ ক'রেছ ?

রক্ষণা । জ'হাপনা—জ'হাপনা—আপনি স্থির হ'য়ে ব'সে কি
দেখছেন ? ভয় ক'চ্ছেন কেন ? হুকুম দিন—এখনি খোজা প্রহরীরা এসে
মুখরা স্ত্রীলোককে এখান থেকে দূর ক'রে দিচ্ !

দারা । তা—তো পার্কে না রক্ষণা ! ওদের তো কেউ কিছু ব'লতে
পার্কে না ! আমি তো পার্কেই না ! জৌলস—জৌলস

জৌলস । বাবা—বাবা—(দারার জৌলসকে ব্যাকুলভাবে আলিঙ্গন)

রক্ষণা । জ'হাপনা—মিথ্যাবাদী ! এই আপনার মনুষ্যত্ব ?

দারা । স্তাতিরা—স্তাতিবা—এদিকে চ'লে এস, তোমাকে অপমান ক'র্কে, আমি তা দেখতে পার্ক না !

রক্ষণা । বটে ? আমার চ'থের সামনে—একটা দুর্বল রমণী আমাকে ঠেলে ফেনে, তোমাব সঙ্গে প্রেমালাপ ক'র্কে ? থবরদাব তুশচারিণি ! এক পা' অগ্রসব হ'লে—এই ছুরিকায় তোমার হৃদয় বিদ্ধ ক'র্ক !

জোলস । বাবা—বাবা—শিগ্গীব ওঠো—মাকে শয়তানী খুন ক'র্কে !

দারা । এঁা - এঁা—দোহাই রক্ষণা—দোহাই রক্ষণা—

স্তাতিরা । রাক্ষসী ! আমায় তুমি আজ নূতন কি হত্যা ক'র্কে ? যেদিন আমার স্বামীকে তোমবা পিশাচ পিশাচিনী মিলে যাত্নমন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'বেছ—সেই দিনই তো আমরা নিহত হ'য়েছি !

রক্ষণা । সে হত্যায় কোন দল হয়নি, আজ সহস্রে তোমায় হত্যা ক'বে— (স্তাতিরার প্রতি ধাবমান)

(ছুরিকা হস্তে দিয়ানার প্রবেশ এবং বামহস্তে রক্ষণাকে ধারণ করিয়া ছুরিকা আঘাতের উত্তোগ)

স্তাতিরা । (দিয়ানার নিকট গিয়া) ভগ্নি ! আমার অনুরোধ—পাপিষ্ঠাকে বধ কোরোনা !

দিয়ানা । সে কি বেগম সাহেবা ? এ কালসর্পিনীকে জীবিত রাখবো ?

স্তাতিরা । হোক কালসর্পিনী ! আমার স্বামী যখন ওকে ভালবাসেন—ও যখন আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী,—ওকে হত্যা ক'লে, আমার স্বামী প্রাণে ব্যথা পাবেন ! স্বামীর প্রাণের সে ব্যথা—আমি কিছুতেই সহ্য ক'র্তে পার্ক না !

দিয়ানা । কিন্তু মার্জ্জনা করুন বেগম সাহেবা—একে আমি কিছুতেই এ রাজ্যে অবস্থান ক'র্তে দোবো না !

(নেপথ্যে প্রজাবর্গ—“জয় সম্রাট দারার জয়”)

দারা। এঁরা—এ কি—কিসের এ কোলাহল? প্রজাবর্গ কি বিদ্রোহী হ’য়েছে?

স্তাতিরা। হ’য়েছিল জাঁহাপনা! কিন্তু ঐ ককণাময়ীর কৃপায় সকলে সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন ক’বেছে!

দারা। খাঁ সাহেব কোথায়? কি—ব্যাপার কি? স্তাতিরা! আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! তুমি অকস্মাৎ জৌলসকে নিয়ে হারেমের বাহিরে এলে কেন? প্রজাবর্গ সকলে বাহিরে কোলাহল ক’চ্ছে কেন? তবে কি রাজ্যে কোন রকম বিশৃঙ্খলা হ’য়েছে?

দিয়ানা। বিশৃঙ্খলাব বড় অপরাধ জাঁহাপনা! এত বড় সাম্রাজ্যেব অধীশ্বর হ’য়ে আপনি বইলেন রাজকাৰ্য্য—রাজ্য—প্রজা—জীপুত্র পরিত্যাগ ক’বে, এই শয়তানীৰ মোহাচ্ছন্ন হ’য়ে মৃতপ্রায়, —রাজারক্ষাব ভার—একজন বিশ্বাসঘাতক রাজ্যালোভী বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল তস্বরের উপর,—আব আপনার বিবেচনায় রাজ্য খুব অশৃঙ্খলে চলা উচিত!

রক্ষণা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—আমাকে এ বাধিনীর হাত থেকে রক্ষা করুন!

দারা। চুপ—চুপ—চুপ কর রক্ষণা! কাঁদতে হয়—আমার দৃষ্টির অন্তরালে গিয়ে যত ইচ্ছা কাঁদ! তুমিই তখন ব’ল’ছিলে—তোমার প্রতি আমার চোখের নেশায় আমি হুনিয়া অন্ধকার দেখছি! সে নেশার ঘোর আমার অনেকক্ষণ থেকে কাটতে আরু ক’রেছিল,—এখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে! কা’দের দেখে জান? এই আমার ধর্ম্মপত্নী স্তাতিরা বেগমকে দেখে,—এই আমার বন্ধের পঞ্জর, আমার বংশের আলো— জৌলসকে দেখে!

রক্ষণা । জাঁহাপনা ! আমায় বিদায় দিন, আমি এখুনি আপনার বাজ্য পরিত্যাগ ক'বে চ'লে যাচ্ছি !

দারা । না—তোমায় বিশ্বাস নেই, তুমি চ'লে যাবেনা, হয় তো কাল-ফণা বিস্তার ক'বে কোথায় প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকবে, আবার কালবিষ উদ্গীৰণ ক'বে, আমাব রাজ্য—প্রজা—স্ত্রীপুত্র সকলকে বিনষ্ট কর্কার চেষ্টা ক'র্বে ! (দিয়ানাব প্রতি) মা ! তুমি কে—আমি জানি না ! কিন্তু বেই হও, তুমি যে আমার রাজ্যের মূর্তিমতী লক্ষ্মী—তা' আজকের বাপারে অনেকটা বৃথ্বে পেয়েছি ! তুমি আমার এই উপকার কর, —এ শয়তানীকে পাবস্ত্ররাজ্যের সীমান্তপারে রেখে আস্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দাও । আমি এখন বিশা খাঁকে একবার বোঝাব চেষ্টা করি ।

স্তাতিরা । কিন্তু ভয়ি, আমার অমুরোধ—তুমি ওকে হত্যা ক'রো না—

দিয়ানা । দিয়ানা স্পার্টান বমণী—দিয়ানা মিথ্যাকথা ব'লতে জানে না বেগম সাহেবা ! আমি সম্রাটের আদেশ পালন ক'র্ত্তে চল্লম ! জাঁহাপনা ! বেগম সাহেবার নিকট সমস্ত কথা জানতে পার্কেন, তৎপূর্বে একবার আসুন—প্রজাবর্গ আপনাকে দেখবার জন্ত আপনার এই উদ্যানবাটীর সম্মুখে ভীষণ জনতা ক'রে অপেক্ষা ক'চ্ছে !

জৌলস । বাবা—বাবা—খাঁ সাহেব আমাদের ওপোর বড় অত্যাচার ক'রেছে, আমাকে যখন তখন বেত্রাঘাত ক'রেছে, আমার মাকে কত অপমান ক'রেছে ! মা—বল না মা—

স্তাতিরা । চুপ কর্ জৌলস ।

দারা । হুঁ ! বুঝিছি !

দিয়ানা । বড় স্নেহেই রাজ্যটা ছারখারে দিচ্ছিলে বিবি ! বড় বাধাই পেয়েছ !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক



পারস্তের উপকণ্ঠ ।

ক্লিষ্টমকে লইয়া উন্মুক্ত তরবারিহস্তে রক্ষিগণের প্রবেশ ।

১ম রক্ষী । ভাল এক আপদে পড়া গেছে বান্না ! আর তো ঘুরতে পারি না ! সন্নাট্ তো হুকুম দিয়েই খালাস,—“এক আমার রাজ্যের বাহিরে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর !” আরে ছাই—রাজ্যের বাহিরে সে হত্যা করবার স্থানই নেই - তা তো জানেন না !

২য় রক্ষী । এমন পাপের ভোগেও মানুষে পড়ে ভাই ? এ ব্যাটা নিশ্চয়ই যাহ্ জানে,—তা নইলে যেখানে একে হত্যা ক’র্তে গেছি, সেখানেই বাধা পেয়েছি । এক দেশে তাড়া খেলুম—অন্য দেশে নিয়ে গেলুম ! আবার সে দেশে তাড়া খেলুম—আবার অন্য দেশে টেনে নিয়ে ছুট্‌লুম ! একটা পোকা মারতে সমস্ত ছুনিয়াটা ছুটোছুটি ক’রে বেড়াচ্ছি !

৩য় রক্ষী । ব্যাটা যে চীৎকার করে, তা’তে লোক জড় হবে বই কি ! দেখনা—এখন ভালমানুষটার মতন দাঁড়িয়ে আছে—আর ঘাড় ধ’রে তরোয়ালটা তুললেই বিকট চীৎকার আরম্ভ ক’রে দেয় ! আর সত্যিই তো ভাই, একদেশের রাজার হুকুম অন্য দেশে পালন করা চ’লবে কেন ? সে দেশের রাজাপ্রজা তা’ ক’র্তেই বা দেবে কেন ?

১ম রক্ষী । তা’ সে যা’ হোক, এখন তো আর এগোনো চ’লবে না ! কোথায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি তা জান ? একেবারে পারস্তরাজ্যের ধারে ! আর একটু এগুলেই রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দেওয়া চুলোয় যাক, আমাদেরই গর্দানগুলি আগে নাবিয়ে দিতে হবে !

২য় রক্ষী । তা'হ'লে আর যখন এগোবার পথ নেই, তখন এইখানেই কাজটা শেষ কবি । সম্রাট সৈন্ত নিয়ে এইখানেই আসছেন, এইখানেই তো তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলিত হ'তে হবে !

৩য় রক্ষী । আর এ স্থানটাও দেখছি খুব নির্জন ! আশে পাশে কোনও গ্রাম বা পল্লী বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে না ! খালি মরুভূমির মতন প্রান্তর পড়ে আছে—আব দূবে দূরে পাহাড় পর্বত দেখা যাচ্ছে ! এখানেই বাটাকে সাবাড় করা যাক্ !

ক্লিতস । দোহাই, দোহাই বাবা—আমাকে ছেড়ে দাও—

১ম রক্ষী । তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাটামুণ্ডী সম্রাটকে নিয়ে গিয়ে দেখাব—কি বল ? ধব—ধব বাটাকে —(দুইজন ক্লিতসের হস্তপদ ধবিয়া ভূতলে পাতিত করিল)

ক্লিতস । (তাবস্তুর চীৎকার করিয়া) ওগো—কে কোথায় আছ—বক্ষা কর, রক্ষা কর,—হত্যা ক'লে,—হত্যা ক'লে—রক্ষা কর,—বক্ষা কর—

১ম রক্ষী । বাগিয়ে ধর সাহেব—বাগিয়ে ধর, ও বাটা যত পারে চীৎকার করুক—আব এক মুহূর্ত পরেই সব শেষ— (অসি উত্তোলন)

ক্লিতস । রক্ষা কর—রক্ষা কর—

(আলেকজান্দার, হেপাস্তেন ও সৈনিকগণের প্রবেশ)

(আলেকজান্দার কর্তৃক রক্ষীর হস্তধারণ)

আলেক । হেপাস্তেন ! হতভাগ্যকে শীঘ্র উদ্ধার কর !

(হেপাস্তেনের তথাকরণ)

আলেক । (রক্ষীগণের প্রতি) নরাদম ! নিশ্চয় হিংস্র পশু ! কি ক'ছিলে তোমরা ! দেখছি—আমারই কর্মচারী—আমার রাজ্যের

রক্ষী ! আমারই প্রসাদভোজী হ'য়ে—আমারই প্রজাকে পশুর মতন হত্যা করে—বলি দিয়ে -পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ ক'চ্ছিলে ? সৈয়্যগণ ! এখুনি নরোধমদের বন্দী কর ! পরে কঠোর শাস্তিবিধান ক'ৰ্ব্ব !

১ম-রক্ষী । সম্রাট—আমাদের অপরাধ নেই—

আলেক । অপরাধ নেই ? এই নিরীহ নিরস্ত্র ভগার্ভ ব্যক্তিকে অসহায় পেয়ে পিণ্ডাচের ছায়া আনন্দে উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে—এই নির্জন স্থানে আপনাদের সুযোগমত ওকে হত্যা ক'চ্ছিলে,—আবাব ব'ল্ছ—তোমাদের অপরাধ নেই ? আহা—হা—প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে আত্মবক্ষার উপায়-বিহীন হ'য়ে মর্শ্বভেদী কাতর চীৎকারে গগন বিদৌর্য ক'চ্ছিল ! সে চীৎকার জগদীশ্বরের কর্ণ পর্য্যন্ত বধির ক'বে দিয়েছে,—সে কাতর ক্রন্দনে ধূলিকণা পর্য্যন্ত সজীব হ'য়ে উঠেছে, কেবল হৃদয়হীন—বিবেকশূণ্য পশু তোমরা,—তোমাদের কর্ণে পৌছতে পারেনি ! কোন কথা কোয়ানা,—চুপ্ করে চ'লে যাও,—আব একটা কথা যদি উচ্চারণ কর—আমি স্বহস্তে তোমাদের বধ ক'ৰ্ব্ব !

হেপা । সম্রাট ! ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে—ওদেব প্রতি অবিচার ক'ৰ্ব্বেন না ! ওরা আপনারই আদেশে—এই নির্ধূর কার্য্য ক'র্ত্তে অগ্রসর হ'য়েছিল !

আলেক । আমারই আদেশে ? আমি মাসিদনের রাজা—আমি প্রজাবৎসল রাজা,—আমার প্রজাবর্গ আমার সন্তান হ'তেও প্রিয়,—আমি সেই প্রজাকে হত্যা ক'র্ত্তে আদেশ ক'রেছি ?

হেপা । মনে পড়ছে না সম্রাট ! এই ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী ! গোপনে আপনার বিরুদ্ধে—মাসিদন রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে—পারস্তরাজ্যের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে—আপনার অভিযানের সমস্ত গুপ্ত-

সংবাদ তা'কে প্রদান ক'ছিল ! আপনিই একে মাসিদন রাজ্যের সীমাব বাহিরে নিয়ে গিয়ে হত্যা ক'র্তে আদেশ দেন !

আলেক । এ্যা—সেকি ! আমিই এই পৈশাচিক আদেশ প্রদান ক'বেছিলাম ? ওঃ—কি ভয়ানক ! কি অবিচার ! কি নিষ্ঠুর অত্যাচার ! এইজন্তই পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন ক্রোধরিপু চণ্ডাল ! কোবে উন্নত হ'লে মানুষ পণ্ডিত অদম হ'য়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় ! এখন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছিলাম, তাই এই নিষ্ঠুর আচরণ ক'রেছিলাম ! এখন তো সে চণ্ডালত্ব ঘুচে গিয়ে—আলেকজান্দারের মহুয়ায় ফিবে গমেছে,—তবে আব এ বাফসের কার্য্য ক'র্তে কেন দোবো ভাই ?

হেপা । রাফসের কায্য নয় সম্রাট ! রাজ্য রক্ষা ক'র্তে হ'লে—বাজো শান্তিস্থাপন ক'র্তে হ'লে,—রাজবিদ্রোহী যারা, রাজনৈতিক অপরাধে অপবাদী যারা, তাদের প্রতি রাজ্যের এইরূপ কঠোর শাস্তিবিধানই কর্তব্য !

আলেক । জাহান্নমে যাক্ রাজনীতি ! এব মতন একটা সামান্য নগণ্য প্রজা যদি ভ্রমবশে—নিজের বুদ্ধিহীনতার দোষে—রাজ্য-রাজার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, আর সেই সামান্য ষড়যন্ত্রে যদি শক্তিশালী রাজা এবং তাঁর সুপ্রতিষ্ঠ রাজ্যের বিনাশ অবশ্যস্তাবী হয়,—এমন অকর্ম্মণ্য রাজা এবং তাঁর ভিত্তিহীন রাজ্যের অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন নেই ! হেপান্তেন ! বন্ধু ! এ কঠোর রাজনীতির আমি পক্ষপাতী নই ! আমি আমার সেই পৈশাচিক আদেশ প্রত্যাহার ক'ল্লেম ! এ ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রদান কর ।

হেপা । রাজ্যের অবশ্য পালনীয় ! তবে আমার বক্তব্য, ক্ষমা এক কথা, আর রাজ্যরক্ষা অন্য কথা । এ হ'য়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা আছে । রাজবিদ্রোহী ব'লে—একজনকে ক্ষমা ক'ল্লো—হয় তো সেই একজনে

আপনার রাজ্যের কোনও ক্ষতি ক'র্তে না পারে,—কিন্তু রাজ্যের ক্ষমাশীলতায় প্রণয় পেয়ে যদি একের স্থানে এক সহস্র—এক লক্ষ প্রজা রাজবিদ্রোহী হ'য়ে ষড়যন্ত্র করে, তখন—

আলেক। তখন সিংহাসনে পদাঘাত ক'রে,—রাজমুকুট পথের আবর্জনারাশির মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে,—অবনতমস্তকে বাজ্য পরিত্যাগ ক'বে চ'লে যাব। কাবণ, বুঝাবো,—যখন প্রজাবর্গ আমার উপর সন্তুষ্ট নয়—তখন আমার রাজ্য হওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

হেপা। সম্রাট! মার্জনা করুন—এর ওপর আমার বলবার আর কিছু নেই! যাও ক্লিতস, তুমি মুক্ত! অদৃষ্টকে শত সহস্র ধন্যবাদ দাও—তুমি মহাত্মা আলেকজান্ডারের প্রজা!

ক্লিতস। সম্রাট! জগদীশ্বর আপনাব মঙ্গল করুন! আমি তবে এখন কোথায় যাব? আপনার রাজ্যে কি আমার স্থান হবে?

আলেক। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি সেইখানে যাবে! বলেছি তো—তোমার সেই প্রাণভয়ে কাতর মুখচ্ছবি যতদিন আমার প্রাণে অঙ্কিত থাকবে—ততদিন তুমি যত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হও না কেন,—তোমাকে আমি কোনও শাস্তি দিতে পার্কনা!

[রক্ষিগণ ও ক্লিতসের প্রস্থান।

হেপা। সম্রাট! তা'হ'লে আর এখানে বিলম্ব ক'বার প্রয়োজন কি? এইবার উৎসাহিত বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদের নিয়ে একেবারে দারাকে আক্রমণ করি চলুন!

আলেক। সৈন্যদের একটু বিশ্রাম করবার অবকাশ দাও হেপাস্তেন! পারশুবিজয় তো এখন আমার হাতের ভিতর! যখন শাইপ্রস, মিশ্রদেশ, জেরুজেলাম, গাজা, তাইরী, ফিনিসিয়া ইত্যাদি প্রদেশ সকল আমাদের করতলগত,—তখন বুঝতেই পাচ্ছ—জয়লক্ষী

আমাদের প্রতি কিরূপ স্বপসনা! বিশেষতঃ ফিনিসিয়া অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে—তা'র সমস্ত নৌবলও আমাদের আজাদীন! এই ফিনিসীয় নৌশক্তির সাহায্যে আমরা সামুদ্রিক আধিপত্যলাভ ক'র্তেও সক্ষম হ'য়েছি! সুতরাং পারস্যবিজয়েব জগৎ তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হোয়োনো হেপাস্তেন!

হেপা। সম্রাট! আপনার অলৌকিক শক্তির বিষয় আপনি নিজে জানেন না জানেন—তাব অপেক্ষা সহস্রগুণ আমি জানি, আপনার সৈন্যগণ জানেন—আর জানে আপনাব শত্রুবর্গ! সম্রাট! অত্যাগ প্রদেশ অবিকার করার কথা আমি ধরি না, কিন্তু যে বীরপুরুষের দ্বারা তাইরীর দ্বায় সমুদ্রকূলস্থিত স্ববক্ষিত নগরবিজয় সম্ভব হ'য়েছে,—সমুদ্র অতিক্রমণে, অপূর্ণ সেতুবন্ধনে, হবারুহ প্রাচীরভেদে, তাইরাবিজয়ে যিনি অপূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে শত্রুনিহ্ন সকলকে যুগপৎ চমকিত ও বিস্মিত ক'বেছেন, তাঁর পারস্যরাজ্যবিজয়ে সন্দেহান হবে,—এত মূর্খ হেপাস্তেন নয়! এক্ষণে আমার বক্তব্য—পারস্যপ্রদেশ বিজীর্ণ নদনদী, ছুরতিক্রমা পরিত, ভীষণ মকভূমিতে পরিপূর্ণ! অতএব কোন্ পথে, কি উপায়ে, কি ভাবে পারস্যপ্রদেশ আক্রমণ ক'লে বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্দারের বিজয়গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে, স্থিরচিত্তে সেই বিষয় চিন্তা ক'র্তে হবে! এই দেখুন পারস্যের মানচিত্র।

(আলেকজান্দারের মানচিত্র দর্শন)

আলেক। সত্য কথা হেপাস্তেন! কেবল মানচিত্র দেখে পারস্য-প্রদেশ আক্রমণের সহজ উপায় নির্ণীত হওয়া সম্ভবপর নয়। যতদূর বৃত্তে পাচ্ছি,—সর্বপ্রথম আমাদের ইউফ্রেটিস্ নদীর তটদেশে এই যে থাপাস্কস্ নামক স্থান দেখা যাচ্ছে,—এইখানে উপস্থিত হওয়া

প্রয়োজন । এ ভিন্ন অথ কোনও পথে পারস্তপ্রবেশ আমার সুবিধাজনক ব'লে মনে হয় না ।

(বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা । ঠিক ব'লেছেন সম্রাট ! অবহেলে পাবস্ত্র জয় ক'র্তে হ'লে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই ! নদীর পাবঘাট রক্ষা কর্তার জন্ত দাবার অধীনস্থ চ'হাজাব গ্রীক এবং এক সহস্র পারসাক অশ্বারোহী—মাজিয়স্ নামে একজন কর্মচারীর অধীনে অবস্থান ক'চ্ছে । আপনার আগমনবার্তা শ্রবণমাত্রেই সে তৎক্ষণাৎ সেস্তান পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'র্বে ।

হেপা । কে আপনি ?

আলেক । আমার দোস্ত । আসুন খাঁ সাহেব—আপনার পত্র পেয়ে আমি এইখানে অবস্থান ক'ছি । কিন্তু আপনার এত বিলম্ব হ'ল যে ?

বিশা । বিশ্বজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্তে হবে—তাঁর যোগ্য নজর সংগ্রহ না হ'লে কেমন ক'রে আসব সম্রাট ? (বিশা খাঁ ইঙ্গিতে পারসীক সৈন্যগণ কর্তৃক নজর আনয়ন এবং বিশা খাঁ সে সকল স্বহস্তে লইয়া ভূতলে জাম্বু পাতিয়া) সম্রাট ! অধীনের যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ ক'রে তা'কে কৃতার্থ ককন ।

আলেক । (গ্রহণ ও স্বীয় রক্ষিগণের হস্তে অর্পণ এবং বিশা খাঁর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া) খাঁ সাহেব ! আপনি আমার পরম বন্ধু ! আপনি যখন আমায় আপনার উদার হৃদয় দান ক'রেছেন, তা'র কাছে কি সামান্য এ সকল নজর ? আপনারি বন্ধুত্বের উপর নির্ভর ক'রে আমি দিগ্বিজয় ক'র্তে যাত্রা ক'রেছি ! এক্ষণে

আমাব এইমাত্র নিবেদন, আমাকে যেন অসহায় অবস্থায় পবিত্রাগ
ক'লেন না!

হেপা। সমাট। জানতে পারি কি—এ ব্যক্তি কে?

আলেক। ইনিই পাবশ্বেদ যথার্থ সমাট!

হেপা। দাবা?

বিশা। দাবা কে? সামাজ্যের একটা অতি পুণ্যতন প্রথা অনুসারে
এক দাবাকে সমাট ব'লে থাকে বটে, কিন্তু জীবিতঃ ধর্ম্মতঃ সমাটও
নয়, নামাজ্যও তা'র নয়। ভীম, কাপুরুষ, দুর্বল, মত্তপায়ী, বিলাসী
দাবা, তিনি সমাটের নাম নিয়ে, সুগৈরিক্যের সর্বোচ্চ শিখরে নিশ্চিন্তে
স্বপ্নান ক'লেন, আর আমবা সকলে স্নেহায় তা'র অধীনতা তাঁর
দাসত্ব স্বীকার ক'বে তাঁর বাজাবক্ষা ক'বে, কমাগত তাঁর নিশ্চিন্তে
স্বপ্নভোগের পথ নিষ্কটক ক'বে দোদো। তাঁর বিলাস উপভোগে সহায়তা
ক'রা। তা'র আর ত'চ্ছে না সাহেব! একজন খেটে ম'র্ষে, আর অপবে
স্বপ্নভোগ ক'র্ষে—তা আমি কিভাবেই হ'তে দিচ্ছি না।

হেপা। ঠাঁ সাহেব। বড় উদার ব্যক্তি আপনি! আপনার জায়
মহাপুরুষ, মহাবীর বাজনীতিজ্ঞ বাজ্যে যত না থাকে ততই মঙ্গল।

বিশা। কাবণ?

হেপা। তা'হলে বাজ্যের সমাট বা বাজাব অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া
গাবে না! বাজ্য একাকার হ'য়ে যাবে, ঝাড়ুদার হ'তে আবশ্য ক'বে বৃদ্ধ
মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই সিংহাসনে বসবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়বে। কনিষ্ঠ
আব কেউ থাকবে না, সবাই ছোষ্ঠ হবে!

বিশা। সাহেব! আপনার কথাগুলি আমাব আদৌ ভাল লাগছে
না! আপনি কে? সমাট আলেকজান্দারের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ
কি না জানলে—আপনার কথার উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নই!

হেপা । আমি একজন ঘোরতর মূর্খ ! সম্রাটের আজ্ঞাবীন দাস মাত্র ! সেইজন্য আপনাকে নিবেদন ক'ছি, আপনার পারসাসম্রাটের বিরুদ্ধে অভিমতটা, আপনার ঐ ভীষণ অকাটা রাজনীতিটা আপনার মনে মনেই রাখবেন, - আমাদের মতন নগণ্য মূর্খ কৰ্ম্মচারীদের সম্মুখে উদ্দীপ্তি ক'রেন না ! কি জানি—এখানে কোনও কুফল না ফলুক, — তিলমাত্র ফল ফলবার কোনও সম্ভাবনা নাই !

আলেক । চুপ কর হেপাস্তেন ! থা সাহেব সরগপ্রকৃতি, — তোমার নির্দোষ রহস্যলাপে হয় তো অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন । থা সাহেব ! হেপাস্তেন আমার সৌন্দর্যবিক প্রিয় বন্ধু । মাঝে মাঝে আমার সঙ্গেও এইরূপ রহস্য ক'রে থাকেন । ঠিক কথায় আপনি কিছু মনে ক'রেন না ! আমার গায় শুকেও আপনার পিয়বন্ধু ন'লে জানবেন । হেপাস্তেন । থা সাহেবেব সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এতক্ষণ তুমি ব্যাকুল হ'য়েছিলে, এইবার হৃদয় গুলে একবার থা সাহেবকে আলিঙ্গন ক'রে, তোমার আন্তরিক বন্ধুত্ব জ্ঞাপিত কর ।

হেপা । সম্রাট । আপনার কথায় আমি কালসপের বিবরে প্রবেশ ক'র্ত্তে পারি, থা সাহেবকে আলিঙ্গন করা তো তুচ্ছ কথা ! বন্ধুত্ব জ্ঞাপিত করবার অনেক অবসর পাব, এফণে কাজের কথা কওয়া যাক !

বিশা । বন্ধুত্ব করুন আর নাই করুন সাহেব, আমি বশন বিশ্বাস ক'রে আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছি — তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখব । আমি সম্রাটের কাছে যখন প্রতিশ্রুত, পারশুবিজয়ে আমি সর্বপ্রকারে আপনাদের সাহায্য ক'রব — তখন তা'তে কিছুমাত্র আমার ক্রটি হবে না ! আমার ধর্ম্ম আমি রক্ষা ক'রব, আপনাদের ধর্ম্ম আপনাদের কাছে ।

হেপা । সম্রাট আলেকজান্দারের পারশুজয়ে আপনার স্বার্থ কি ?

বিশা । স্বার্থ ষোল আনা না থাকলে বিশা খাঁ কখনো কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ কবে না । আমার স্বার্থ, -আমি পারস্তের সম্রাট হব এবং দাবার প্রধানা বেগম স্তাতিবা সুলতানীকে আমার পত্নীকপে অবিকার কর্ব্ব । সম্রাট যদি আমাব এ প্রস্তাব মঞ্জুব করেন—তা'হ'লে আসুন আমাব সঙ্গে সৈন্য নিয়ে আমি গুপ্তপথে সৈন্য চালনা ক'বে অনায়াসে পাবস্য জয় কবিয়ে দেবো ।

হেপা । চমৎকার প্রস্তাব ! সম্রাট কি বন্ধুব খাঁ সাহেবের জ্ঞাত এ সামান্য ক্লেণ্টুফু স্বীকার ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছেন ? বেশ ক'রে বুঝে দেখুন, এমন বন্ধুবৎসলতাব পুণ্যার্জনেব সুযোগ আর জীবনে কখনো পাবেন না ! আপনি নিজেব প্রাণ পয্যন্ত পণ ক'বে, রাশি রাশি অর্থব্যয় ক'রে, অকাহরে সহস্র সহস্র মাসিদানসৈন্য যুদ্ধে ক্ষয় ক'রে,—পাবস্ত্র বাজ্য জয় ক'র্লেন ! তাবপব সেই বিজিত বাজ্যেব শূণ্য সিংহাসনে পবম সুলতান খাঁ সাহেবকে উপবেশন কবিয়ে, তাব পাশে স্তাতিবা বেগমকে বৃগলমিলনে স্থাপিত ক'বে, হাসিমুখে রিক্তহস্তে বন্ধুত্ব পবাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রে পারস্ত প্রদেশ পবিত্যাগ ক'র্লেন ! চমৎকার—চমৎকার ব্যাপার হবে সেটা ! কি বলেন সম্রাট ?

বিশা । পরিহাস ক'র্লেন না- সাহেব—আমি এত মূর্থ নই,—যে একপ অন্ডায় প্রস্তাব ক'র্ব্ব ! সমগ্র পারস্তরাজ্য সম্রাট আলেক-জান্দাবেব অধীন হ'য়েই থাকবে, - আমি সম্রাটের প্রতিনিধি হ'য়ে,—সম্রাটের দাস হ'য়ে—সম্রাটের রাজ্যরক্ষা ক'র্ব্ব ! সম্রাট নিজরাজ্য মাসিদান পরিত্যাগ ক'রে, দ্বিগুণ কার্যে অগ্রসর না হ'য়ে—যদি পারস্তে ব'সে থাকতে চান, তা'হ'লে আমি কোন্ সাহসে পারস্তের সিংহাসনে ব'সতে চাইব সাহেব ?

আলেক । ক্ষুণ্ণ হবেন না খাঁ সাহেব ! আপনার মনোভাব আমার

অবিদিত নেই। রহস্যপ্রিয় হেপান্তনের বাক্যে কেন আপনি হুঃখিত হ'চ্ছেন? আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন,—আমি জানি, আপনার সম্মান কেমন ক'রে রক্ষা ক'র্ত্তে হয়!

(জনৈক পারসীক সৈন্তের প্রবেশ)

পা-সৈ। (বিশা খাঁব প্রতি) সম্রাটের উপঢৌকনের জ্ঞাত যে দাস-ব্যবসায়ীকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বাদি-সংগ্রহ ক'রে আনতে বলেছিলেন, খাঁ সাহেব! সে ব্যক্তি উপস্থিত।

বিশা। এসেছে? বাদি সংগ্রহ ক'রে এনেছে?

পা-সৈ। আপনার হুকুমে প্রায় একশত বাদি এনেছে, কিন্তু খাঁ সাহেব—তাদের মধ্যে একটিকে দেখলেম—অসামান্য সুন্দরী! পরী ব'লেও চলে!

বিশা। তবে সেইটিকেই নিয়ে দাস-ব্যবসায়ীকে এখানে আসতে বল। অত্যাশ্রয় সকলকে এখানে এখন পাঠাতে হবে না!

পা-সৈ। যো হুকুম।

[পারসীক সৈন্তের প্রস্থান।

আলেক। এ সব কি বন্ধু?

বিশা। পারশুরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার—পারশুব সুন্দরী রমণী! কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এক দিকে—আর পাবস্তুর একটী সুন্দরী এক দিকে! এ উপঢৌকন না দিলে সম্রাটের যথাযোগ্য মর্যাদাই দেওয়া হয় না!

আলেক। কিন্তু খাঁ সাহেব! রমণীতে তো আমার কোন আসক্তি নাই! আপনি অনর্থক আমার জ্ঞাত এ উপঢৌকনের ব্যবস্থা ক'রেছেন!

হেপা। ঈশ্বরেচ্ছায় খাঁ সাহেব যখন আপনার বন্ধু মধ্যে পরিগণিত

হ'য়েছেন, - তখন অনেক বিষয়ে আপনার আসক্তি জন্মাবে—বুঝ্তে পাচ্ছি সম্রাট্টি !

আলেক । না—না—খাঁ সাহেব, আপনি বাদিদের বিদায় করুন !
বমণীও সংস্পর্শ আমার শুকব নিষেধ !

বিশা । সম্রাট্টি আদেশ ক'লে আমায় এখন বাদিদের বিদায় ক'র্ত্তে হবে । তবে আমার বক্তৃতা এই যে, আসক্তি হ'বাব মতন রমণী সমগ্র গোস্বা মাসিদন রাজ্যে নেই—কাই সম্রাটের রমণীর প্রতি আসক্তিও নাই । পাবশ্বেব একটা নগণ্য সুন্দরী বমণী দেখলে—যত বড় কঠোর পদগ পুরুষ হোক না কেন, তা'র হৃদয়ে আসক্তি জন্মাতেই হবে ।

(অবগুষ্ঠনবতী রক্ষণাকে টানিয়া লইয়া দাস-বাবসায়ীকে প্রবেশ)

দা বা । (প্রহার কবিত্তে কবিত্তে) ভাল কথায় তোমার নষ্টামী গেল না ! বদ্মায়েস্, বেতমিজ, বেগাদব রমণী ! সম্রাটের সম্মুখে এখনও গোস্বাকি ?

বিশা । নূতন বাদিগুলোব দশাই ওই ! বিশেষতঃ যদি সুন্দরী হয় ! সায়েস্তা ক'বে দাও—মিয়া—সায়েস্তা ক'রে দাও ।

দা-ব্যা । ভাববেন না খাঁ সাহেব—ছ'চার ঘা বেত্রাঘাত ক'লেই এখুনিই ধাতে আস্বে—(বেত্রোত্তোলন)

আলেক । (অগ্রসর হইয়া—বেত্রধারণ) খবরদার ! নরপিশাচ ! স্বীলোকের সঙ্গে বেত্রাঘাত কোচ্ছো ?

রক্ষণা । (ছুটিয়া* অবগুষ্ঠন ফেলিয়া ভয়ে আলেকজান্দারকে বাহুপাশে বেঁধেন করিয়া—) রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—অভাগিনীকে আপনি রক্ষা করুন—

(কল্পিতদেহে স্থিরদৃষ্টিতে আলেকজান্দারকে নিরীক্ষণ)

আলেক । (রক্ষণাকে বাহুপাশে বেঁধেন কবিতা) ভয় নাই—ভয় নাই সুন্দরী ! আপনি নিরাপদ স্থানে আছেন !

বিশা । (দাস-ব্যবসায়ীর প্রতি) কিছু চিন্তা নাই মিয়া, - উপহার যথাস্থানে আপনিই গিয়ে পৌঁছেছে ! তোমার পুত্রস্বাভ তুমি পাবে — একটু অপেক্ষা কর !

দা-ব্য । যথা আজ্ঞা—জনাব । (দাস-ব্যবসায়ীর প্রস্থান)

আলেক । 'আহা—হা—অসামান্য সুন্দরী ! থা সাহেব ! ঠিক বলেছেন—এমনটী কখনো দেখিনি !

বিশা । ওর অপেক্ষা শত সহস্রগুণে সুন্দরী বাদি বহুকাল ত'তে সম্রাটের জন্ত সংগ্রহ ক'বে বেগেছি,—

রক্ষণা । (অকস্মাৎ বিশা থাকেকে দেখিয়া) এঁা—একি—থ সাহেব ?

বিশা । একি—একি—রক্ষণা—তুমি ? তুমি ? তুমি এখানে ?

রক্ষণা । থ সাহেব ! আমার অদৃষ্টে এত ভুখ ছিল—তা জানি না ! তুমি চ'লে আস্বাব পরেই অকস্মাৎ সেই বিলাসকক্ষে সম্রাটের স্ত্রীপুত্র উপস্থিত হ'য়ে আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান ক'র্তে আরম্ভ ক'লেন ! দেখতে দেখতে কোথা থেকে এক শয়তানি এসে সম্রাটকে যুদ্ধে উৎসাহিত ক'রে—আমাকে বিলাসকক্ষ থেকে প্রহার ক'র্তে ক'র্তে রাজপথে সমস্ত প্রজাদের সম্মুখে যথেষ্ট লাঞ্ছিতা ক'লেন ! শুধু তাই নয়,—পথে আমাকে প্রহার ক'র্তে ক'র্তে টেনে নিয়ে গিয়ে বহুদূরে এক বাদি বিক্রয়ের হাটে ঐ দাস-ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ ক'রে এল ! তারপর আমার এই দশা ! উঃ—কি যন্ত্রণা—কি অপমান ! থ সাহেব—আমি আর বাঁচবো না ।

(মুর্ছিতা হইয়া পতনোন্মোগ এবং আলেকজান্দার কর্তৃক বক্ষে ধারণ)

বিশা। সম্রাট! পারস্যরাজের অত্যাচারের কথা শুন্লেন?
আহা—আমার অবলা ভগ্নীর এই দশা! সম্রাট! আপনি শীঘ্র এ
অত্যাচারের প্রতিকার করুন।

আলেক। আপনার ভগ্নী? আহা—হা—অসামান্য সুন্দরী।
হেপাশ্তেন—শীঘ্র শিবিরে চল—বালিকা মুচ্ছিতা, এঁর শুশ্রূষা ক’র্ত্তে
হবে।

বিশা। সম্রাট! আমার ভগ্নীকে আমার হস্তে দিন—আমি
শিবিরে নিয়ে যাবি।

আলেক। না—না—খাঁ সাহেব—আপনি বাস্তব হবেন না—
বালিকার জ্ঞানসঞ্চার হ’য়েছে। ভয় নেই সুন্দরী—ভয় নেই,—
আমার হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে শিবিরে চলুন। আহা—হা—কি
সুন্দর!

হেপা। (স্বগত) বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্দার! তোমার বীরত্বজীবনে
দুর্বলতার এই স্ত্রপাত!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গভাক্ষ

ইসাফেত্র—দারার শিবিরসম্মুখ ।

দারা, সৈন্যগণ ও সেনানায়ক ইস্মানি ।

দারা । কি হ'ল—কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল—কিছু বুঝতে পারি না ! কি সে আলেকজান্দার—কি তা'র সৈন্যদল ? তা'রা কি সবাই সয়তান ? তা'রা কি মানুষ নয় ? আমার ছয় লক্ষ সৈন্য কৃৎকারে উড়িয়ে দিলে ? কেমন ক'রে দিলে—কিছু বুঝতে পারি না । ইস্মানি—আমার ঋত্তিক বিকৃত হ'য়ে গেছে ।

ইস্ । সম্রাট । এখনও একটু ধৈর্য ধরুন—এখনও শাস্ত হোন । যুদ্ধে জয় পরাজয় দুই আছে । একবার পরাজয় হ'য়ে থাকে—আবার জয় হবে—তা'র জন্ত চিন্তা কি ? জাঁহাপনা ! আপনাকে মিনতি ক'ছি—আপনি ভয় পাবেন না ! আপনি রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে সৈন্যদের মধ্যে ভীতি উৎপাদন ক'রেন না !

দারা । বুঝতে পাচ্ছ না ইস্মানি—আর যুদ্ধস্থলে দাঁড়িয়ে কি ক'রব ? চেষ্টা করি ক'রব ? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধপ্রিয়

জাতিকে আমার পতাকার নীচে সমবেত কর্ণুম ! নিজে ছয় লক্ষ
যুদ্ধনিপুণ সৈন্তের অবিনায়ক হ'য়ে আলেকজান্দারের গতিরোধ কর্তে
গেলুম ! কি হ'ল ? কি হ'ল ? সব চ'লে গেল—সব নষ্ট হ'ল—সব বরবাদ
গেল । ইস্‌মানি ! ইস্‌মানি ! আব যুদ্ধ নয়—আব যুদ্ধ ক'রে কোন লাভ
নেই ! মহাবীর আলেকজান্দারকে পরাস্ত কর্তে পারে, ছনিয়ায় এত
শক্তি কারও নেই ।

ইস্‌ । জাঁহাপনা ! শত্রুর যশোগান ক'রে নিজের মর্যাদা নষ্ট
ক'র্বেন না ! আলেকজান্দার মানুষ পারসীকরাও মানুষ ! কিসের
জ্ঞাতবে তা'র শক্তি অজেয় ভাব্‌ছেন ? আপনার সৈন্ত-সংস্থাপনের
অদূরদর্শিতা বশতঃই এই ছয় লক্ষ সেনানী ছত্রভঙ্গ হ'য়েছে মাত্র !
একদিকে আমানো পর্বত—অন্য দিকে বিশাল সমুদ্র । তার মধ্যে সন্ধীর্ণ
পথে প'ড়ে এই ছয় লক্ষ সৈন্ত গতিশক্তিহীন হ'য়ে, অন্তর্চালনায় যুদ্ধনিপুণ্য
প্রদর্শনে নিকপায় হ'য়ে পড়েছিল ! সেই সুযোগে—বিশ্তাওঁ প্রান্তরে
অবস্থিত আলেকজান্দারের মুষ্টিমেয় সৈন্তদল—আমাদের অকণ্ঠবদ্ধ বিপুল
পারসীক সৈন্তদের বিপর্যাস্ত কর্তে সক্ষম হ'য়েছে ! যা হবার হ'য়েছে
জাঁহাপনা ! এখনও শত্রুর গতিরোধ কর্তার যথেষ্ট উপায় আছে ! ছয়
লক্ষ সৈন্ত আপনার সমূলে বিনষ্ট হয় নি ! এখনও হু'তিন লক্ষ অবশিষ্ট
আছে,—এখনও আপনি সাহসে ভর ক'রে তাদের পরিচালনা কর্‌লোঁ
যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা !

দারা । না—না—ইস্‌মানি—তুমি জান না ! পারসীক সৈন্ত যদি
কিছু অবশিষ্ট থাকে—তা'রা যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ উপস্থিত নাই ! সবাই
পালিয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি—আমারি পশ্চাদভ্রমরণ ক'রে—
সকলেই পলায়নতৎপর ! তুমি যাও—কোন উপায়ে একবার থা ।
সাহেবের সন্ধান কর ! এ সময় তা'কে পেলে—আবার আমি উৎসাহিত

হব! সৈন্তগণ সবাই তা'র অধীন—সকলেই তা'ব আজ্ঞাবহ। দেখ—
দেখ—কোথায় খাঁ সাহেব—যেখান থেকে পাব—তা'কে নিয়ে এস!

(সেনাপতি পিন্দারের প্রবেশ)

পিন্দাব। এই যে—এই যে সম্রাট! সম্রাট! সম্রাট! সতর্ক
হোন্—সতর্ক হোন্—আত্মবক্ষায় তৎপব হোন্! অস্ত্র গ্রহণ ককন—
শীঘ্র অগ্রসব হোন্! নইলে প্রাণবক্ষা পর্য্যন্ত হওবা দুকব! খাঁ সাহেব—
উঃ—খাঁ সাহেব এই ক'লে?

দারা। কি—কি—সেনাপতি? কি হ'য়েছে? খাঁ সাহেবেব সন্ধান
পেয়েছ?

পিন্দাব। পেয়েছি—স্বক্ষে তাঁ'কে দেখেছি! সে নবাবধম বিশ্বাস-
ঘাতক—আলেকজান্দাবেব পার্শ্বচব হ'য়ে পাবশ্বেব সর্বনাশ ক'চ্ছে!
পলাতক পাবসীক সৈন্তদল সেই নবাবধমেব ইঙ্গিতে আলেকজান্দাবেব
সঙ্গে যোগদান ক'বে—দেশেব সর্বনাশ কর্তাব জন্ত উন্মত্ত হ'য়ে অগ্রসব
হ'চ্ছে! আমি একা সহায়হীন,—মুষ্টিমেয সৈন্ত পর্য্যন্ত আব আমাব অধীনে
নেই! কোন উপায়ে কিহু সৈন্ত সংগ্রহ ক'র্থে পাল্লো—আব একবাব
চেষ্টা ক'রে দেখি—

ইন্। সম্রাট! একবাব আপনি বাহিরে আত্মন—একবাব চলুন;
আপনাকে দেখুলে নিশ্চয় সৈন্তদল বিশ্বাসঘাতকতা পরিত্যাগ ক'রে—
আবার আপনাব হ'য়ে বুদ্ধ কর্বে!

দারা। না—না—আমায় ছেড়ে দাও—আমায় রক্ষা কর—আমাব
প্রাণবধ কোরো না! চল ইম্মানি—চল পিন্দার—এখনও আত্মরক্ষাব
সময় আছে! চল—ইসাক্ষেত্র হ'তে পলায়ন ক'রে—গাউগামেলার
প্রান্তরে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। অস্বোগ বুঝে সেখান থেকে আরবেলায়
৯৬]

গিয়ে নিরাপদে অবস্থান করুক ! চল—চল—আর বুখা সময় নষ্ট
কোরোনা—

(জৌলস ও স্তাতিরার প্রবেশ)

স্তাতিবা । আর আমরা—আমরা কোথায় থাকব ?

দাবা । তোমবা ? তোমবা ? তাইতো—তাইতো—তুমি স্ত্রীলোক
—আর জৌলস বালক, তোমবা কি আমার সঙ্গে তেমন সতর্ক হ'য়ে
পালাতে পারবে ?

পিন্দাব । জাঁহাপনা ! আপনি বেগম সাহেব আর শাহাজাদাকে
নিযে আব জনকয়েক শরীররক্ষক নিযে তবে এই অবসরে পলায়ন
ককন ! শত্রু আপনাদের বন্দী কর্তে এই দিকে নিশ্চয়ই আসবে ।
আমরা সাধ্যানুসারে তাদের গতিরোধ করে আপনাদের পলায়নের
সুযোগ করে দোবো !

দারা । তোমরা—তোমরা কি এখানে থাকবে ? তোমরা এই
ক'জনে কি যুদ্ধ কর্তে পারবে ? না—না—তোমরাও চল—তোমরাও
চল—

ইস্ । আমরা যুদ্ধ কর্তে পার্কনা বটে—কিন্তু প্রাণ দিতে পার্ক
সম্রাট্ ! আমরা যুদ্ধ কর্তে শিখেছি—শত্রুসংহার কর্তে শিখেছি,—
অকাতরে শত্রুর অস্ত্রমুখে প্রাণ বলি দিতে শিখেছি, কেবল শিখিনি—
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে প্রাণের ভয়ে পলায়ন কর্তে ! আপনারা মহৎ লোক,—
আপনাদের মানের হানি এ ছনিয়ায় কিছুতে হয়না—তা' আপনারা
ভালই জানেন ! সুতরাং আপনাদের কাছে মান অপেক্ষা প্রাণটাই
খুব বেশী মূল্যবান ! আর আমরা গরীব—চাকুরি করে খাই,—আমরা
জানি—এ জগতে প্রাণটার কোনও মূল্য নেই, দারিদ্র্যজীবনে মানটাই

হোলো ছুনিয়াব মালিকত্বের চেয়ে মূল্যবান এবং গৌববের জিনিস ।
আসুন সেনাপতি—আমাদের শেষ কর্তব্য আমরা পালন করি !

[ইস্‌মানি ও পিন্দারের প্রস্থান ।

দারা । সবাই ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল ! খাঁ সাহেব গেল, সৈন্তবা
গেল, বিশ্বস্ত সেনাপতি পিন্দাবও গেল, ক্ষমতাশালী সেনানায়ক
ইস্‌মানিও আমাকে ত্যাগ ক'রে গেল ! সব গেল—সবই গেল ! স্তাতিবা !
সাম্রাজ্য গেল,—সুখ ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা সম্মান সবই গেল ! বাকী কেবল
দ্বীপুত্র আর নিজের এই প্রাণ । দেখি,—এগুলো যদি বক্ষা হব !
স্তাতিরা—জৌলস ! চল—আব দাঁড়িয়ে ভাবলে কি হবে !

স্তাতিরা । কোথায় যাব ?

দারা । যেখানে হোক এক জায়গায় গিয়ে লুকোতে হবে ! এস—
এস—আর বাজে কথায় কাজ নেই ! যদি পালাবাব শক্তি থাকে—
আমার সঙ্গে চল ! কিন্তু আমার ওপোর আব কোন ভবসা কোরোনা ।
নিজে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা ক'র্তে পাব—ভালই ! নইলে আমি
রক্ষা ক'র্তে পারব না ।

জৌলস । বাবা—চলুন না ! যুদ্ধ ক'র্তেন চলুন না ! আপনি
সম্রাট—আপনি যোদ্ধা, আপনার কোমরে তববারি—আপনি পালাতে
চাচ্ছেন কেন ? যুদ্ধ ক'রে শত্রুকে মেরে ফেলুন না ! আপনি একা যেতে
ইচ্ছা না করেন, আমাকে একটা বর্ষা কিম্বা তববারি দিন,—আমি
আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্তে যাই !

দারা । না বাবা—আর আমার যুদ্ধ করবার শক্তিও নেই—সাহসও
নেই ! পারস্ত সাম্রাজ্যের পতন—আমার রাজত্বের শেষ, জগদীশ্বরের
ইচ্ছা ! তুমি বালক—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, আমাদের কি ভয়ঙ্কর
অবস্থা ! স্তাতিরা—স্তাতিরা—ঐ দেখ—ঐ দেখ—দূরে—খুব দূরে—

ঐ ইমাক্ষেরের দিকে চেয়ে দেখ ! একটা বিরাট ধূম ভূতল হ'তে উথিত হ'য়ে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত ক'রে এই দিকে যেন সজীব হ'য়ে ছুটে আসছে ! বুঝতে পাচ্ছ—ও কি ? ও আর কিছু নয় ! কেবল বিজয়োন্নত শত্রুসৈন্যেব পদোথিত ধূলাবাশি ! চল—চল—আর এখানে এক তিল বিলম্ব ক'লে—আত্মরক্ষা ক'র্তে পার্বে না ।

স্তাতিরা । না সম্রাট ! আমি যাব না ! আপনি নিজমুখে যখন ব'লেছেন—স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা ক'র্তে আপনি অক্ষম,—তখন আপনার সঙ্গে গিয়ে কেন আপনার পলায়নের পথে কণ্টক হব ? আমি অবলা স্ত্রীলোক—অশর এই ক্ষুদ্র বালক । পথে যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হই,—হই কেন—নিশ্চয়ই হব, তা'হ'লে আমরা আত্মরক্ষা তো ক'র্তেই পার্বে না ! উপবৃত্ত—আপনি শুদ্ধ নিপন্ন হ'য়ে শত্রুহন্তে পতিত হবেন । স্মৃতরাং মাতাপুত্রের পলায়ন করাও যা,—এখানে অবস্থান করাও তা' ! আপনি ববং শীঘ্র পলায়ন করুন ।

দারা । ঠিক ব'লেছ স্তাতিরা,—বুদ্ধিমতী তুমি—উত্তম কথাই ব'লেছ ! স্ত্রীলোক বালক দেখে শত্রুরা নিশ্চয় দয়া ক'রে তোমাদের প্রাণবধ ক'র্তে না ! কিন্তু—আমাকে—আমাকে দেখলেই—উঃ—আমি পালাই—পালাই—

(দিয়ানার প্রবেশ)

দিয়ানা । পালাবেন বই কি সম্রাট ? স্ত্রীপুত্রকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, বারাক্ষনার সঙ্গে ভোগবিলাসে উন্মত্ত হ'য়ে তাদের অনেক রকমে লালিত ক'রেছেন, এখন অকাতরে তাদের শত্রুর কবলে রেখে হৃদিশার চরম ক'রে—নিজের নারকী জীবন নিয়ে পালাবেন বইকি !

দারা । এ্যা—এ্যা—তুমি ? তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা

কইছ কেন? তুমি আমার দিকে এমন ক'রে চাইছ কেন? তুমি তো আমার শত্রু নও—

দি। আগে ছিলুম না—এখন আপনার আচরণে শত্রু হ'য়েছি! কাপুরুষ! সম্রাটকুলকলঙ্ক! শত্রু ভয়ে ভীত হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে এসেছ, আবার প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে—যা' শৃগাল কুকুরেও করেনা, —নিজের জীপুত্রকে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছ? যাও দেখি,—এই আমি তরবারিহস্তে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালেম,—যাও দেখি এস্থল ত্যাগ ক'রে!

দা। না—না—মেরো না—মেরো না—কি চাও বল! স্তাতিরা—
স্তাতিরা—সত্য সত্যই বুঝি আজ প্রাণরক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লেম না!

স্তা। ভগ্নী! আমার স্বামীকে দয়া ক'রে—

দি। (সরোষে স্তাতিরাকে) খবরদার বেগম সাহেব! এ সময় কোনও কথা কইবেন না! শুধুন সম্রাট! আমি আপনার সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে নানাস্থান ঘুরে প্রায় বিশ হাজার প্রজাকে স্বদেশ রক্ষা কর্কার জন্ত উৎসাহিত ক'বে যুদ্ধ ক'র্ত্তে সঞ্চে ক'রে এনেছি! অনেক কষ্টে আপনার সেনানিবাস হ'তে অন্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে তাদের সজ্জিত ক'রেছি! ঐ দেখুন তা'রা সকলে অপেক্ষা ক'চ্ছে! চলুন—আপনি তাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণ ক'র্কেন!

দা। নিরীহ প্রজা—কখনো অস্ত্র ব্যবহার ক'র্ত্তে জানে না—তা'রা যুদ্ধ ক'র্কে কি? এ তুমি কি বলছ?

দি। সে চিন্তা আপনার নয়—যারা স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে এসেছে তাদের। চলুন আর তিলমাত্রও বিলম্ব ক'র্কেন না! আমি আপনার পার্শ্বচারিণী হ'য়ে, আপনাকে উৎসাহপ্রদান ক'র্কি! চলুন—

(দারাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থানোত্তত)

স্তা। ভগ্নী! আমার একটি অনুরোধ—আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা—

দি। কোন আবশ্যক নাই বেগম সাহেবা! এমন কাপুরুষ স্বামীর প্রাণরক্ষায় তোমার কিছুমাত্র ইষ্ট নাই! তবে—এই মাত্র আমি প্রতিশ্রুত হ'ছি, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার স্বামী যা'তে শত্রুহস্তে নিহত না হয়—তোমার মুখ চেয়ে—সে বিষয়ে আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব!

(দারা ও দিয়ানার প্রস্থান)

স্তা। কি হবে কি ক'রে এই বালককে রক্ষা ক'রব? কি ক'রে স্বামীর প্রাণ রক্ষা হবে! দিনহুনিয়ার মালেক খোদা! নারীজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিযেছ—পারস্তুর বেগম ক'রেছ, কিন্তু কখনো স্ত্রের মুখ দেখতে দাওনি! হে মঙ্গলময়! আজ অভাগিনীর এই কাতর প্রার্থনাটুকুতে কর্ণপাত কর,—এ অসহায় বালকের যেন কোন বিপদ না হয়!

জো। কেন কাঁদ মা? খোদা আমায় না রক্ষা করেন, তুমি মা,—তুমি আমায় রক্ষা ক'রবে! মার কোলের চেয়ে তো সন্তানের আর নিরাপদ স্থান নেই—ওনেছি!

স্তা। তবে আয় বাপ—এই শত্রুবেষ্টিত স্থানে তোকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকি আয়—

[উভয়ের শিবিরভ্যন্তরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

ইসাক্ষেত্রের একাংশ—অদূবে আলেকজান্দারের শিবির ।

ফিলোট ও বিশা খাঁ ।

ফিলোট । কই—এখানে তো সম্রাট নাই । তা'হ'লে বোধ হয় শিবিরে আছেন । যাই—শিবিরে গিয়েই সংবাদ দিই—

বিশা । সম্রাট এখন শান্ত হ'য়ে শিবিরে বিশ্রাম ক'ছেন । তাঁ'কে বিরক্ত কব্বাব প্রয়োজন নাই । আপনাব কি সংবাদ আছে—আমাব ব'লতে পাবেন ।

ফিলোট । না, আপনাকে ব'লবাব কোনও সংবাদ আমাব কাছে নেই । হেপাস্তেন সাহেব থাকলেও বা ব'লতে পার্তুম ।

বিশা । অত মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন সাহেব ? ঠাণ্ডা হ'য়ে শুয়ে নান । সম্রাট এখন সমস্তদিন যুদ্ধশান্তির পব বিশ্রাম ক'ছেন,—আমায় আদেশ ক'ল্লেন—আপনাদের কাছ থেকে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ ক'বে তাঁ'ব কাছে উপস্থিত হ'তে । সম্রাটের জিজ্ঞাস্য—পাবস্তপতি দাবাকে বন্দী কবা হ'য়েছে কি ?

ফিলোট । না । মুহূর্তমাত্রেরি দাবাব ত্রিশ হাজার সৈন্তকে আমবা বিশ্বস্ত ক'বেছি বটে—কিন্তু কিছুতেই দাবাকে বন্দী ক'র্তে পার্লুম না ।

বিশা । কেন ? দাবার সমবেত ত্রিশ হাজার সৈন্তের অপেক্ষা কি একা দাবাব শক্তি এত ভয়ঙ্কর ?

ফিলোট । সে কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে প্রস্তুত নই !

বিশা । কৈফিয়ৎ কিছু দেবার মত থাকলে নিশ্চয় দিতেন বই কি ! যাক্, সে স্বপ্নকে স্বয়ং সম্রাটই বিচার ক'রেন । দারার বেগমকে আনতে পেয়েছেন ? না—তিনিও আপনাদের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বচ্ছন্দে সাঁবে প'ড়েছেন ?

ফিলোট । রণস্থলে যুদ্ধ ক'র্ত্তে এসে অবলা স্ত্রীলোকেব সন্ধান করা, মাসিদন সৈনিকেব যুদ্ধনীতি নয় । আর বীবশ্রেষ্ঠ সম্রাট আলেকজান্দারের একপ অত্মায় আদেশও আমার প্রতি ছিল না !

বিশা । তাঁর না থাকুক, কিন্তু আমাব ছিল ! অতএব সে আদেশ পালন ক'র্ত্তে আপনি বাধ্য ।

ফিলোট । বসনা সংযত ক'রে কথা কইবেন সাহেব ! আপনার আদেশ পালন ক'র্ত্তে আমি বাধ্য, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আর উচ্চারণ ক'রেন না ! আমি কে—আপনি জানেন ?

বিশা । কিছুমাত্র জানবার প্রয়োজন নাই । আপনি কে আমার জানবার আগে, আমি কে আপনি তা' জেনেছেন কি ? তা' যদি জানতেন—তা'হ'লে এতক্ষণ মাটিতে প'ড়ে আমার পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চাইতেন ! আপনি তো সামান্য মাসিদনের মস্ত্রিপুত্র—সম্রাটের অধীনে সামান্য সৈনিকের কার্য করেন—

ফিলোট । আর আপনি তো পারশ্বসম্রাটের একজন বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ! আপনি কালসর্প, নিজের দেশের সর্বনাশ ক'চ্ছেন, নিজের অন্নদাতার সর্বনাশ ক'চ্ছেন—পিশাচে, সয়তানে পর্য্যন্ত যে নেমকহারামি কল্পনা ক'র্ত্তে পারে না,—আপনি অল্লানবদনে তাই ক'চ্ছেন ! এখন এসেছেন, সম্রাট আলেকজান্দারের স্বন্ধে ভর ক'রে—আমাদের বড় কষ্টের মাসিদন রাজ্যের সর্বনাশ ক'র্ত্তে ! অস্ত্রের মধ্যে তো দেখছি, এক সুন্দরী বারান্ধনা, যাকে ভয়ী ব'লে—

বিশা। চুপ্‌রও বেয়াদব—

(দীর্ঘ বর্ষা তুলিয়া ফিলোটের প্রতি নিক্ষেপোত্তত)

(অকস্মাৎ আলেকজান্দারের প্রবেশ ও বর্ষা ধারণ)

আলেক। এ হতভাগ্যকে প্রগল্ভতার দণ্ড আপনার হ'য়ে না হয় আমিই দিচ্ছি খাঁ সাহেব! আপনি আমার যে কি অন্তরঙ্গ সুহৃদ, আপনি মাসিদন রাজ্যের যে কত উপকাৰী, ও মূৰ্খ তা' জানেনা ব'লেই আপনার এত অমর্যাদা ক'বেছে! আমিই ওর শান্তিবিধান ক'চ্ছি!

বিশা। সম্রাট! দারা পলায়ন ক'রেছে! আপনার অকস্মণ্য কর্মচারীরা কেহই তা'কে বন্দী ক'র্তে পারেনি! কি আশ্চর্য ব্যাপার!

আলেক। সেই জন্তই তো ব'লছি খাঁ সাহেব—আপনি ভিন্ন আমার কোন কার্যই দেখছি সূশৃঙ্খলে হওয়া সম্ভব নয়। সম্রাট দারাকে বন্দী ক'রে আনবে, —আপনি ভিন্ন এ সাধ্য কা'র? আপনি তাঁর সমস্ত সন্ধানাদি জানেন,—আপনিই অনুগ্রহ ক'রে এ কার্যের ভাব গ্রহণ করুন।

বিশা। আমায় অত অনুরোধ ক'র্তে হবে না সম্রাট! আমি যেমন ক'রে পারি, দারাকে বন্দী ক'রে আনছি। কারণ, দারাকে হাতের মধ্যে না পেলে আপনার পারস্ত জয়ই সম্পূর্ণ হবে না!

[বিশা খাঁর দ্রুত প্রস্থান।

ফিলোট। সম্রাট!

আলেক। কি ফিলোট?

ফিলোট। আমায় বিদায় দিন। আমি মাসিদনে ফিরে যাই, আর যদি আপনার রাজ্যেও বসতি ক'র্তে না দেন—

আলেক। আমার অপরাধ কি ফিলোট? আমার ওপোর অবস্থা ক্রোধ কোরোনা—

ফিলোট। আপনি সম্রাট, আপনাব ওপোব আমার ক্রোধ কর্ষ
অধিকাৰ কি? তবে—সম্রাট আলেকজান্দার যে তাঁব প্রাণাপেক্ষ
প্রিয় মাসিদনবাসীকে, একজন বিদেশীৰ পক্ষ অবলম্বন ক'বে, এক্রপ
অপমান ক'র্তে পাবেন—আমবা কখনো কল্পনায়ও তা আনিনি
সম্রাট!

আলেক। বালকত্ব পবিত্যাগ কব ফিলোট। খাঁ সাহেব আমার প্রিয়
কি আমাব পিতৃতুল্য পার্শ্বনিব পুল, আমাব সোদবাধিক ফিলোট আমাব
প্রিয়, আলেকজান্দাবেব মুখ দেখে যদি তুমি উপলব্ধি ক'র্তে না পাব—
তা'হ'লে আমি আবার ব'লছি, তুমি মূর্গেব চেয়েও মূর্খ। কার্যোদ্ধারেব
জন্ত মৌখিক ছোটো একটা কট কথা আমাব মুখ থেকে কি তোমার সহ
হ'তে পাবে না, ফিলোট? আমাব প্রতি এই ভালবাসায় তুমি প্রাণ
উৎসর্গ ক'র্তে এসেছ?

ফিলোট। (জানু পাতিয়া) মার্জনা কবন সম্রাট! আমি অত্যা
বুঝেছিলেম! দাসেব অপবাধ নেবেন না।

আলেক। পিতাব ওপোব পুত্রের অভিমান, জ্যেষ্ঠের ওপোর
কনিষ্ঠের অভিমান, অপবাধ নয় ফিলোট, ববং উভয়তঃই বড় প্রীতিকর।
যাক্, সম্রাট দারা কেমন ক'রে পলায়ন ক'ল্লেন বল দেখি?

ফিলোট। সে এক আশ্চর্য ব্যাপাব সম্রাট! দারা পুনর্বার সৈন্ত-
সংগ্রহ ক'রে নবোৎসাহে যখন আমাদের আক্রমণ ক'ল্লেন, তখন বাস্তবিকই
পারসীকগণের দাক্ষ আক্রমণে মাসিদন সৈন্ত একটু ভীত হ'য়ে
প'ড়েছিল। সে সময় ষথার্থই বিজয়শ্রী দারার পক্ষ অবলম্বন কর্ষার
উপক্রম ক'রেছিলেন। আমাদের লক্ষ্য তখন দারার সৈন্তগণের ওপোর,
দারার ওপোর নয়। পাবসীকসৈন্তের বিজয়লাভের উপক্রমসময়ে
অকস্মাৎ তাদের মধ্যে দারার পলায়ন-বার্তা প্রচারিত হ'ল; সংবাদ

।ষিত হবামাঝই, যা'রা ভীমবেগে অগ্রসর হ'চ্ছিল, তা'রা বিভীষিকাগ্রস্ত
২'য়ে সদলে পলায়নে প্রবৃত্ত হ'ল ।

আলেক । তোমরা দারার অনুসরণ ক'লে না কেন ?

ফিলোট । মিথ্যা ব'ল্ব না সম্রাট ! কয়েকজন সেনানী সঙ্গে আমি
তাঁর অনুসরণ ক'রেছিলাম, কিন্তু এক অদ্ভুত তেজস্বিনী বমণী আমাদের
পরাস্ত ক'রে তাঁকে নিয়ে যে কোথায় অদৃশ্য হ'ল—

আলেক । রমণী ? পারস্তেব সম্রাজ্ঞী না কি ?

ফিলোট । অসম্ভব নয় প্রভু ! কিন্তু যথার্থ কথা ব'ল্লে কি, এমন
বীরত্ব—এমন অন্ত্রচালনায পাবদর্শিতা, এমন বিদ্যাহেগে অশ্বসঞ্চালন,
এমন দৈহিক শক্তিসামর্থ্য, সচরাচর পুরুষের মধ্যে বোধ হয় দেখা
যায়না !

আলেক । বটে ? যদি সত্য হয় তা'হ'লে সে তো একটা দেখ্‌বাব
জিনিষ ফিলোট !

ফিলোট । যথার্থই সে একটা দেখ্‌বাব জিনিষ সম্রাট ! বড় ছঃখ
আপনাকে তা দেখাতে পাল্লেম না ! অনুমতি ককন, যেমন ক'রে
হোক, তা'র সন্ধান করি !

আলেক । হেপাস্তেন কোথায় ?

ফিলোট । বিজয়োন্নত মাসিদনসৈন্য নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হ'য়েছে
শুনে, তিনি নাগরিকগণের প্রতি যাতে কোন রকমে অত্যাচার উৎপীড়ন
না হয়—তা'র তদারকে গেছেন সম্রাট !

আলেক । দয়ার্দ্ৰহৃদয় হেপাস্তেনের যোগ্য কার্য্যই ক'র্ত্তে গেছে ! এ
সকল পুণ্য কার্য্যে সে তো হুনিয়ায় কা'রও আদেশের অপেক্ষা করে না !
এস ফিলোট, তোমাকে কিছু উপদেশ দেবার আছে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তীক

৩/২৭+৩ '৩৫৫

আলেকজান্দার শিবিরভাষ্য ।

রক্ষণা ।

গীত ।

বোবনজোষাবে প দে ভেসে কোথা চ'লে যাই ।

প্রাণ যে বাচেনা টানে,

কেমনে গো কুল পাই ॥

কড় বা গুরুণ পাকে,

অতলে ডবায়ে রাখে,

ভীষণ বিপাকে দেপি,

আমাত্তে আমি তো নাই ;

এ অকূলে কাণ্ডারী কে, বিগম ভাবনা তাই ॥

রক্ষণা । জীবনটা যাচ্ছে ভাল । কখনো বাপ মা জানি না, ঘর বাড়ী জানি না, দেশ ভূঁইও চিনি না ! বাল্যকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল হাতফের হ'য়ে হ'য়েই বেড়াচ্ছি ! জ্ঞানচক্ষু কুটতেই দেখি, একদল দস্যদের সঙ্গে সঙ্গে এ মুল্লুক সে মুল্লুকে ফিচ্ছি ! ক্রমে যখন একটু বেশ মাথা ঝাড়া দিলুম, দলপতি মহাশয় হাতফের ক'ল্লেন খোরাসান রাজ্যে বাদির হাতে ! তাঁরা হাতফের ক'ল্লেন খাঁ সাহেবের কাছে ! খাঁ সাহেব হাত খালি ক'ল্লেন—একেবারে খোদ পারস্ত সম্রাটের বেগমের জায়গায় । ভাবলুম, হাত ফেরাফিরি ঐখানেই বৃষ্টি শেষ হ'ল । বাদির বক্ত কি না, ফের ঘুরে ফিরে নিয়ে এল কি না—বাদিরই হাতে ! আবার কোন্ হাতে এসে প'ড়লুম দেখনা ! একেবারে ঢাল, তরোয়াল, বর্ষা, কিরিচ, গোলাগুলি, কাটাকাটি খুনোখুনির মাঝখানে ! কিন্তু এ হাত ফেরা এবার বড় শক্ত ব্যাপার !

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা । (অন্তমনে) ছি ছি খাঁ সাহেব, এমন অন্ডায় কাজও—
(রক্ষণাকে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থানোত্তত) খাঁ সাহেব গেলেন
কোথায় ?

রক্ষণা । নাই বা রইলেন খাঁ সাহেব, তাঁব বদলী আমি আছি, কি
ব'ল্ছিলেন, না হয় আমাকেই ব'লে কথাটা শেষ ক'বে ফেলুন না !
অন্ডায় কাজটা কি গুন্তে পাই না ? খাঁ সাহেব আব আমাব এখানে
আসা ? কি সাহেব ! ঘাড় হেঁট ক'বেই রইলেন যে ? একবাব মুখ
তুলে এ পোড়ার মুখখানা না হয় দেখলেনই !

হেপা । মার্জনা করুন বেগম সাহেবা, আমি আপনার দাস ।
দাসের সহিত একপভাবে বাক্যালাপ ক'রেন না—

রক্ষণা । আপনি আমাব দাস ? (হাস্য) তা' তো জান্তুন না—
আমাব এত সোভাগ্য হ'য়েছে ? তা সাহেব—আমার মতন আর কতগুলি
অভাগিনীর কাছে এই বকম দাস স্বীকার করা হ'য়েছে গুনি !

হেপা । স্তন্দরি ! অধমের অপরাধ নেবেন না । পাবস্তের রীতি-
নীতি কি তা' আমি জানি না ! কিন্তু আমাদের মাসিদিন রাজ্যে আমরা
পরজীকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি ও সম্মান ক'রে থাকি ! রহস্তালাপ দূরে
থাক্, কখনো পরজীর মুখের পানে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ পর্য্যন্ত করি না ।
(প্রস্থানোত্তত)

রক্ষণা । (বাধা দিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া) কিন্তু আমি তো
এখনও পরজী হইনি সাহেব—তবে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্ছ
না কেন ?

হেপা । আপনি ভাগ্যবতী, সম্রাট্ আলেকজান্দারের প্রিয়পাত্রী !
সুতরাং আমাদের সবাকার পূজনীয়া ! (পুনরায় প্রস্থানোত্তত)

রক্ষণা। ওঃ তাই! তা সাহেব, আমাকে যদি এত বড় উচ্চ আসনটা দিয়েই থাকেন, তা'হ'লে এমন অসম্মান ক'রে,—আমার কথার উত্তর না দিয়ে চ'লে যাবার জন্ত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন?

হেপা। এমন কথা ব'লবেন না সুন্দরী, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হ'য়েছি, তাই তাঁর সন্মানে যাচ্ছি! থা সাহেব একটা ভয়ঙ্কর গর্হিত কার্য্য ক'রেছেন, সেই বিষয় সম্রাটকে জ্ঞাপিত ক'র্ত্তে হবে—

রক্ষণা। কাজটা অতায় তা অনেকক্ষণ থেকে শুন্ছি, কিন্তু কাজটা কি—তা'তো এখনও শুন্লুম না সাহেব!

হেপা। পারস্যের রাজধানী “পারসিপলি”—যাকে আপনারা “তক্তাই-গ্রামসেদ” বলেন, শুন্লেম থা সাহেবেরই আদেশে সে সুন্দর নগর একেবারে অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করা হ'য়েছে। এ কার্য্য যে বর্বরতার পরাকাষ্ঠা—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সমৃদ্ধিশালী নগর ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়াতে বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্দারের আর্থিক কতটা ক্ষতি, তা'কি থা সাহেব বুঝতে পারেন নি?

রক্ষণা। আর্থিক ক্ষতি কিছুই হয়নি সাহেব! পারসিপলি নগর অধিকার ক'রেই দারার কোষাগার থেকে বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্দারের জন্ত সমস্ত হীরা-জহরৎ মণি-মাণিক্য এবং নগদ প্রায় ৪৫ কোটি টাকা নির্ঝিবাতে সংগ্রহ ক'রে আনা হ'য়েছে,—সে সংবাদ আপনি বোধ হয় জানেন না!

হেপা। তা'হ'তে পারে। কিন্তু একটা বহুকাল হ'তে সুসজ্জিত—সুস্বাদু অট্টালিকা—উপবন-শোভিত রাজধানীকে এরূপ জঘন্য পৈশাচিক ভাবে নষ্ট করায় যে ক্ষতি,—সমস্ত পৃথিবীর ধন-দৌলতলাভেও সে ক্ষতি পূরণ হয় না,—বা তা'তে আত্মপ্রসন্নতা জন্মায় না! মার্জনা

ক'র্নেল বেগম সাহেবা—আমার তো ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এই কথাই মনে হয়!

রক্ষণা। তা' হ'লে তো আমার বড়ই অগ্রায কাজ হ'য়েছে সাহেব।

হেপা। আপনার অগ্রায? সেকি? আপনি কি—

রক্ষণা। হ্যাঁ—আমিই এ কার্যে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উৎসাহ-দাত্রী! পাছে পারসীক সৈন্য রাজভাণ্ডাব লুণ্ঠন করে, - পাছে পারস্ত-সম্রাট দারা রাজধানীর কোনও গুপ্তস্থানে লুণ্ঠায়িত থাকেন, পাছে পারস্তের সম্রাস্ত ব্যক্তিগণ দারার সহিত রাজধানীতে সম্মিলিত হ'য়ে—আবার নূতন উৎসাহে বিজয়ী আলেকজান্দারের পাবস্ত-বিজয় কার্য সম্পূর্ণ ক'র্ত্তে বিলম্ব ঘটায়, আমি সেই আশঙ্কায় সম্রাট আলেকজান্দারকে পার্সিপলি নগরী ধ্বংস ক'র্ত্তে বিশেষ অনুরোধ ক'রেছিলাম। সম্রাট কৃপা ক'বে আমাব অনুবোধ রক্ষা ক'রেছেন। এ অগ্নিকাণ্ডেব আদেশদাতা স্বয়ং সম্রাট আলেকজান্দার, থা সাহেব তাঁব আদেশ-প্রতিপালক মাত্র।

হেপা। (স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ রক্ষণাব প্রতি চাহিয়া) যাক—আব আমার বলবাব কিছু নেই। তবে আজ আপনাকে দেখে একটা কথা আমার মনে উদয় হ'চ্ছে,—ব'ল্ব কি না ভাবছি!

রক্ষণা। স্বচ্ছন্দে বলুন। আমাব কাছে আপনাব সাত খুন নয়—সাতাশী খুন মাপ!

হেপা। আপনি শুধু অধিতীয়া স্তন্দরী নন—আপনি—আপনি—

রক্ষণা। ব'লেই ফেলুন না—

হেপা। আপনি বিভীষণা ভয়ঙ্করী!

[হেপাস্তেনের প্রস্থান।

রক্ষণা। ভুল ব'লে সাহেব,—“ভয়ঙ্করী” নই—আমি “বাহকরী!”

আচ্ছা—থাক বীরপুরুষ,—দেখা যাবে তুমি কত শক্তিমান ! বুথা কি এ টানা টানা চোক ছটো, বুথা কি এ ধনুকের মত যুগ্ম ভ্রু, আর বুথাই কি এ পানপানা মুখখানা ? এমন বসোরা গোন্ধাপ ফুলের রং,—সত্যিই এ সবেক সমাবেশে ঢনিয়া জয় হয়না ? নিশ্চয়ই হয় ! হেপাস্তেন ! তুমি তো কোন্ ছার ?

(পারসীক সৈন্যদ্বয় ও মাসিদন সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পা সৈ । মিথ্যা কথা কোয়ানা সাহেব—আমরা হু'জনে প্রথম সন্ধান ক'রে বা'র ক'বেছি--

১ম মা সৈ । মিথ্যা কথা—আমরা সন্ধান করবার পর—তোমরা পথেব মাঝখানে আমাদের দলে মিশে বাহাডবো নিচ্ছ ।

২য় মা সৈ । পুরস্কার যদি কা'রও পেতে হয়—তো সে একা আমাদেরই পাওয়া উচিত !—আমি ঐদিকে না গেলে শীকার তো পালিয়েছিলই !

২য় পা সৈ । তোমরা বিদেশী—তোমরা এখানকার পথঘাট কিছুই জান না—তোমরা—

রক্ষণা । একি ? শিবিরের ভেতর তোমরা কিসের গোলমাল ক'চ্ছ ?

(সকলের রক্ষণাকে অভিবাদন)

১ম পা সৈ । বেগম সাহেবা ! আমি অনেক কষ্টে পারস্তের দগাজী আর তাঁর পুত্রকে বন্দী ক'রে এনেছি !

রক্ষণা । এনেছ ? কই—কই—কোথায় ?

২য় পা সৈ । মিয়া তো দেখছি খুব মজার লোক,—বরাবর ব'লে আসছিলে “আমরা” হু'জনে সন্ধান ক'রেছি,—এখন এনামের বেলায় ব'লছ “আমি ।”

১ম মা সৈ । না বেগম সাহেবা—ওদের মিথ্যা কথা—

রক্ষণা । চুপ কর—বিবাদ বিসম্বাদ কোরোনা,—আমি সকলকে সমান পুরস্কার দোজ্জা ; সত্য বল—পাবস্তুর সম্রাজ্ঞীকে বন্দি ক'বেছ ?

(স্তাতিবা ও জৌলসের প্রবেশ)

স্তাতিবা । বন্দি ক'র্ত্তে হয়নি—আমরা মাতাপুত্রে অনন্তোপায় হ'য়ে স্বেচ্ছায় বিজয়ী সেকেন্দার সাহেব শিবিরে—একি—একি—এ কে—এ কে ! জৌলস—জৌলস—

জৌলস । মা—মা—চল—পালিয়ে যাই চল—এ সেই সযতানী—

রক্ষণা । বটেরে বাঁদির বাচ্চা—(জৌলসের গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত)

জৌলস । (কাঁদিয়া) উছ—ছ—মা—মা—

(ছুটিয়া স্তাতিরার নিকটে গমন)

স্তাতিবা । (জৌলসকে বাহুপাশে বেঁধেন করিয়া) বাবা আমার—
বাবা আমার—

মা সৈ ছ । আহা—হা—হা ।

১ম মা সৈ । বেগম সাহেবা ! ক্ষুদ্র বালককে কি এমনি ক'রে—

রক্ষণা । তোমাদের কি ? যাও—তোমরা এখান থেকে ! বটে ? এত স্পর্ধা ? গোলামকি গোলাম ! আমার কাজের ওপোর কথা ? তোমাদের আমি এক কপর্দকও পুরস্কার দোবো না !

১ম মা সৈ । চাই না বেগম সাহেবা ! পুরস্কার আমরা চাই না ! এমন ছুধের বালকের চক্ষের উপর এই মর্মান্তিক নির্যাতন দেখে—
আপনার কাছে এর জন্তে আবার পুরস্কার চাইতে হাত পাতলে—সে হাত আমাদের থ'সে প'ড়বে !

২য় মা সৈ। আর পুরস্কারের দাবীও আমরা কেউ ক'র্ত্তে পারি না !
কাবণ,—যথার্থই এঁরা স্বেচ্ছায় ধরা দিতেছেন,—আমরা মিথ্যা কথা
ব'লে আপনার কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছিলেম।

বঙ্গনা। এখনও তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে বাজে কথা কইছ ?
যাও - এখুনি এখান থেকে চ'লে যাও।

[সৈন্তগণের প্রস্থান।

বঙ্গনা। কি ? পারস্তের সাম্রাজ্ঞি ! দারার ধর্মপত্নি ! ত্রায়তঃ
দম্যতঃ, সমগ্র পারস্তবাজ্যের স্বত্বাধিকারিণি ! কি ? এখন ভয়ে
মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে ? ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে যে ? জড়সড় হ'য়ে
এক কোণে চুপ ক'বে দাঁড়িয়ে আছে যে ? সে তেজ কোথায়—সে
দপ গর্ষ অহঙ্কার নান মর্যাদা,—সে নম্রাট-স্বামী, সে বিশাল পারস্ত
সাম্রাজ্য গেল কোথায় ? এখন কি হয় ? সে দিনের কথা মনে
প'ড়ে কি ? আজ তা'র প্রতিশোধ কি রকম ক'রে নোবো বুঝতে
পাচ্ছ কি ? বাদির বাদি—স্তাতিরা !

স্তাতিবা। রাফসি ! শয়তানি ! পিশাচিনি ! কি ভয় তুই আমাকে
দেখাচ্ছি ? কি তুই আমার ক'র্ত্তে পারিস ? না হয় হত্যা ক'র্কি !
এই তো ? তা কর—এখুনি আমায় হত্যা কর ! খোঁদা যদি আমার
নসীবে তোর হাতে মৃত্যু লিখে থাকেন,—কেউ তা' থগুন ক'র্ত্তে
পারেন না ! তবে তোর ছুঁটা পায়ে ধ'রে এই ভিক্ষাটুকু চাইছি (ছুটিয়া
গিয়া রক্ষণার পদধারণ) আমাকে হত্যা করবার পূর্বে এ বালকের অঙ্গ
স্পর্শ করিস্নে !

রক্ষণা। বাদি ! তোকে প্রথম ভিক্ষা—এই পদাঘাত !

(স্তাতিরাকে পদাঘাত)

জৌলস । কি রাক্ষসি ! তুই আমার মাকে পদাঘাত করিস্ ?
 উঃ—এত অপমান ? মা—মা—তুমি কেঁদোনা, তুমি একটু স্থির হ'য়ে
 দাঁড়াও,—আমি যেখান থেকে পারি একখানা তরোয়াল ভিক্ষে ক'রে
 এনে এই কুক্করীর মাথাটা এখুনি কেটে ফেলছি !

স্তাতিরা । জৌলস—জৌলস—কোথা বাস্ বাবা—কোথা বাস্ !

রক্ষণা । হতভাগ্য বালক ! আগে তোব পিঠের চামড়াখানা দিয়ে
 যা,—তারপর তবোয়াল আনতে বাস্ (বেজ লইয়া জৌলসকে প্রহার
 করিতে চেষ্টা ; স্তাতিরার জৌলসকে নিজদেহ দ্বারা রক্ষা কবণ এবং
 প্রত্যেক বেজাঘাত নিজ দেহের উপর গ্রহণ)

স্তাতিরা । মার্—মার্—সয়তানি—তোর যত শক্তি আছে—আমাব
 ওপোর প্রয়োগ কব ! কিন্তু দোহাই—বাগকে মারিস্নি,—জগতে
 কোমলপ্রাণা—পুলবৎসলা রমণীর নামে কলঙ্ক দিস্নি !

(বেজাঘাতে জর্জরিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন)

রক্ষণা । পালাস্ কেন বাদি ? এত যদি তোর কড়া জ্ঞান্—তবে
 প্রাণভয়ে চাদিকে ছুট্ছিষ্ কেন ? (স্তাতিবাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন)

(ইত্যবসরে আলেকজান্দারের অকস্মাৎ তথায় আগমন এবং স্তাতিবাবকে

রক্ষণার সম্মুখ হইতে অন্তরাল করিয়া দণ্ডায়মান)

রক্ষণা । (উন্নতভাবে স্তাতিবাবকে আলেকজান্দারকে বেজাঘাত
 করিতে করিতে) হ্যা—এই রকম স্থির হ'য়ে দাঁড়াও দিকি—তবে তো
 বুঝ্বে বীরঙ্গনা ! নইলে,—(আলেকজান্দারকে চিনিতে পারিয়া)
 এ্যা—একি ?—সম্রাট ?

আলেক । হ্যা—আমি ! থাম্লে কেন স্নন্দরি—বেজাঘাত কর !
 আগুনের শেষ আর রাগের শেষ না রাখাই মঙ্গল !

জৌলস । কে গা আপনি ? আপনিই কি সম্রাট সেকেন্দার শাহ ?

ওয় অঙ্ক !

সেকেন্দার শাহ ।

[ওয় গভীর্ক ।

হ্যা—নিশ্চয়ই আপনি তিনি ! সম্রাট ! সম্রাট ! ঐ জ্বীলোকটা আমার
হুংখিনী মাকে বড্ড বেত মেরেছে ! এমন মেরেছে—যে মা আমার এখনও
কাঁপছে ! দেখলেন তো—আপনার গায়েও হু—একঘা লেগেছে ! কত
যাতনা বুঝতে পাচ্ছেন তো ?

আলেক । হ্যা বংস—পাচ্ছি ! (সম্রাটের রোদন)

জৌলস । আপনারও বুঝি বড্ড লেগেছে সম্রাট—তাই আপনি
কাঁদছেন ?

আলেক । তোমার মা'র মতন আমার অঙ্গে আঘাত লাগেনি বালক,
—বড্ড আঘাত লেগেছে আমার এই পাষণ বৃকে—আমার এই নিশ্চম
অন্তঃকরণটাব ভেতব ! (বক্ষণার প্রতি) ক'বেছ কি সুন্দরি ? ছিঃ—
এমন কাজও করে ?

বক্ষণা । সম্রাট ! এই তোমার আমার প্রতি ভালবাসা ? তুমি
আমার সম্মুখে শত্রুবর্মণকে এত স্মায়ামতা দেখাচ্ছ—এত সম্মান
আদব বহু ক'চ্ছ ? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—পুরুষজাতি মাত্রেই এমনি অসাব
বটে ! ষিক্ তা'দের প্রেম—সোহাগ—ভালবাসায় !

আলেক । সুন্দরি ! তুমি আমার প্রণয়িনী—প্রেমের পাত্রী—
আমার পার্থিব সুখসম্ভোগ বিলাস-উপভোগের সামগ্রী ! তোমায় ভাল-
বেসে হৃদয়-আসনে স্থান দিযেছি—তোমাব সঙ্গে ক'র' তুলনা ? তুমি
অগ্রায় অভিমান ক'চ্ছ কেন ? তোমার সৌন্দর্য্যে আমি আত্মহারা হ'য়ে
—তোমার কাছে বিক্রীত হ'য়ে আছি—তা তো প্রথম দিন হ'তেই
জানতে পেরেছ !

বক্ষণা । কি জানি—পুরুষের মনের কথা তো কিছু বলা যায় না !
নিত্য নূতনে প্রয়াস ! হু'দিনে আমি পুরাতন হ'য়ে গেছি—তাই সম্মুখে
আর একটা নূতন দেখে—

আলেক । শুধু নতুন নয়,—তার ওপোর পারশ্বের সম্রাজ্ঞী,—তায় আবার আমারই জন্ত হৃৎসর্বস্বা—লাজিতা—শত্রুপদদলিতা, তোমার মত সুন্দরীর বহুহস্তের বেত্রাঘাতে জর্জরিতা—এমন অনাথিনী দুঃখিনীকে দেখে—আলেকজান্দারের স্বভাবজাত মাতৃভক্তিভাবটা আজ হঠাৎ হৃদয়ে জেগে উঠল! (স্তাতিরাব সম্মুখে জাহ্নু পাতিয়া) মা—মা—জননি! সন্তানকে শত্রু জ্ঞান ক'রে অবজ্ঞা কোরোনা! সুন্দরীর অগ্নায় আঁচরণের জন্ত আমি তোমাব পদে ধ'রে মার্জনা চাইছি!

[রক্ষণার ক্রোধভাবে নির্বাক হইয়া প্রস্থান ।

স্তাতিরা । সম্রাট! তুমি এত মহৎ না হ'লে—এই বয়সে বিশ্ব বিজয়ী হ'বে কেন? সম্রাট! আমার প্রাণে আর কোন দুঃখ নাই। আমি রাজ্য ঐশ্ব্য—মান সম্মান কিছুই চাই না, কেবল কৃপা ক'বে আমার পতিপুত্রের প্রাণ তিক্ত দাও—এই মাত্র প্রার্থনা।

আলেক । তোমার পুত্র,—এই আমার কনিষ্ঠ সহোদর মা! অ'র ভাই—একবার আমার কোলে আয়,—আমরা দুই ভায়ে একত্র হ'ইয়া মাব স্নমুখে দাঁড়ালে—মার প্রাণে আর কোন ব্যথা থাকবে না!

(জৌলসকে ক্রোড়ে ধারণ)

জৌলস । ভাই—ভাই! তুমি এত লড়াই জিতেছ—তবু তোমার মেজাজ এত নরম?

আলেক । মার কাছে—ভায়েব কাছে যে মেজাজ গরম করে—সে তো হিংস্র পশুর অধম ভাই! এস মা—আমি নিজে তোমার স্বামীব সন্ধান ক'রে দিচ্ছি!

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক



আববেলা—গোবস্থানেব এক প্রান্ত ।

আহতা দিয়ানাকে এইয়া কালিস্থানিব প্রবেশ ।

কালি । ন—এইথেনে একটু বোস । এখানে লোকজন, সৈন্ত-
সামন্ত কেউ ভুলেও আস্ছে না—সে ভয় কবিস্নে । আবও জল থাম্
তা বা,—তাকে যেত তবো না, আমি ঐ নদীটা থেকে এনে
ন'চ্ছ ।

দিয়ানা । এ কোথায় এন্ম ? এ কোন্ জায়গা ?

কালি । জায়গা ভাল । তবে জাহাঙ্গির বড় কেউ এখানে আস্তে
য না । এটা ঠ'ল শোবাব ঘর ।

দিয়ানা । শোবাব ঘর ?

কালি । হ্যা হ্যা—এইখানেই তো মানুষ নিশ্চিত হ'য়ে শোয় বে
গ'লি ! এমন শোয়া শোয় যে কা'বও বাবাব সাধা নেই সে ঘুম
ভাঙ্গায় । বুঝ্তে পারিনি ?

দিয়ানা । ওঃ—বুঝি—এটা গোবস্থান ।

কালি । তোমার গোরস্থান কিন্তু ঐ পথেই হয়েছিল । ভাগ্যে
আমি ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলুম,—তাই কোন বকমে জলটল দিয়ে ফেব চাঙ্গা
ক'রে তুল্লুম ।

দিয়ানা । তোমায় যেন পরিচিত ব'লে মনে হ'চ্ছে ! তুমি কে ?

কালি । নাঃ—আর একটু জল আন্তে হ'ল । এখনও মাথাটা
তোর ঠিক হয় নি ! (প্রস্থানোত্তত)

দিয়ানা । না—না—যেওনা—আর জল চাই না । আমি তোমায় চিন্তে পেরেছি । তুমি আমার শত্রু !

কালি । শত্রু বইকি—তা নইলে মড়ার গাঁদির ভেতোর থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলে গোরস্থানে এনে ফেলেছি ?

দিয়ানা । কেন বাঁচালে ? কেন আমাকে যত্ন ক'ল্লে—সেবা-শুশ্রূষা ক'ল্লে ? আমি তো তোমাঘ বলিনি ! শত্রুর কাছে আমি দযাব প্রত্যাশী নই ।

কালি । নাঃ—সত্যিই আর এক অ'জ্ঞা জল আনতে হ'ল ।

দিয়ানা । আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি আমাকে সম্রাটের কাছে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাবার মতলবে আছ । কিন্তু—তা' ভুলেও মনে কোরোনা । আমি আহতা হয়েছি বটে—কিন্তু এখনও মরিনি !

কালি । বলি হাবে দিয়ানা—বলি তোর চিরকালটাই কি এক ভাবে যাবে ? আমাকেও তুই “শত্রু শত্রু” ব'লে গাল দিচ্চিস্ ? এতটুকু-খানি ফুটফুটে হাম্‌দা হোম্‌দা মেয়েটা,—কত কোলে পিঠে উঠ'তিস্, দেখতে দেখতে বড় হ'য়ে দিক্‌খাড়াঙ্গা হ'য়ে উঠ'লি, লেখাপড়া শিখ'লি—লড়াই করা শিখ'লি—লম্বাচওড়া কথাবার্তা কইতে শিখ'লি ! আহা—সেই তুই দিয়ানা ! এক সঙ্গে কত কাল এক গুণকব বাড়ীতে কত আনন্দে কাটালুম ! এ দিকে অত লোকের কাছে যেমনই গোঁয়ারতুমি করিস্,—ববাবর আমাকে কিন্তু নিজের ভাইয়ের মত দেখ'তিস্—আমিও তোকে মার পেটের বোনের মতন দেখ'তুম, এখনও দেখ'ছি ! আর আজ এতকাল পরে সেই তুই,—তোর সঙ্গে দেখাশোনা হ'ল,—তোকে দেখে আমার কত আনন্দ হ'ল, তোকে বাঁচিয়ে তুলে এনে বুকখানা আমার দশ হাত হ'য়ে উঠ'ল,—আর তুই আমাকে কিনা এম্নি অপমান ক'চ্চিস্ ?

দিয়ানা । তুমি হঠাৎ এখানে কোথা থেকে এলে ? কেমন ক'বেই বা আমাব সন্ধান পেলে ? তোমাব উদ্দেশ্য কি ?

কালি । ওঃ—এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ক'বে ফেলি ! আচ্ছা—আমিও একে একে জবাব দিচ্ছি । ঠাণ্ডা হ'য়ে শোন বোঝ—বিচার কব । তুই তো তোর বাপেব সঙ্গে ঝগড়া ক'বে চ'লে গেলি । তাবপব সমাট আলেকজান্দারও যুদ্ধ ক'র্ত্তে বেবিয়ে পোডলো—গুরুদেব আবিস্ততল অথাৎ তোব বাবাসাহেবও কেমন পাগ লাটে মেবে গেল, এই সব নানা বকম কাবণে আমাবও মেজাজটা কেমন খিচ্ড়ে গেল ! আমি আর কি কবি, —মনটা কেমন যেন হু-হু ক'র্ত্তে লাগলো,—আমিও দেশ বেড়াতে বেবিয়ে পডলুম । অনেক দিন থেকে আমাব ভাবত ভ্রমণ কর্কাব ইচ্ছা ছিল । সেই ঝোঁকেব মাথাগ একেবাবে পবিত্রাজক সঙ্গে নানাদেশ ঘূবে দিবে শেষ ভাব ৩বর্ষটা বেড়িয়ে যবে যিবে যাচ্ছি লুম,—এমন সময় এই আরবেলা নগবে, একটা পথেব পাবে কতকগুলো মবাসৈনিকেব পাশে তুইও পোঁগে মবা হ'য়ে পড়ে আছিদ্ দেখতে পেলুম । কি ববি ? সংসাবধর্ম ছাডলেও মাযাটা তো এখনও ছাডতে পাবিনি ! তাই জলটল দিয়ে তোকে বাচিয়ে তুল্পুম ! এখন উদ্দেশ্য—তোকে বাড়ী ফিবিয়ে নিয়ে ছই ভাইবোনে নিঝঙ্কাটে বসবাস ক'ব । আমাব তো সব শুন্লে, তোমাব ব্যক্তবাটা কি—এইবাব তুমি আওডে যাও ।

দিয়ানা । আমি তোমাদেব সম্রাটকর্ত্তক বাজ্য থেকে নির্কাসিত হয়ে—পাবন্তসম্রাটেব দলে এসে মিশেছিলুম—

কালি । এঁগা—সে কি ? সম্রাট তোকে নির্কাসিত ক'বেছিল ? কেন ?

দিয়ানা । আমি তাঁর পিতৃহত্যার বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম—এই জন্ত ।

কালি । আ সর্কানাশ ! তা'র পর ?

দিয়ানা । তা'র পর—আলেকজান্দার পারশুবিজয় ক'র্তে আস্ছেন শুনে, তাড়াতাড়ি এসে সম্রাট দারার পক্ষ অবলম্বন ক'ল্লেন !

কালি । হাঁ হাঁ—তা তো ক'র্বেই ! প্রেম জিনিষটা কি সোজা ব্যাপার ? প্রেমে পড়া আর ঘেও কুকুবে কামড়ানো একই জিনিষ ! প্রেমে প'ড়লে মাথাটা ঐ রকমই খারাপ হ'য়ে যায় । উঃ—এত কাণ্ডের পর—এখনও তুই সম্রাটকে এত ভালবাস্ছিছিস্ ? তোর প্রেম তো বড় সিধে প্রেম নয় একেবারে সেই বঙ্গদেশের কাঁটালেব আঠা !

দিয়ানা । কি ? মি পাগলের মত ব'ক্ছ ? প্রেম কি আবার ? আগে আমি সম্রাটকে খুব—খুব ভালবাস্তুম বটে,—কিন্তু যে দিন থেকে তিনি আমায় নির্বাসিত ক'রেছেন—সেই দিন থেকে আমার প্রাণেব ভালবাসা কোথায় চ'লে গেছে ! এখন জগতের মধ্যে আমিই আলেকজান্দারের প্রধান শত্রু ! এখন আমার উদ্দেশ্য,—কোন উপায়ে নিজহস্তে আলেকজান্দারের রক্তদর্শন করা—তা'র প্রাণবধ করা ! তাই দারার পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ ক'র্তে নেমেছি !

কালি । হ্যা—হ্যা—বুঝিছি—বুঝিছি ! প্রেম-পীরিত নিজে কখনো করিনি বটে,—কেতাবে তো এ রকম ব্যাপার অনেক পড়েছি, লোকটা-জন্টার কাছেও শুনেছি ! ওরে কম্বন্ধি ! আমার কাছে লুকোচ্ছিস্ কেন ? যুদ্ধক্ষেত্রে এসে লড়াই ক'র্তে নেমেছিস্ কি আলেকজান্দারের প্রাণ নিতে ?

দিয়ানা । তবে কি ক'র্তে ?

কালি । মাসিদনে সে সময় গাঙগোলে যেটুকু প্রাণ দেবার তোর বাকি ছিল, সেইটুকু হৃদে-আসলে আলেকজান্দারকে ধ'রে দিতে ! হ্যা দেখ্ পাগলি—আমি ভাই—তুই বোন ! একত্রে হু'জনে বহুকাল বাস

ক'রে তুইও আমাকে চিনিম্—আমিও তোকে ঠিক চিনি ! আমার কাছে ঢাকিস্‌নিরে ঢাকিস্‌নি ! শত্রুতা কর্বি কি ? এ যে প্রেম—বড় বিদিকিচ্ছি নেশা ! যত শত্রুতা ক'র্ব মনে ক'চ্ছিম্—চোখের আড়াল থেকে তা'র ওপোর রাগ বাড়াবার যত চেষ্টা ক'চ্ছিম্, ততই মিত্রতাব পাকে পাকে জড়িয়ে যাচ্ছিম্, ততই তা'র ওপোব অমুরাগ বেড়ে যাচ্ছে !

দিয়ানা । মিথ্যে কথা ! তুমি মূর্খ—

কালি । আচ্ছা—বা বলিস্‌ তাই ! এখন চল—আমার সঙ্গে দেশে ফিরে চল ! বলি—মোদা কথাটা তো এই—তা'কে পাস্‌ না পাস্—একবার ক'রে চোখের দেখাটা দিনান্তে দেখ'বি ? আচ্ছা—সে ব্যবস্থা আমি ক'র্ব এখন !

দিয়ানা । ছেলেমানুষি কোরোনা—কোথা যাচ্ছ যাও ! আমি চলুম ।

কালি । কোথা যাবি ?

দিয়ানা । ব'লতে পারিনি । যেখানে ড'চকু যায় । একবার কেবল সন্ধান নোবো—সম্রাট দারার কি হ'ল ! অনেক চেষ্টা ক'রেছিলুম তাঁ'কে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে,—কিন্তু ইষ্ঠাৎ নিজে যুদ্ধ ক'র্তে ক'র্তে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে—সব দিক নষ্ট হ'ল । তবু হ'চার জন সৈন্য বারা সম্রাটকে বন্দী ক'র্তে এসেছিল—তাদের বধ কবে—সম্রাটকে পালাবার সুযোগ ক'রে দিইছিলুম । দেখি একবার খুঁজে—যদি আর কোন সন্ধান ক'র্তে পারি !

কালি । তাই চল—তুই ভাইবোনে খুঁজিগে—

দিয়ানা । না—তুমি আমার সঙ্গে বেতে পাবেনা । তুমি মাসিদিন-বাসী—তুমি সম্রাট আলেকজান্দারের লোক,—তোমার সঙ্গে আমিই বা বাব কেন ?

কালি । তোকেই বা আমি এ অবস্থায় ছেড়ে দোবো কেন ?

দিয়ানা । (কটীদেশ হইতে ছুরি বাহির করিয়া) তবে আমার এই শবদেহটা নিয়ে গোরস্থানে থাক !

কালি । বাস্ ! ঐ পর্য্যন্ত । যাও—আব দস্তখুটও কচ্ছিনা !

[দিয়ানাব প্রস্থান ।

কালি । পোডাকপালীব মরণ-ছিটকিটিনি ধ'বেছে ! কিঙ্ক—উঃ—
আবাগের বেটীব পীরিতটা কি সাংঘাতিক ! কথায় বলে—“ভালবেসে
পাগলিনী !” এ সর্ব্বনাশী একেবাবে কালনাগিনী হ'য়েছে ! ওবে
মেয়েমাহুৰ জাত ! কালিস্থানি তোদের ধবা-ছোঁষা দেয়না—তোদের
দেখলে—তোদের কথা মনে ভাবলে শিঁউবে ওঠে—সেকি আব কম
হুঃখে ? তোদের যাবা চিন্তে পেবেছে—তারা এই সব জায়গায় মাটি
চাপা আছে !

(পারসীক সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈ । আমি ব'লছি—সে বেটা এইখানেই কোথায় লুকিয়েছে—

২য় সৈ । আরে না—না—এ গোরস্থানে এসে কেউ লুকোয় ?
তুই বলিস্ কি ?

১ম সৈ । আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুঁজে দেখি আয়না ! ওরে—ওরে—এই
জাখু—কে এক ব্যাটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে ! এ নিশ্চয়ই সেই বেটার
লোক ! (কালিস্থানির নিকটে গিয়া) এই—কে তুমি ?

কালি । তোমাব পিতেমহীর মাস্তুতো খসম !

২য় সৈ । ঠিক হ'য়েছে ! এই ব্যাটা তা'রই লোক । পোষাক দেখছিস্
না,—পারস্তের লোক নয়—

১ম সৈ । তাইতো ব'লছি ! বলি—সে ছুঁড়ীটাকে কোথায় লুকোলে ?
১২২]

কালি। আমার এই কসের দাঁতে রেখেছি বাবা ! বেশী পীড়াপীড়ি কর—এখুনি চেপে একটা ঢোক গিলবো—ছুঁড়ী একেবারে ভুঁড়ীর মধ্যে চ'লে যাবে।

২য় সৈ। চালাকি ক'র্ত্তে হবেনা—কোথায় আছে বার ক'রে দাও ব'লছি !

কালি। কেন বাবা জুলুম ক'চ্ছ ? সত্যি কথা শোন—তাকে অনেকক্ষণ হজম ক'রে ফেলেছি !

১ম সৈ। তুমি কে ? এখানে কি ক'চ্ছিলে ?

কালি। পরিচয় তো পেয়েছ বাবা—তোমাদেরই আপনার লোক ! তোমার পিতেমহীকে কবরজাত ক'রে—এখন তোমার চাচীকে নিকে কবরার জগে এইখানে অপেক্ষা ক'চ্ছি !

২য় সৈ। আচ্ছা—সে ছুঁড়ীর কথা না বল,—সম্রাট দারা কোথায় জান ?

কালি। ইয়া—জানি—এইতো এতক্ষণ তাঁ'র সঙ্গে কথা কইছিলুম !

১ম সৈ। বল কি ? কোথায়—কোথায় ? দেখিয়ে দাও দিকি—তোমাকে অনেক টাকা বখ্শিস্ দোবো।

২য় সৈ। শুধু বখ্শিস্ ? সম্রাট সেকেন্দার শাহ কাছে অনেক খাতির পাবে !

কালি। বটে ? খাতির পাব ? বখ্শিস্ পাব ? আর তোমাদের নানীকে ? তাকে চাই যে বাবা !

১ম সৈ। আ মর—আমাদের বুড়ী নানীর ওপোর তোর টাঁক কেন ?

কালি। প্রেমের কথা কিছু বলা যায়না ! তা'—এতে রাজী হও—তা'হ'লে এখুনি ব'লে দিচ্ছি—সম্রাট দারা কোথায় লুকিয়ে আছেন !

২য় সৈ । আচ্ছা—তোর পায়ে পড়ি—না—তোর কাজের পায়ে
পড়ি ! নানী—নানীই মই ! এখন শিগ্গির বল—দারা কোথায় ?

কালি । এই দিকে এস । (সৈনিকদ্বয়ের নিকটে আগমন) ঐ
যে দেখুছ—

উভয়ে । (নেপথ্যে চাহিয়া) কৈ—

কালি । আরে—ঐ যে—সেই ওখানে—

(জোবে ছ'জনের মাথা ঠোকাঠুকি কবিয়া দিয়া বেগে পলায়ন)

উভয়ে । উহ—হ—হ—শালা মাথা ঘুবিয়ে দিয়ে গেছে বে—ব্
ধ্ব শালাকে—আজ কেটেই ফেঁদেবো (পশ্চাৎদ্রাবন)

(জনৈক দরবেশের প্রবেশ)

গীত ।

এই দুনিয়াব শেষ এখানে ।

কল্পপথ ঘুরে—শ্রান্ত নারী-নরে,—

(হেথা) লভে বিরাম অনন্তশয়নে ॥

চন্দ্র ভিক্ষাখুলি সাজা শিরতাজ,

ধনী কি নির্ধনী—রাজা অধিরাজ,

ভুলি মান—ভয়—গৌরব—সমাজ,

ধূলামাঝে মিশে রহে একস্থানে ॥

[প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক



আরবেলা—প্রাস্তব ।

ইসমানি, পিন্দাব ও দাবার প্রবেশ ।

তস্ । কি হ'ল পিন্দাব ? ও দিকটা দেখে এলে ?

পিন্দাব । দেখে এলুম । যাবাব পথ কোন দিকেই নেই । চাবি-
ন'কে শত্রু বেবে দাড়িয়ে আছে ।

দাবা । (ভীত ও কম্পিতভাবে) তা'হ'লে—তা'হ'লে—কোথায়—
কোথায়—কারও বাড়ীতে—কি কুটীবে আশ্রয় পাওয়া যাবে না ?

ইস্ । দেখলেন তো সমাট—সেকেন্দার শাহেব ভয়ে কেউ আপ-
ন'কে আশ্রয় দিতেও চাইলে না ।

দাবা । কোথাও যেতে পার না—কোথাও আশ্রয় পাব না ?
তা'হ'লে—তা'হ'লে—ইসমানি—পিন্দাব ! আমার—আমার—কি হবে ?

পিন্দার । কি হবে ? সমাট ! হ'তে আর কি কিছু বাকী আছে ?
গগন নদীবাব উপর নির্ভর ক'রে গোদার দয়ার ওপোর নির্ভর ক'রে—
এই উন্নত প্রাস্তরে ব'সে থাকুন । আব—কি হবে ব'লে ভাববেন না !

দাবা । তা'র চেয়ে একবার যাওনা—সেকেন্দার শাহের কাছে
গিয়ে বলনা,—সে যত টাকা চায় দিচ্ছি,—ইউফ্রেটিস্ নদী থেকে গ্রীক-
সাগর পর্যন্ত সমস্ত স্থান দিচ্ছি,—যুদ্ধ বন্ধ করুক,—আমাকে ছেড়ে
দিচ্,—আমার স্ত্রী-পুত্রদের ফিরিয়ে দিচ্,—আমার বাকী রাজ্যটুকু আমি
নিয়ে থাকি । যাওনা—পিন্দার—যাওনা ইসমানি—

পিন্দার । মার্জ্জনা ক'র্ত্তে আজ্ঞা হয় জনাব—এ প্রস্তাব আমরা শত্রুর কাছে গিয়ে—হীনতা স্বীকার ক'বে ক'র্ত্তে পারব না ! ইচ্ছা হয়—আপনি নিজে গিয়ে তাই ক'র্ত্তে পারেন ।

ইস্ । আর এ সময়ে এ প্রস্তাব করায় তো কোন ফল হবেনা সম্রাট ! সেকেন্দার-শাহ সমস্ত পারশুরাজ্যটা জয় ক'রে ফেলেছে,—পারশুর রাজ-ভাণ্ডার তা'র হস্তগত, রাজধানী তরুইজাম্‌সেদ তা'র ইচ্ছায় ভগ্নস্তূপে পরিণত,—সে এখন পারশুর সম্রাট ! আপনাব এ সামান্য প্রস্তাবে—আপনাকে রাজ্য প্রত্যাৰ্পণ ক'ৰ্বে কেন সম্রাট ?

দারা । করুক না করুক—তবু একবার প্রস্তাবটা ক'বেই দেখনা, একবার কাকুতি-মিনতি ক'বেই দেখনা,—একবার আমার অবস্থাব কথাটা তা'কে বলই না ! হয় তো তা'ব মতি ফিবে যেতে পাবে,—আমাকে দয়া ক'বে হয়তো—

ইস্ । আর বলবেন না জাঁহাপনা—আপনাব মুখে এসব কথা আর শুন্তে পাবিনি ! পিন্দারের মত এ কার্যো আমাকেও সম্পূর্ণ অক্ষম জানবেন ।

দারা । তোমরা যদি আমার একটা কথাও না শুন্বে,—একটা কাজও যদি তোমাদের দ্বারা না হবে, তা'হ'লে তোমরা ছ'জন আমাব কাছে র'য়েছ কেন ? তোমাদের প্রাণেও তো ভয় হ'য়েছে—

পিন্দার । কিছুমাত্র নয় জনাব—প্রাণের ভয় কিছুমাত্র নয় ! আমরা এ যুগিত প্রাণ অনেকক্ষণ রণক্ষেত্রে বিসর্জন দিতেম,—কেবল এখনও রেখেছি—আপনার জন্ত,—আপনার মুখচেয়ে,—আপনাকে শেষ পর্য্যন্ত শত্রুহস্ত থেকে যদি কোন রকমে রক্ষা ক'র্ত্তে পারি,—সেই আশায় । যতক্ষণ সেই বিদেশিনী বীররমণী আপনাকে রক্ষা ক'চ্ছিলেন—ততক্ষণ আমরা যুদ্ধ ক'রে প্রাণ বিসর্জন করবার চেষ্টায় ছিলাম ! কিন্তু—সে
১২৬]

অভাগিনী অকস্মাৎ ঘোড়া থেকে প'ড়ে শত্রুহস্তে নিহত হ'লে—আপনাকে নিরাপদ করবার জন্ত - আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে এখানে আপনাকে নিয়ে কাপুরুষত্বের পবিচয় দিচ্ছি !

দাবা । হায় - হায় কি হ'ল - কি হ'ল ! এমন হবে - তা'তো স্বপ্নেও ভাবিনি ! আমার এত সৈন্ত - আমার রাজ্যে এত প্রজা, - আমার এত কর্মচারী - কেউ আমার মুখ চাইলে না ? কেউ এ বিপদে আমার বাজ্যবক্ষা ক'র্ন্তে পালেনা ? সকলে অগ্নানবদনে বিদেশীর সঙ্গে যোগদান ক'ল্লে ? এমন বিশ্বাসঘাতকতা ক'ল্লে ?

ইস্ । সমস্ত দোষটা প্রজাব ওপোব দিচ্ছেন কেন সম্রাট ? বিপদে বখার্বই কেউ আপনার মুখ চাইলে না - এ কথা অস্বীকার করিনা ! কিন্তু সম্পদে তো আপনি কা'রও মুখ চান্নি জনাব ! প্রজাবর্গ নানা একমে হৃদ্যাগ্রস্ত হ'ছিল, অগ্নাভাবে সকলে মৃতপ্রায় হ'য়ে প'ড়েছিল - বলবান হুর্লেব উপব অত্যাচাব ক'ছিল ; - সম্রাট হ'য়ে কখনো প্রজাব হুঃখে আপনি কর্ণপাত করেননি, কখনো ভুলেও তা'দের হুঃখের প্রতিকাব ক'র্ন্ত বলে আশ্বাস দেননি ! কেবল নিজের সুখে - নিজেব ভোগ-বিলাস নিয়ে উন্নত হ'য়েছিলেন ! রাজ্য-শাসনেব ভার একদল হীন স্বার্থপব বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীব ওপোর দিয়ে রেখেছিলেন, - যা'দের উপরওয়াল হ'ল সেই নারকী কুকুব বিশা খা ! প্রজারা গতরে খেটে আধপেটা খেতে পেতোনা, - এর ওপোর অযথা করবৃদ্ধি, - সৈন্তরা যথাসময়ে বেতন পেতোনা - কাজেই তা'রা নিরীহ প্রজাদের লুণ্ঠপাঠ ক'বে নিত ! সে অপরাধের কোন বিচারও হ'তনা ! কারণ - তা'রা সৈন্তদল ! সূতরাং - জা'হাপনা ! এই সমস্ত কারণে প্রজাদের মনে যে দারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জলিত ছিল, সম্রাটের এই হুর্দ্দিনে সে বহ্নি ভীষণ আকারে চারিধারে ব্যাপ্ত হ'য়ে সাম্রাজ্য ছারখার ক'রে দিলে !

দারা । ঐ—ঐ—ঐ—কা'রা আসছে । কি হবে ইস্‌মানি—কি হবে পিন্দার ?

পিন্দার । কিছু ভয় নেই সম্রাট—আমবা জীবিত থাকতে কেউ আপনাব অঙ্গস্পর্শ ক'র্ত্তে পার্কে না ।

(কয়েকজন মাসিদন সৈন্তের প্রবেশ)

সৈ-গণ । এই যে—এই যে সম্রাট— এখানে পালিয়ে এসেছে—

ইস্ ও পিন্দাব । সম্রাট একা নেই আমবাও আছি ।

(সৈন্তগণের সহিত উভয়ে বদ্ধ—তুই-চাবিজন সৈন্তের পতন এবং অবশিষ্টের ইস্‌মানি ও পিন্দাবের সহিত বদ্ধ কবিত্তে কবিত্তে প্রস্থান)

দাবা । (জাহ্নু পাতিয়া)—খোদা—খোদা— কখনো তোমায় ডাকিনি—আজ ডাকছি—আমায় বন্ধা কব—আমায় বন্ধা কব—

(বিশা গাঁব তরবাবিহস্তে প্রবেশ)

বিশা । এই যে খোদা একেবাবে জন্মেব মতন রক্ষা ক'চ্ছেন—

(দাবাকে তরবাবি আঘাত)

দারা । মেবোনা—মেবোনা—এগনও আমি ঝাঁচতে পার্ক—আব মেবোনা—খাঁ সাহেব—তোমাকে আমি কত ভালবাস্তুম খাঁ সাহেব—

বিশা । তোমায় না মারে আমি যে তোমাব সিংহাসনে বসতে পার্কনা—(পুনঃপুনঃ তরবাবি আঘাত)

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা । (বিশা গাঁব তরবাবি ধরিয়া) কি ক'চ্ছেন—কি ক'চ্ছেন খাঁ সাহেব—

দারা । ওঃ—(পতন ও মৃত্যু)

বিশা । যাক—কার্য্য শেষ ।

হেপা । ক'ল্লেন কি—ক'ল্লেন কি খাঁ সাহেব ? এরূপ পিশাচের
হ্রায় আচরণ আপনাব ? ভয়ান্ত,—নিবাস্রয়—বিপন্ন—শবণাগত
সম্রাটকে একপ পশুব মতন হত্যা ক'ল্লেন ? ছি—ছি—ছি ।

বিশা । খববদাব সাহেব ! মুখ সাম্লে কথা কইবেন—আমার
। খুসী—আমি তাই ক'বেছি,—আপনি বল্‌বাব কে ?

হেপা । অবশ্য ব'ল্‌ব—সহস্রবাব ব'ল্‌ব । আপনি পশু—না—না—
পশুবও অধম—আপনি বিশ্বাসঘাতক—নবহস্তা—আপনি নাবকী, কুকুব !
আপনি অন্নদাতাব সর্বনাশ ক'বেও তৃপ্ত হন নি—আবাব তা'কে হত্যা
ক'ল্লেন । পিতৃহস্তা নবপিণাচ ! সম্রাট যা' বলেন ব'ল্‌বেন,—আমি
আজ স্বহস্তে তোমায় বধ ক'ব্ব ।

বিশা । কে কা'কে বধ কবে দেখা যাক—

(উভয়েব উভয়কে আক্রমণ)

(আলেকজান্দার, স্তাতিবা ও জৌলসেব প্রবেশ)

আলেক । (দাবাকে নিহত দেখিয়া) একি—একি ? হেপাস্তেন—
খাঁ সাহেব ? কে এ কাজ ক'লে ? (সম্রাটের শবদেহ পার্শ্বে উপবেশন)

স্তাতিবা । (দাবাব বক্ষে পড়িয়া) সম্রাট ! পারস্তেব অধিপতি !
স্তাতিবাব জীবনসর্বস্ব ! তোমাব এই পবিণাম ? এত শাস্তি দিয়েও
খোদা তৃপ্ত হ'লেন না ? জৌলস—জৌলস—বাবাবে আমার—আর
আমাদের কিছু বাকী রইল না বাবা !

জৌলস । (কাঁদিয়া) বাবা—বাবা—কে তোমায় এমন ক'রে
মাল্লে বাবা ? ওঠো বাবা—ওঠো—তুমি যে পালকের বিছানা না হ'লে
ওতে পায়না বাবা ! তবে ধুলোতে শুয়ে কেন বাবা ? (আলেকজান্দারের
প্রতি) ভাই—ভাই—না—না—সম্রাট—

আলেক । (কাঁদিয়া জৌলসকে কোলে লইয়া) সম্রাট আমায় বলিস্ নি রে বালক—আমি সম্রাট নই—আমি রাক্ষস—আমি পিশাচ, —এ তো তোর একার পিতৃহত্যা হয়নি—এ যে আমারও পিতৃহত্যা ! মা—মা—যা' হ'য়েছে—আর ফিব্বে না ! আয় মা—তোর স্বামীর শূন্য সিংহাসনে তোর এই বালককে বসিয়ে দিই,—তোর পারশ্ব সাম্রাজ্য আবার তোকে ফিরিয়ে দিই,—তোর জ্যেষ্ঠপুত্রের মত মহাসমারোহে—মহাসম্মানে তোর স্বামীর সৎকার করি,—তার পর হাসিমুখে—তোব আশীর্বাদ আর পদধূলি মস্তকে ধারণ ক'বে পারশ্ব হ'তে বিদায়-গ্রহণ ক'র'ক !

বিশা । সম্রাট—এ রাজ্য তবে কি আবার—

আলেক । চুপ্ কব হাঁ সাহেব ! এ রাজ্য সম্রাটপুত্রকে দোবো না তো কি তোমার মতন বিশ্বাসহীনা কুকুবকে দোবো ?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গভাক্ষ

তক্ষশীলাব বাজবাটীব উত্থান ।

আস্তি ও সদারাম ।

আস্তি । তা'হ'লে তোমাব এতে মত নেই ?

সদা । আজ্ঞে—কিছুতেই না । আপনি একটা এত বড় দেশের বাজা, তক্ষশীলাব বাজাধিবাজ, আপনি মহাবাজ পুরুব চেয়ে যে কিসে বম—তাওতো বুঝতে পাবি না । তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন—কিনা—মেয়ে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে তাঁব বাজ্যে গিয়ে ! কেন ? তিনি এখানে ছেলে নিয়ে এসে বিয়ে দিয়ে যান্ না । ক'নে কবে বিয়ে ক'র্তে ববের বাড়ী যায মহারাজ ? ববই তো বাপ ভাই খুড়ো জ্যাঠা আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে ক'বে ক'নের বাড়ী বিয়ে ক'র্তে উপস্থিত হয় !

আস্তি । কি জ্ঞান মন্ত্রী—ব্যাপারটা তা'হ'লে তোমাকে বলি শোন । আমাদের ক্ষত্রিয়রাজাদের মধ্যে মহারাজ পুরুব বংশগৌরব, সকলের চেয়ে অধিক । ভারতবর্ষেব সকল রাজারাই পঞ্চনদের রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্ত নিতান্ত উৎসুক । তাই ওখানে কস্তার বিবাহ দিতে আমার এত আগ্রহ ।

সদা । তা' সে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই ক'র্কেন । আমি আপনার মন্ত্রী—সুতরাং চিরদিন আপনাকে স্তম্ভগণা দিতে আমি বাধ্য । আপনি মহারাজ পুরুকে যে রকম ভয়ভক্তি সম্মান করেন,—তা'তে লোকে আপনাকে তাঁ'র অধীনে সামান্য একজন করদ রাজা ব'লে মনে করে । এর ওপোর যদি মেয়ে নিয়ে সেখানে বিয়ে দিতে যান,—তা'হ'লে পাঁচ-জনের কাছে আমাদের তো মুখ রাখবার জায়গা থাকবে না ।

আস্তি । বল কি ?

সদা । আর বল কি ! লোকে কথায় বলে—“যাক্ মান থাক্ প্রাণ !” এখন মনে ক'চ্ছেন—মহারাজ পুরুর পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হ'লে—আপনার বংশগৌরব বাড়বে,—কন্যাটিও আপনার খুব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে!—কিন্তু বিবাহ হবাব দিনকতক পরেই বুঝতে পার্কেন—কি ঝক্‌মারি ক'রেছেন ! মেয়েটির গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন !

আস্তি । সে কি ? অরিন্দম তো অর্পণাকে খুব ভালবাসে,—তবে মেয়ে আমার অসুখে থাক্বে কেন ?

সদা । থাক্‌তেই হবে । আপনিই তো ব'লেন—আপনার চেয়ে মহারাজ পুরুর বংশগৌরব অনেক বেশী । তা'হ'লেই বুঝুন,—বড় ঘরোয়ানা ব'লে তাঁ'র মনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট অহঙ্কার আছে । সুতরাং পুত্রবধু হ'লেও—তিনি যে আপনার মেয়েটাকে ছোট ঘরের মেয়ে ব'লে একটু অবজ্ঞার চ'ক্কে দেখবেন,—সেটা কিছুতেই অস্বাভাবিক হ'তে পারেনা । আর তাঁ'র ছেলে—অরিন্দম ? তিনিও তো “বাপ্‌কো বেটা !” মেয়েটা আপনার টুকটুকে দেখে—একটু লোভে প'ড়ে,—কতকটা রূপমোহেও বটে—একটু প্রেম ভালবাসা দেখাচ্ছেন ! তারপর মালা বদল হ'য়ে গেলেই—বাস্—

আস্তি । মালা বদল হ'য়ে গেলে কি হবে ব'ল্ছ ?

সদা । ছ'চারদিন—কি দশদিন বাদে আপনার জামাতার প্রেমটা পূর্বোণে হ'য়ে যাবে,—রূপের মোহটা কেটে যাবে, বংশগত অহঙ্কারটা আপনিই প্রাণেব ভেতোর ঠেলে উঠবে,—কাজেই তখন তিনি বড়-ঘরের ছেলে ব'লে আরও ছ'দশটা ছোট ঘরকে কৃতার্থ কর্বার চেষ্টায় ফিরবেন !
আব আপনার মেয়ে তখন পঞ্চনদেব মহারাজাধিরাজ পুত্র মস্ত বড় রাজবাটীর একটা ছোটখাটো মহলে ব'সে ব'সে আপনার বংশগৌরবের বংশটা আকাশে গিয়ে ঠেকুলো কিনা—তাই দেখবেন আর কি !

আস্তি । ঠিক—ঠিক বলেছ মন্ত্রী ! ছি—ছি—ছি—ভারি অত্যায ক'বেছি তো ! এ সম্বন্ধ স্থির কর্বার পূর্বে—একবার নিজেরও ভেবে দেখা উচিত ছিল, কিম্বা তোমাব সঙ্গে পরামর্শটা ক'ল্লেই হ'ত !

সদা । ছেলে এখানে বিয়ে ক'র্ত্তে এলে মহারাজ পুত্র মানেই বাঘ হ'বে, কিন্তু ছেলে যে এখানে যখন তখন আপনার আইবুড়ো মেয়েটির সঙ্গে প্রেমলাপ ক'র্ত্তে অযাচিত—অনিমন্ত্রিতভাবে আসছেন,—গা'তে বুঝি পঞ্চনদের মহারাজের বংশমর্যাদা নষ্ট হয় না ?

আস্তি । যথেষ্ট হ'য়েছে মন্ত্রী—আর আমায় লজ্জা দিও না ! আমি প্রতিশ্রুত হ'ছি—এর বিহিত আমি নিশ্চয়ই ক'র্ব্ব । আর কিছুতেই তৎক্ষণালীর রাজবংশ-মর্যাদা নষ্ট ক'ছি না !

সদা । সে আপনি বিবেচনা করুন মহারাজ ! আর একটা কথা,—আপনি হয় তো ভাবতে পারেন—মহারাজ পুত্র আপনার অপেক্ষা অর্থবল—সৈন্যবল—লোকবল—অনেক বেশী ! যদি কোন কারণে তাঁ'র সঙ্গে বাদবিসম্বাদ হয়—তা'হ'লে তাঁকে পেরে উঠবেন না ! কেমন—এই তো কথা ?

আস্তি । সেটাও একটা ভাববার কথা নয় কি ?

সদা। আমি ব'লছি—সে জ্ঞাত ভাববেন না! ভগবান এতদিন পরে আপনার প্রতি বোধ হয় মুখ তুলে চেয়েছেন!

আস্তি। কি রকম—কি রকম?

সদা। ব্যস্ত হবেন না মহারাজ—ক্রমে জানতে পারবেন।

(বিশোকের প্রবেশ)

সদা। কি খবর সেনাপতি?

বিশোক। আপনার কথাই সত্য। সম্রাট সেকেন্দার শাহ—
হিন্দুকোষ পর্বত হ'তে অবতরণ ক'রে—সর্বপ্রথম “জয়পুর” নামক স্থানে
শিবির সংস্থাপন করেন।

আস্তি। কে—কে? সেকেন্দার শাহ? তিনি কি ভারতে
এসেছেন নাকি?

সদা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মহারাজ—স্থির হ'য়ে সব শুনুন না। হ্যাঁ—
তা'রপর সেনাপতি! সম্রাটের গতিবিধির কি খবর নিয়ে এলে শুনি।

বিশোক। প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক—পঞ্চাশ হাজার
অশ্বারোহী সৈন্তের অধীশ্বর সম্রাট সেকেন্দার শাহ—যুদ্ধোপযোগী
জবাসস্তার এবং আহাৰ্য্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে “থাইবাব গিরিবদ্” অতিক্রম
ক'রে প্রথমে পুন্ড্রাবতী আক্রমণ করেন।

সদা। তা'রপর তো এক নিঃশ্বাসে সেকেন্দার শাহের পুন্ড্রাবতী
অধিকার এবং সেই সঙ্গে মুর্খ রাজা অস্তীশের ভবলীলার অবসান!

বিশোক। রাজা অস্তীশ আদর্শ বীরপুরুষ,—অথবা তাঁ'কে মুর্খ ব'লে
তাঁ'র অসম্মান ক'রেন না!

আস্তি। ও সমস্ত বাজে কথা রেখে দাও মন্ত্রী! আমার ভয়ে
হাত-পা অবশ হ'য়ে আসছে। বল কি সেনাপতি? সেকেন্দার শাহ
তা'হ'লে সত্যি ভারতে এসে প'ড়ল?

সদা। তা' ঈশ্বরেচ্ছায়—প'ড়লেন বই কি ?

আস্তি। আমাকে এতদিন এ সমস্ত কথা জানাওনি কেন মন্ত্রী ? আমি তা'হ'লে একটা ব্যবস্থা ক'র্তেম,—সকল রাজাদের কাছে গিয়ে—এ বিষয়ে একটা পরামর্শ ক'র্তেম।

সদা। সেই জন্তই তো বলিনি মহারাজ !

আস্তি। এঁা—বল কি ? প্রবল শত্রু আমার রাজ্য জয় ক'র্তে আসছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'য়েছ—আর আমাকেও নিশ্চিন্ত ক'রে রেখেছ ?

সদা। মহারাজ ! আমায় যখন আপনার মন্ত্রী ক'রেছেন—তখন নিশ্চয়ই আমার একটা কিছু না কিছু দেখে তবে ক'রেছেন। আমি যদি আপনার এই তক্ষশীলা রাজ্যটা নষ্ট করি—কিন্তু আপনার সর্বনাশ করি—তাতে কি আপনার সুখবোধ হবে—না—আমার মন্ত্রীত্বের সুনাম বেরবে ? আপনারা তো ঠাকুরমার গল্পের মতন কেবল শুনেই আসছেন—“ঐ সেকেন্দার শাহ এল—ঐ রাজ্য জয় ক'রে নিলে!”—এই রকম ক্রমাগত শুনে শুনে আপনাদের সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে,—সুতরাং সে বিষয়টা নিয়েও তো আর বিশেষ তোলাপাড়াও করেন না,—কাজেই আমিও চেপে ছিনুম।

আস্তি। কিন্তু চেপে থাকার ফল হ'ল কি ? শত্রু যে একেবারে গৃহদ্বারে এসে প'ড়ল ? আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমি তোমাদের রকম-সকম তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না ! সেনাপতি ! তুমিও তো আমাকে এ সংবাদ কিছুই দাওনি !

বিশোক। কি ক'র্ক মহারাজ ! মন্ত্রীমশাই আমাকে একেবারে আদেশ ক'ল্লেন যে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে এই দণ্ডেই যেমন অবস্থার আছ—সেই অবস্থায় বেরিয়ে সেকেন্দার শাহের সন্ধান নিয়ে এস। আমিও বুঝ্লেম—এ আদেশ নিশ্চয়ই আপনার।

সদা। মহারাজ! আমিও পালাইনি—আর শত্রুও এখনও আপনার রাজ্য আক্রমণ করেনি। হঠাৎ একেবারে এতটা উতলা হ'য়ে প'ড়েছেন কেন? একটা কিছু মতলব ঠিক না ক'রে কি আমি নিশ্চিত হ'য়ে ব'সে আছি? চলুন,—মন্ত্রণাগৃহে গিয়ে ব'সে—আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলিগে চলুন।

আস্তি। তাই চল—তাই চল। বিশোক! সেকেন্দার শাহ এখন কতদূর—তা ঠিক জেনেছ?

বিশোক। পুষ্কলাবতী অধিকারের পর তিনি অন্ধক নামক নগরে উপস্থিত হন। অন্ধকনগরপাল বিনা রক্তপাতে সেকেন্দার শাহকে নগর সমর্পণ ক'রে—তাঁর বশতা স্বীকার ক'বেছেন।

সদা। বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমানের মতই কার্য ক'রেছেন! পারস্যসম্রাট দারার হৃদশার কথা শুনে সবারই আক্কেল হ'য়েছে,—সবাই আপনার আপনার সাম্ভাব্য উপায় ক'চ্ছে। মহারাজ! শাস্ত্রের কথাই হ'চ্ছে—শত্রু যদি প্রবল ও দুর্দ্বৈর হয়—তা'র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না ক'রে—বল্লেখ্যাপন করাই বুদ্ধিমানের কার্য।

(অরিন্দমের প্রবেশ)

অরি। একি? বীরশ্রেষ্ঠ তক্ষশীলার অধীশ্বর মহারাজ আস্তির প্রাসাদে ভারতসম্রাটের মুখে একি কাপুরুষযোগ্য কথা? এমন পাপকথা কে উচ্চারণ করে?

সদা। আসুন—আসুন—রাজকুমার আসুন। কখন এলেন? এই আসছেন বুঝি? বিশ্রাম করুন—বিশ্রামাগারে চলুন।

আস্তি। এস বৎস অরিন্দম! আজ এমন অসময়ে যে? কোন মন্দ সংবাদ আছে নাকি!

অরি । মন্দ সংবাদ কি আপনার কর্ণগোচর হয়নি মহারাজ ? পবনাজ্যাপহারী প্রবলপরাক্রান্ত মাসিদনপতি সেকেন্দার শাহ ভারত আক্রমণ ক'র্তে অগ্রসর ! বেগবতী গোঁরীনদীতটবর্তী সমৃদ্ধিশালী নগর—বিস্তীর্ণ জনপদ সকল বিধ্বস্ত কর্কাব পর তিনি অবা নামক স্থান আক্রমণ করেন । বীরবর অভীসারপতি অরাবাসিগণকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিলেন বটে—কিন্তু কোন ফল হয়নি । সেকেন্দার শাহের বিপুলবাহিনীর অপ্রতিহত গতিবোধ ক'র্তে ভারতসীমান্তপ্রদেশে সকলেই দেখছি অসমর্থ হ'ল !

আস্তি । অরিন্দম ! আমরা এতক্ষণ সেই সম্বন্ধেই আলোচনা ক'চ্ছিলেম—

অরি । কিন্তু এরূপ আলোচনায় ফল কি মহারাজ ? যে আলোচনায় শত্রু প্রবল হ'লে তা'র সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়,—সেক্ষেপে ধর্ম্মবিগর্হিত—গ্রাযবিরুদ্ধ আলোচনার মধ্যে মহারাজ আস্তির থাকা উচিত নয় !

আস্তি । অরিন্দম ! বালকের এত স্পর্ধা ভাল নয় । তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—আমারই মন্ত্রীর অপমান ক'চ্ছ ?

সদা । আর সে অপমানটা যে আপনাকেও না করা হ'চ্ছে—তা বুঝছেন কিসে মহারাজ ?

অরি । আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনাকে কি আমি অপমান ক'র্তে পারি মহারাজ ? আর মন্ত্রী মহাশয়কেই বা কি অপমানসূচক কথা ব'লেছি—তাওতো বুঝতে পারেন না !

আস্তি । বুঝতে পার্বে—যদি প্রাণে দাস্তিকতাটা কিছুকিৎ কম থাকতো ! তা' নইলে তুমি বালক হ'য়ে আমাকে উচিত অমুচিত শিক্ষা দিতে এস !

অরি । শিক্ষা দিতে আসিনি মহারাজ—আপনাদের অহুচিত প্রসঙ্গের প্রতিবাদ ক’ছি মাত্র !

আস্তি । কি অহুচিত প্রসঙ্গ ? প্রবলপরাক্রান্ত সেকেন্দার শাহের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনপরামর্শ অহুচিত ?

অরি । শত সহস্রবার অহুচিত এবং অশ্রায় । একথা আমি এখনও ব’লছি এবং চিরকাল ব’লব ।

আস্তি । (সক্রোধে) অরিন্দম !

বিশোক । মহাবাজ ! মহারাজ ! আপনাকে মিনতি ক’ছি, ক্রোধ সঞ্চরণ করুন । রাজকুমার অরিন্দম আপনার পুত্রতুলা, আপনার গৃহাগত অতিথি—আপনার ভাবী জামাতা,—তাঁ’ব প্রাণে ব্যথা দেবেন না !

আস্তি । কেন ? এত দস্ত কিসের ? তক্ষশীলার অধীশ্বর কি পঞ্চনদের মহারাজ পুত্র অধীন ? তাই তোমরা পিতাপুত্রে আমাকে যখন তখন অপমানিত ক’র্তে চাও ?

অরি । আমি যদি বুদ্ধিদোষে আপনার কোনরূপ অমর্যাদা ক’রে থাকি,—আমায় শত সহস্রবার তিরস্কার করুন । কিন্তু আমার পিতা আপনার তো কখনো কোনও অসম্মান করেননি মহারাজ !

বিশোক । না—না রাজকুমার ! আপনার পিতা আমাদের মহারাজকে চিরদিন কনিষ্ঠ সহোদরের স্থায় স্নেহ করেন ।

আস্তি । চুপ কর সেনাপতি ! মনে মনে মহারাজ পুরু আমাকে চিরদিনই অবজ্ঞা করেন তা আমি জান্তে পেরেছি,—এইবার কার্যেও সেই ভাব প্রকাশ করবার ব্যবস্থা ক’রেছেন ! কিন্তু তা’ সহজে আর ক’র্তে দিছি না । বিশোক । তুমি মহারাজ পুরুকে গিয়ে ব’লে এস,—যদি তিনি আমার কণ্ঠার সহিত তাঁ’র পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, তা’হ’লে তিনি পুত্রকে নিয়ে আমার রাজ্যে এসে সে শুভকার্য সম্পন্ন

ক'রে যাবেন। আমি আমার কন্যাকে তাঁ'র রাজ্যে বহন ক'রে নিয়ে যাব না।

অরি। মহারাজ! অনর্থক এ প্রস্তাবে প্রয়োজন কি? পিতা কখনই এ অত্যাচার প্রস্তাবে স্বীকৃত হবেন না!

আন্তি। তোমাদের সকল কথাই ত্রায়সঙ্গত,—আব আমার সমস্তই অত্যাচার? ভাল—তোমার পিতা যদি এ অত্যাচার প্রস্তাবে সম্মত না হন,—তা'হ'লে তোমাব অদৃষ্টে অর্পণ-লাভ নাই!

অরি। তা আমি জানি মহারাজ!

আন্তি। যাও সেনাপতি—পঞ্চনদেব অধীশ্বরকে আমার অভিপ্রায় এই দণ্ডেই ব্যক্ত ক'রে এস। পরে তোমার অত্যাচার আশঙ্কীয় কার্য আছে।

বিশোক। মহারাজ—দাসের অনুবোধ—

আন্তি। তোমার অনুবোধ আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি এখুনি আমার আদেশ পালন কর্বে কিনা?

সদা। সেনাপতির কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি? মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা ক'চ্ছ? কি আশ্চর্য্য! যাও—এখুনি যাও—মহারাজ পুরুকে আমাদের মহারাজ যা ব'ল্ছেন—কেবল তাই ব'লে এস,—অত্যাচার কোন কথা সেখানে কোয়োনা!

বিশোক। যে আজ্ঞে। [আন্তি, বিশোক ও সদারামের প্রস্থান।

অরি। এ অসম্মানের কারণ কি? পঞ্চনদের রাজপুত্র আমি—অযাচিত অনিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে আসি,—এই জন্তই কি আজ এত অপমান? নিশ্চয়ই তাই! আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে! আর অর্পণার সঙ্গে সাক্ষাতেরও প্রয়োজন নাই! (প্রস্থানোত্তত)

(অর্পণার প্রবেশ)

অর্পণা। মার্জনা কর—কুমার!

অরি। কা'কে অর্পণা? কা'র অপরাধের মার্জনা চাও?

অর্পণা। আমাকে। আমার জন্মই আজ তোমাব এই লাঞ্ছনা!

অরি। তোমার কোন দোষ নাই। দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি স্বেচ্ছায় সাধ ক'রে—স্বহস্তে নিজের অপমানিত হবাব পথ প্রস্তুত ক'বেছিলুম, আজ হাতে হাতে তা'রই ফললাভ হ'ল! আমার যথেষ্ট হ'য়েছে অর্পণা,—আমি চলেম। তোমাব সঙ্গে আজ হ'তে আমার সম্বন্ধ শেষ!

অর্পণা। এঁা—তা' কি সম্ভব?

অরি। অসম্ভবই বা কি?

অর্পণা। এত ভালবাসার এই পরিণাম রাজকুমার?

অরি। অর্পণা! তুচ্ছ প্রেমের জন্ত আমি আত্মমর্যাদা, পিতৃসম্মান, বংশগৌরব অনেক নষ্ট ক'বেছি। কিন্তু আর নয়। তোমা'র ভালবেসে, তোমার মনস্তৃষ্টি করা অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়সন্তান আমি, আমাব মনুষ্যোচিত সহস্র কর্তব্য আছে—

(আন্তির পুনঃপ্রবেশ)

আন্তি। অর্পণা! কুমারী কণ্ঠার এতটা স্বাধীনতাগ্রহণ ভাল নয়।
যাও—অন্তঃপুরে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদ কর।

অর্পণা। পিতা! অরিন্দমকে—

আন্তি। প্রগল্ভা বালিকা! বড় আদর পেয়ে মাথায় উঠেছ দেখছি! (অর্পণার হস্ত ধারণপূর্বক) অরিন্দম! ইচ্ছা হয়—তুমি আমার বিশ্রামক্ষেপে গিয়ে ব'সতে পার—

অরি। আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্তে চ'লেম।

[একদিক দিয়া আন্তি ও অর্পণার

এবং অত্রদিক দিয়া অরিন্দমের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গভীর্ণ

সিন্ধুতট—আলেকজান্দারের শিবির ।

আলেকজান্দার, কালিস্থানি, হেপাস্তেন, বিশা খাঁ, রক্ষণা ও গ্রীক সৈন্যগণ ।

আলেক । বন্ধুবর হেপাস্তেন ! তোমার স্বপ্ন আমি এ জীবনে
পরিশোধ ক'র্ত্তে পারি না । তুমি যদি সিন্ধুবক্ষে এই অপূৰ্ব নৌ-সেতু
প্রস্তুত না ক'বে রাখতে,—তা'হ'লে এই ভীষণ নদী পাব হ'য়ে আমরা
সমুদ্রে কখনই এখানে আসতে সক্ষম হ'তেন না ! সত্য ব'লছি
কালিস্থানি ! হেপাস্তেন না থাকলে আমি কখনই সমস্ত প্রদেশে জয়লাভ
ক'বে নিরাপদে এতদূর পৌছতে পারতেন না !

কালি । আমাকে আর ও কথা নতুন ক'বে কি শোনাচ্ছ সম্রাট ?
ছেলেবেলা থেকে দেখছি—তোমাকে ও ডানা ঢাকা দিয়ে রেখে আসছে ।
ঐ জগ্নেই তো কখনো কখনো ওকে আমি “আলেকজান্দারের মাসী”
ব'লে ডাকতেন—

হেপা । (হাসিয়া) কালিস্থানি ! তোমার কি চিরদিনই একভাবে
গেল ? এত দেশ বেড়িয়ে এসেও তোমার কিছু পরিবর্তন হ'ল না ?

কালি । কিন্তু একটা বিষয়ে আমি চিরদিন তোমার ওপোর চটা
হেপাস্তেন !

আলেক । কোন্ বিষয়ে কালিস্থানি ?

কালি । সব ভাল ছোকরার,—তবে ছেলেবেলা থেকে বড় বেরসিক,
—কেমন কাঠ কাঠ ভাবক যখুনি একটু আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা

হবার উপক্রম হয়,—অম্নি সেখানে এসে এমন একটা কাজের কথা ফেলে দেয়—বাস্—তখুনি সব মাটি !

রক্ষণা । ঠিক ব'লেছেন সাহেব ! আমিও বরাবর তাই লক্ষ্য ক'ছি। সম্রাট এত পরিশ্রমের পর সকলকে একটু বিশ্রাম করবার জন্ত আদেশ ক'রেছেন—হেপাস্তেন সাহেবেব প্রাণে তা' সহ্য হ'ল না,—এ সময়েও আবার একটা কি যুদ্ধের পরামর্শ ক'র্ত্তে এসেছেন !

আলেক । হেপাস্তেন ! সকলেব যখন তোমার বিকল্পে একমত, তখন এস ভাই—একটু আমোদ আহ্লাদ করি ।

হেপা । স্বচ্ছন্দে আপনি আনন্দ ককন সম্রাট—কিন্তু এটা স্ববণ রাখবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিত হ'য়ে থাক। কোনমতেই কর্তব্য নয়। বিশেষতঃ এখন আমরা শত্রুর মাঝখানে বাস ক'ছি ! ভারতবর্ষের সকল স্থানই আমাদের অপরিচিত ! এই রাত্রিকালে অকস্মাৎ কোথা দিয়ে এসে যদি শত্রুদল আমাদের আক্রমণ করে,—তখন সকলেই আমাদের উন্নত থাক্লে—আমাদের অবস্থা কি হবে—ভাবুন দেখি সম্রাট ?

বিশা । সে বিষয়ে আপনাকে চিন্তা ক'র্ত্তে হবে না সাহেব ! আমি সে সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছি ! ইচ্ছা হয়—দেখতে পারেন, সমস্ত সৈন্যরা বিশ্রাম ত্যাগ ক'রে রাত্রিকালে সশস্ত্রে সতর্ক হ'য়ে র'য়েছে। সমস্ত সেনা-নায়কদের আমি ছাউনির চারিধারে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত ক'রে রেখেছি ।

হেপা । উত্তম কাজই ক'রেছেন খাঁ সাহেব ! আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ !

আলেক । তা'হ'লে এইবার বোসো—একটু বিশ্রাম কর—আমোদ কর—আমি স্বহস্তে তোমায় সিরাজি ঢেলে দিচ্ছি—পান কর—

রক্ষণ। আমি থাকতে আপনি দেবেন কেন সম্রাট? বাদীকে আদেশ করুন।

হেপা। সম্রাট! একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি! এই অল্পদিনেব মধ্যে আপনাব একপ পরিবর্তন হ'ল কেমন ক'বে?

আলেক। কি পরিবর্তন ভাই?

হেপা। এই যখন তখন মত্তপান!

আলেক। কেন—তা'তে দোষ কি হেপাস্তেন?

হেপা। বীরশ্রেষ্ঠ—পণ্ডিতাগ্রগণ্য—বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দ্রাবকে মত্তপানেব অপকারিতা যদি বুঝিয়ে দিতে হয়—তা'হ'লে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আমার কিছুই নেই সম্রাট! তবে আমার এইমাত্র মিনতি, মিতরূপী শত্রুর পরামর্শে এ দেবজুলভ সুন্দর দেহখানি যেন বিষপানে দূর্বলে না নষ্ট হয়,—সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন!

[হেপাস্তেনের প্রস্থান।

কালি। চিবকালই ঐ একবগ্গা! ঐ বকমটা আমি তো মার পেট থেকে প'ড়ে দেখছি! উচিৎ কথা মুখেব ওপোর কাঁট কাঁট ক'রে প'লবেই।

আলেক। কিন্তু এটা হেপাস্তেনের উচিৎ কথা হয় নি কালিস্থানি!

বিশা। বুঝলেন না সম্রাট! ওটা আমাকেই ইঙ্গিত ক'রে অপমান করা হ'ল! আমিই আপনাকে সিরাজি পান করাতে অভ্যাস ববিয়েছি কি না!

আলেক। তোমাকে অপমান করে কার সাধ্য বিশা ধাঁ? তুমি আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ,—তুমি পারস্তের সম্রাট, আমার অনুরোধে আমাকে সাহায্য ক'র্কে আমার সঙ্গে ভারত অভিযানে এসেছ! তোমাকে অপমান ক'র্কে হেপাস্তেন? সাধ্য কি?

কালি । তা' বই কি ! হেপান্তেনের বাবার সাধ্য কি ? আপনি থা' সাহেব,—সম্রাটের শুকনো কাষ্ঠে রসসঞ্চার করিয়েছেন আপনি,—সম্রাটকে মত্তও ধরিয়েছেন, টুকটুকে ভগ্নীটাকেও গছিয়েছেন,—আপনি শুধু পারস্তের সম্রাট কি,—আপনি দু'দিন পরে—খোদ মাসিদনের সিংহাসনে ব'সবেন গিয়ে ।

আলেক । কি বল থা' সাহেব ! কালিস্থানির অতি সরল অন্তঃকরণ—অতি সুন্দর প্রকৃতি ।

বিশা । তা' বটে—তা' বটে ! হাজার হোক—সম্রাটের বালাবন্ধু কিনা ! সাহেব । আপনিও একটু সিবাজি পান করুন !

কালি । আরে বাপ'রে ! আমরা ছোট খাটো মনিয়ি—একসঙ্গে দুটো চারটে সুধা পান ক'বে হজম ক'রতে পার্কি কেন ?

রক্ষণা । আবার কি সুধা এখানে পেলেন সাহেব ?

কালি । সাক্ষাৎ সুধার হিমালয় পর্বত ভূমি সাম্নে রয়েছে—আবাব সুধার অভাব কি ? প্রথমে—তোমার রূপসুধা তো ক'দিন ধ'রে ক্রমাগত পান ক'রে ক'রে সর্দি কাশি জন্মে গেল ! তারপর—তোমার বাক্যসুধা,—সে তো ঘুচ্ছি ফিচ্ছি—আর দু'চার ঝলক পান ক'চ্ছি ! এইবার এখন একটা পাত্র সঙ্গীত-সুধা পান ক'র্তে পেলি—পেট দম্‌স্‌ম্‌ ক'রে—ঢেঁকুব তুলতে তুলতে ধরে যাই ।

আলেক । গাও রক্ষণা—একটা প্রেমের সঙ্গীত গাও ! তুমি জাননা—আমার বন্ধু কালিস্থানি বড় প্রেমিক !

রক্ষণা । তা' কথাবার্তায় বুঝতে পাচ্ছি সম্রাট !

কালি । পাছ নাকি ? তা'হ'লে বল,—এইবেলা মুড়িমুড়ি দিয়ে স'রে প'ড়ি !

আলেক । কেন ? স'রে প'ড়বে কেন ?

কালি। তা' জাননা সত্ৰাট্ ? মেয়েমানুষ একদল পুরুষের মাঝখানে প্রেমিক বলে যা'কে ঠাওর ক'রে ফেলেন,—তা'কেই বাগে পেলে থাবা মারবার চেষ্টায় ফিরতে থাকেন !

বিশা। কথাটা নিতান্ত মন্দ বলেন নি সাহেব ! যাক্—ও সব বাজে কথা ছেড়ে,—রক্ষণা ! তুমি একখানি গান গাও । সত্ৰাটের শোন্বার বাসনা হ'য়েছে । সত্ৰাট্ ! আমি ইত্যবসরে একবার দেখে আসি,—রাজা আস্তিব কাছ থেকে যে গুপ্তচরের আসবার কথা ছিল,—সে এসে পৌঁছুলো কিনা ! [প্রস্থান ।

কালি। একে একে সবাই স'রুছে—আমিও তা'হ'লে বাড়ীমুখে ঃটনা সত্ৰাট্ !

আলেক। সে কি ! তুমি কোথায় যাবে ? তুমি বোসো—বোসো ! এই ব'ল্লে—একখানা গান শুন্বো !

কালি। না শোনাতে আর কি ক'চ্ছি বলুন ? সুন্দরীকে তো অনেকক্ষণ ধ'রেই খোসামোদ ক'চ্ছি—

রক্ষণা। আপনিই তো বাজে কথা কইছেন সাহেব !

কালি। আচ্ছা—এই চুপ্ ক'ল্লেম !

রক্ষণা।— গীত ।

যত সাধো যাচো তবু দিব না তো প্রাণ ।

যাও চ'লে যাও, কেন মিছে কর ভাণ—

(মিছে প্রণয়ের ভাণ) ॥

দেখি, কথায় কথায় তোমার আঁখিকোণে জল,

জানি হে জানি সে নারীধরা কল ;

তোমার, সকলিতো হল,

প্রাণে পোরা গরল,—

পারে ঠেলে বাবে চ'লে হ'বে কুলমান ।

আলেক। বাঃ—অতি চমৎকার! কি বল কালিস্থানি?

কালি। সম্রাট! এক কাজ করুন! লড়ায়ে অস্ত্রশস্ত্র—সৈন্তসামন্ত নিয়ে গিয়ে দরকার নেই! শত্রুর মাঝখানে সুলতানীকে ছ'পাত্ত সিরাজি টানিয়ে ছেড়ে দিন,—শত্রুর চোদ্দপুরুষ একেবারে অথম হ'য়ে প'ড়বে!

রক্ষণা। সম্রাট! আপনার আহার প্রস্তুত হ'ল কিনা দেখি!

[রক্ষণার প্রস্থান।

কালি। একটা বাহাহুরী তোমার খুবই দেখছি সম্রাট—

আলেক। কি বল দেখি?

কালি। এই ষটা ষটা সিরাজিগুলো পেটে পুরছো,—এই বিষের খনি মেয়েমানুষটা ঘাড়ে ক'রেছ,—অথচ যুদ্ধ ক'চ্ছ,—লড়াই জিতছ,—এতগুলো বাঘভাল্লুকদের নিয়ে চবিয়ে বেড়াচ্ছ,—সকল দিকে চোখ বেবেছ! আমার ধারণা ছিল,—মদ-মেয়েমানুষে লিপ্ত হ'লে মানুষ কোন কাজই ক'র্ত্তে পারে না! সত্য ব'লছি,—তুমি এত পার কি ক'রে বুঝতে পারি না!

আলেক। তা' জানি না। তবে আমার বিশ্বাস,—যে পারে, সে সব কাজই পারে; যে পারেনা,—সে কোনও কাজই পারেনা। যাক—তোমায় তখন জিজ্ঞাসা করা হয়নি! ভারতবর্ষ তো বেড়িয়ে এলে,—কি রকম বুঝলে বল দিকি? এতকালের বিজয়গৌরব,—এতদিন ধ'রে যে সুনাম অর্জন ক'রেছি, ভারত আক্রমণ ক'রে কি তা' অক্ষুণ্ণ রাখতে পার্কি?

কালি। যখন ঠেলেঠুলে এতদূর এসেছ সম্রাট—তখন ভারতবর্ষ তোমায় জয় ক'র্ত্তেই হবে! তা' নইলে—তোমার এ আড়ম্বর ক'রে অভিযান—সমস্তই বাজে! সম্রাট! স্বর্গ কখনো দেখেছ?

আলেক। স্বর্গ দেখে কি কালিস্থানি?

কালি। স্বর্গ আকাশে কিছা অগ্র কোন গ্রহলোকে নেই,—আমল স্বর্গ হ'ল এই ভারতবর্ষ! এ ভারতবর্ষ আমাদের দেশের মত মাটির তৈরি নয়! এর হিমালয় পর্বত থেকে বরাবর কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত চ'লে যাও,—দেখবে চাদিকে সোণা দিয়ে মোড়া র'য়েছে। এ ভারতবর্ষ তুমি জয় ক'র্বে না?

আলেক। নিশ্চয়ই ক'র্ব্ব কালিহানি! সেইজন্মেই তো এত কষ্ট ক'রে রাজ্য-সিংহাসন ছেড়ে,—জননী জন্মভূমিকে পুরিত্যাগ ক'রে বেরিয়েছি!

কালি। এ স্বর্ণপ্রসূ ভারতের প্রাকৃতিক শোভার দিকে একবার চেয়ে দেখলে মনে হবে,—বিধাতা এ দেশ কেবল সুখভোগের জন্মই সৃষ্টি ক'রেছেন! ছ'টা ঋতু সমভাবে বিরাজ ক'চ্ছে,—এটাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার! আরে ছাঃ—এ ভারতের তুলনায়—আমাদের দেশ-গুলোকে ভদ্রলোকের দেশ ব'লে মনে হয়না!

আলেক। তা' ব'লে নিজের জন্মভূমির নিন্দা কোরোনা!

কালি। আরে রেখে দাও তোমার জন্মভূমি! এ ভারতবর্ষটা যদি দখল ক'রে ফেলতে পার,—তা'হ'লে এখানে হ'দশদিন বাস ক'লে—তুমি তখন নিজেই নিজের জননীকে ভুলবে—জন্মভূমি ভুলবে! ব'ল্বে, কি সম্রাট,—আমাদের দেশে মাগীমদে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে—কত যত্ন কত চেষ্টা ক'রেও নিজের নিজের পেটভরা-খোরাকটা সকল সময় পায়না! আর এই ভারতবর্ষ দেশটায়—হাতের কাছে খাবার প'ড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে—নষ্ট হ'চ্ছে! লোকে খেয়ে দেয়ে নষ্ট ক'রেও হুকতে পারে না!

আলেক। বল কি? ভারতবর্ষ এমন স্থান?

কালি। একমুখে আর কত ব'ল্বে বল! চ'লতে চ'লতে একটা

জায়গায় গিয়ে প'ড়লুম,—সেটার নাম বঙ্গদেশ,—সে তো একেবারে স্বপ্নরাজ্য! হেলায় অশ্রদ্ধায় চারটা শস্ত তা'র মাটিতে ছড়িয়ে দাও, অমনি ত্র'দিন চারদিন বাদে দেখবে চারাগাছ গজিয়ে উঠেছে। বনের ভেতোর চুপ্ ক'রে গিয়ে ব'সে থাক,—গাছ থেকে ঝুপ্‌ঝাপ্ ক'রে খাবার প'ড়ছে! তাই ছোটো চারটে খেলে পেট তো ভ'রবেই,—তা'র ওপোর চেহারাটা যেন দেবতার মতন হ'য়ে যাবে। সম্রাট! এই ভারতবর্ষ যদি জুয় ক'রে নিয়ে একবার গেড়ে ব'সতে পার,—তা'হ'লে শুধু তোমার গ্রীস-মাসিদন রাজ্য নয়,—সমস্ত পৃথিবীর লোককে খাইয়ে পরিয়ে—ধনদৌলত দিয়ে বড়মানুষ ক'রে ফেলতে পার্বে।

আলেক। বল কি? আমার যে যথার্থই বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

কালি। বিশ্বাস আমারও আগে হ'য়েছিল কি সম্রাট? আমাদের এ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা আহাঁরের মধ্যে জানে কেবল জানোয়ার-গুলোকে ধ'রে ধ'রে সিদ্ধ ক'রে—না হয় পুড়িয়ে—বড় জোর একটু সমুদ্রের নোণা জল মিশিয়ে খেতে! স্ততরাং, স্বর্গের অমৃতফল কিম্বা সুধা ব'লে কোন জিনিস এ পৃথিবীতে থাকতে পারে,—তা'রা কেমন ক'রে কল্পনা ক'র্বে বল। শুধু কি আহাৰ্য্যাদ্রব্য—সম্রাট? সোণা রূপো হীরে মুক্তো—ভারতে এত বেশী যে, বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীর একত্রে ক'ল্পেও তা'র অর্ধেক হয়না!

আলেক। সে তো বুঝ্‌লুম কালিস্থানি! তা'হ'লে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তো নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী!

কালি। নিশ্চয়ই। সকলেই ক্ষমতাবান;—তা'র ওপোর পাহাড়-পর্বত নদনদী বিধাতা এমনি ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন—যে, সেখানকার লোকেরা অতি অল্প চেষ্টায় শত্রুকে বিতাড়িত—বিনষ্ট ক'র্তে পারে।

আলেক। তা'হ'লে তো ভারতবিজয় হুঃসাধ্য।

কালি। খুব সুসাদা সম্রাট! কোন রাজ্যজয় এত সুসাদা নয়।

আলেক। কিসে বুঝলে?

কালি। একটা প্রধান জিনিসের সেখানে ভাঙ্গি অভাব দেখে এসেছি সম্রাট—তাইতেই আমার আশা,—ভারতবর্ষ তোমারই জন্ত বিধাতা সাজিয়ে রেখেছেন। সেটা কি জিনিস জান সম্রাট? সে জিনিস—একতা! প্রথমতঃ নিজের দেশের ভেতোর, নিজের জাতির ভেতোর,—আপনারাই মনগড়া একটা জাতিভেদের নিয়ম ক’রে—নিজেদের ছত্রিশভাগে বিভক্ত ক’রেছে। সেই স্বত্র ধ’রে—ভারতবর্ষের মতন একটা বিশাল রাজ্য—ছত্রিশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হ’য়ে পড়েছে। এই থেকেই পরস্পর পবস্পরের শত্রু হ’য়ে দাঁড়িয়েছে! কেউ কা’বও ভাল দেখতে পাবেনা! এটা ক’ছে—কিসে ওর সর্বনাশ হয়,—ওটা ক’ছে কিসে এ অধঃপাতে যায়!

আলেক। আর ঐ যে বঙ্গদেশের কথা বললে,—সেখানকার অধিবাসীরা কি রকম?

কালি। তা’রা সবাব ওপোরে। ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র স্থানে দেখেছি,—এক রাজ্যের লোক অপর রাজ্যের লোকের শত্রু,—এ বঙ্গবাসীরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। সহোদর সহোদরের শত্রু,—পিতা পুত্রের শত্রু,—স্বামী স্ত্রীর শত্রু,—স্ত্রী স্বামীর শত্রু। কাজেই বুঝে দেখ,—এদের রাজ্য জয় ক’র্ত্তে হ’লে—অস্ত্রশস্ত্রের আবশ্যক নেই,—কেবল দুই গালে চারটা ক’রে চপেটাঘাত ক’লেই—তা’রা মাথায ক’রে নিয়ে গিয়ে নিজেদের সিংহাসনে তোমাকে বসিয়ে খাতির ক’র্ত্তে স্নান ক’র্ত্তে।

আলেক। সে কি? শুনেছি তো ভারতবাসীরা খুব সুসভা—রণকৌশলী—বিদ্বান—বুদ্ধিমান—

কালি। তা’ সমস্তই সত্য। ভারতবাসীর বাড়ী—ঘরদোর—রাপ্তা—

ঘাট—পোষাক-পরিচ্ছদ—আহারবিহার,—এ সমস্ত দেখলে মনে হবে যে, পৃথিবীর অগাধ দেশের মানুষেরা যখন বনে বনে উলঙ্গ হ'য়ে গাছেল তলায় বাস ক'রে জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে খাবার কাড়াকাড়ি ক'রে খেতো,—তা'রও কত সহস্র বৎসর পূর্বে এরা সভ্য হ'য়েছে ! মনে হয়, এদের বিদ্যা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রচর্চা—সৃষ্টির প্রাবল্যকাল থেকেই আরম্ভ । এদের অস্ত্রশস্ত্র,—রণনীতি,—জ্যোতিষগণনা,—অঙ্কশাস্ত্র,—কাব্য—সঙ্গীত, সমস্তই অলৌকিক—অদ্ভুত ! সম্রাট ! এই ভাবতেব তুলনা—ভারত ! এর অস্ত্র তুলনা নাই । এ ভাবত তোমাকে জয় ক'র্তেই হবে !

আলেক । তবে তুমি সেই ভারতের, অন্তর্গত বঙ্গদেশেব কথা কি বল'ছিলে ?

কালি । বল'ছিলেম—সেই দেশের লোকেদেব কথা । এই বঙ্গ-বাসীদের সমস্ত গুণই আছে—অথচ থেকেও কিছু নেই । বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে অমাহুষিক বুদ্ধি,—তবুও এরা অকর্ম্মণ্য—অলসেব একশেষ । ভাণ্ডারে অফুরন্ত আহারসামগ্রী,—অসংখ্য দুগ্ধবতী গাভী,—সুতরাং কেবল পেটপূরে আহার ক'চ্ছেন,—নরম বিছানায় আড় হ'য়ে প'ড়ে নিদ্রা দিচ্ছেন,—আর দেহের চর্কি বৃদ্ধি ক'রে ক'রে জড়পদার্থের মতন কর্ম্মশূন্য, উত্তমবিহীন—অলস হ'য়ে ব'সে আছেন ।

আলেক । সত্য নাকি ? তা'রা এমনি অপদার্থ ? কোন কাজকর্ম্ম তা'দের নাই ?

কালি । কিছু না—পেটপূরে আহারের অভাব নেই ! কাজকর্ম্ম ক'র্কে কেন ? কেবল ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে নাকে নথপরা গৃহিণীব সঙ্গে প্রেমালাপ ক'চ্ছেন,—আর গব্যরসে পাক করা যত রকমের সন্দেশ রসগোল্লা সরপুরির শ্রেণীর মিষ্টান্ন প্রস্তুত হ'তে পারে,—তাই ফরমাজ দিয়ে তৈরী ক'রিয়ে গলাধঃকরণ ক'চ্ছেন !

আলেক। সৈন্যসামন্ত কিছু নেই? তা'হ'লে রাজ্যরক্ষা করে কিসে?

কালি। ননীর পুতুলের মতন—সোণার সিংহাসনে একটা রাজা ব'সে—ঐ রকমই কেবল মিষ্টান্ন আহার ক'চ্ছেন। আস্বাবের মতন পোষাক-পরিচ্ছদ আঁটা বিস্তর সৈন্য-সামন্ত আছে বটে,—কিন্তু যুদ্ধের কল্লনাও কেউ কখনো করেনা। সুতরাং—যুদ্ধ অভ্যাস কিম্বা ব্যায়াম করার কোনও আবশ্যকতাও কেউ বিবেচনা করেন না। সকলেই ভাব'ছেন,—চিরদিনটাই এই ভাবে যাবে—এ রাজ্য কেউ জয় ক'র্ত্তে আসবে না। পাশাপাশি কোনও রাজার সঙ্গে একটু-আধটু ঝগড়া বিবাদ হ'ল,—তা' সে সব মেয়েরাই যাওয়া-আসা ক'রে মিটমাট ক'রে নিলে!

আলেক। কি আশ্চর্য্য! একপ কক্ষশূন্য হ'য়ে মানুষ জীবন ধারণ করে কি ক'রে?

কালি। এক কক্ষ আছে—যা' দিবানিশিই ক'চ্ছেন। পরের কুৎসা আর আপ্না-আপ্নি লোকের কিসে সর্ব্বনাশ করা যেতে পারে, তা'রই উপায় উদ্ভাবন!

আলেক। তা'হ'লে ত'—এ রাজ্য বিনাযুদ্ধে জয় হবে কালিস্থানি।

কালি। তা' নিশ্চয়—এ রাজ্য বিনা যুদ্ধেই জয় হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক



পঞ্চনদ—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ ।

মহারাজ পুরু ও অগ্ন্যাগ্ন ভারতীয় রাজগণ ।

পুরু । একি নৃপতিবৃন্দ ? আপনারা সব চ'লে যাচ্ছেন কেন ?

১ম-রা । আর কি ক'র' মহারাজ ? অনর্থক এখানে অবস্থান করায় লাভ কি ?

পুরু । আসুন মন্ত্ৰণা-গৃহে—এ গুরুতর বিষয়ের একটা পরামর্শ করা তো উচিত ?

১ম-রা । কিসের পরামর্শ ক'র' বলুন মহারাজ ? আমাদের সঙ্গে আপনার মত কিছুতেই যখন মিলবে না,—তখন আর সে সম্বন্ধে পরামর্শ কি হ'তে পারে ? সুতরাং আমরা বিদায় হ'লেম । (প্রস্থানোত্ত)

পুরু । দাঁড়ান—দাঁড়ান মহারাজ ! এখনও আমি আপনাদের অভিমত বুঝতে পারিনি । আপনারা তা'হ'লে কি ক'র্তে চান ?

১ম-রা । আমরা মূৰ্খতা প্রকাশ ক'র্তে চাই না । প্রবল প্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দার শাহ,—যিনি অবহেলে পারশ্ব জয় করেছেন,—যিনি ভারতের সীমান্ত-প্রদেশের সমস্ত রাজগণবর্গকে পরাস্ত ক'রে — অনায়াসে তাঁ'দের রাজ্য করতলগত ক'রেছেন,—যিনি সমস্ত বাধা-প্রদান-কারীদের সমূলে বিনষ্ট ক'রেছেন,—সেই ক্ষত্রিয়ান্তকারী—পরশুরামতুল্য অজ্জয় সেকেন্দার শাহের সঙ্গে শত্রুতাচরণ ক'রে—আমরা নিজের রাজ্য-প্রজা, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-সম্পত্তি নষ্ট ক'র্তে প্রস্তুত নই ।

পুরু । তবে কি ক'র্তে প্রস্তুত ?

২য়-রা। সেকেন্দার শাহের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে দেশের কল্যাণ সাধন ক'র'ব !

পুরু। তা'হ'লে আমার কাছে কি জন্ত দলবদ্ধ হ'য়ে এসেছেন ?

৩য়-রা। আপনি আমাদের অগ্রণী,—সুতরাং আপনাকে আমাদের মা'মাংসার বিষয় একবার জ্ঞাপিত ক'বা কর্তব্য এবং আপনিও আমাদের কার্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন কর'বেন—এই বিবেচনায় সকলে একত্র হ'য়ে আপনার কাছে উপস্থিত হ'য়েছিলেম।

পুরু। রাজত্ববর্গ! মার্জনা ক'র'বেন,—এখনও আমি বুঝতে পাচ্ছি না,—আপনারা কি রহস্য ক'ছেন—অথবা আমার মনোভাব পশাফল কর'বার জন্ত একপ জঘন্য কাপুরুষযোগ্য প্রস্তাব ক'ছেন ? আপনারা কি ব'ল'ছেন ? ক্ষত্রিয়বংশে—রাজবংশে আপনাদের জন্ম,—ভাবতমাতার সন্তান আপনারা,—হিন্দু আপনাবা,—শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে আপনারা মনুষ্যহে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন ? আপনাদের মস্তিষ্ক কি বিকৃত ? ছি—ছি—ছি—এমন পাপকথা আর মুখে আন'বেন না ! এ পাপচিন্তা যদি হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকেন,—তা'হ'লে তা'র কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করুন,—নইলে নরকেও আপনাদের স্থান হ'বেনা।

১ম-রা। মহারাজ ! অনাহৃত অতিথিদের আবাসে পেয়ে খুব নংকার ক'ছেন দেখ'ছি ! এ আপনার মহত্বের পরিচয় বটে !

পুরু। কে অতিথি আমার ? স্বদেশ-দ্রোহী—ভারতমাতার কুসন্তান—দেশের কুলাঙ্গার,—ক্ষত্রিয়ের কলঙ্ক, অস্পৃশ্য যবনের পদলেহী, নরাধম কাপুরুষগণ,—তোমরা আমার অতিথি ? তোমাদের পদার্পণে আমার রাজ্য কলুষিত, আমার প্রাসাদ অপবিত্র ! তোমাদের সংস্পর্শে আমি-অশুচি ! যাও,—এই মুহূর্তে আমার রাজ্য হ'তে দূর হও—নচেৎ আরও অধিক অপমানিত হবে !

২য়-রা । মহারাজ পঞ্চনদাধিপতি ! একসঙ্গে অনেকগুলি শত্রুর
সৃজন ক'র্বেঁন না ! শুধু বহিঃশত্রু সেকেন্দার শাহই আপনার গ্রায়
ক্ষুদ্র পঞ্চনদের অধীশ্বরকে বিধ্বস্ত ক'র্ভেঁ যথেষ্ট,—আবার সেই সঙ্গে
চারিধারে স্বদেশী মিত্ররাজাদেব শত্রুরূপে আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত
ক'র্বেঁন না !

পুরু । তোমাদেব গ্রায় হীনমতি কুলাজ্ঞার কাপুরুষ—ভারতবর্ষেব
সকল রাজাদেব বিবেচনা কোবোনা ! আব যদি সত্যই তাই হয়,—
যথার্থই যদি ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র রাজাগণ—সেকেন্দার শাহেব দাসত্ব
ক'র্ভেঁ সংকল্প ক'বে থাকেন,—তা'তেই বা কি ? তক্ষশীলাব অধীশ্বর
কৃত্রিয়বীর আমার সোদবোপম মহাবাজ আন্তি আমাব সহায় ! আমরা
দুই ভ্রাতায় মিলিত হ'য়ে মুহূর্ত্তমধ্যে সসৈন্ত সেকেন্দার শাহকে
হিন্দুকোষ পর্ব্বতের অপর পাবে বিতাড়িত ক'বে দোবো !

(বিশোকের প্রবেশ)

বিশোক । সে আশাও পরিত্যাগ করুন মহারাজ ! এই মহানুভব
রাজগুবর্গের গ্রায় মহাত্মা আন্তিও সেকেন্দার শাহের অনুগত !

পুরু । এঁা—সেকি—সেকি ?

১ম-রা । কি তা' আপনিই বুঝুন—আমরা চল্লম । শাস্ত্রে কি আর
মিথ্যা বলে—“বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ।”

[রাজাগণের প্রস্থান ।

পুরু । এঁা—কি বলছ—কে তুমি ?

বিশোক । আমায় চিন্তে পাচ্ছেন না মহারাজ ? আমি তক্ষশীলার
সেনাপতি !

পুত্র । তুমি—তক্ষণীলার সেনাপতি ? তুমি এই কথা আমার সন্মুখে এসে বলতে সাহস কব ?

বিশোক । এ আমার নিজের কথা নয় মহাবাজ—এ আমার অন্তদাতা প্রভুব কথা ! স্ত্রীবাং প্রভুব কথা প্রভুব আদেশে আপনার নিকট জ্ঞাপিত ক'র্ত্তে—আমার সাহসেব অভাব হবে কেন মহাবাজ ?

পুত্র । সত্যই কি বাজা আন্তি সেকেন্দার শাহেব শবণাগত হ'তে মনস্ত ক'বেছে ?

বিশোক । মনস্ত কি মহাবাজ ? বাজমন্ত্রী সদাবামেব ইচ্ছায় ও মন্ত্রণায়—তক্ষণীলাধীশ্ববেব দাসত্বপর্ক বোধ হয় এতক্ষণে সমাধাপ্রায় । বাজাদেশে তক্ষণীলা হ'তে—ছয়লক্ষ মুদ্রা—তিন সহস্র মেদযুক্ত বৃষ এবং দশ সহস্র মেঘ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহেব নিকট প্রেরিত হবাব ব্যবস্থা হ'চ্ছে !

পুত্র । আর আমিও যা'তে তাঁ'ব সঙ্গে এই বরোৎসর্গ ব্যাপারে যোগদান কবি—সেই বিষয়ে অনুবোধ ক'র্ত্তে কি তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন সেনাপতি ?

বিশোক । আপাততঃ সেরূপ ইচ্ছা কিছু প্রকাশ কবেন নি ! আমি এসেছি আপনাকে জানাতে যে, তক্ষণীলাব বাজকন্ঠাব সঙ্গে যদি আপনি পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা কবেন,—তা'হ'লে আপনিই পুত্র নিয়ে তক্ষণীলায় গিয়ে সে শুভকার্য সম্পন্ন ক'র্কেন । আমার প্রভু মহারাজ আন্তি—কন্ঠা নিয়ে এখানে আসবেন না !

পুত্র । তাই ক'র্ক—আমি তাই ক'র্ত্তে প্রস্তুত ! তোমার প্রভু মহাবাজ আন্তি—আমার অপেক্ষা কুল-শীল-মানে বংশ-মর্যাদায়—সর্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ,—আমিই উচ্চকণ্ঠে ভারতবাসীর সন্মুখে প্রচার ক'র্ক । কেবল এইমাত্র আমার ভিক্ষা,—যেন তিনি যবনের দাসত্ব স্বীকার ক'রে আত্মমর্যাদা,—ভারতের মর্যাদা,—ভারত-সন্তানের মর্যাদা,—এই

পবিত্র হিন্দুজাতির মর্যাদা নষ্ট না করেন ! চল—চল সেনাপতি !
আমি এখুনি তোমার সঙ্গে আশ্রিত কাছাকাছি ! চল—চল—বিলম্ব
কোরোনা—এখুনি যাই চল--

(অরিন্দমের প্রবেশ)

অরি । কেন যাবেন পিতা ? ভারতের গৌরব-স্বরূপ বীরশ্রেষ্ঠ
আপনি এই পঞ্চনদের অধীশ্বর,—শৌর্য্য-বীৰ্য্য-বিজ্ঞা-বুদ্ধিতে সবাংকার
শ্রেষ্ঠ,—আপনি কিসের জন্ত একজন স্বদেশদ্রোহী নরাদমের নিকটে
গিয়ে আত্ম-সম্মান নষ্ট করবেন ? আপনি কিসের জন্ত এত কাতব
হ'ছেন পিতা ?

পুরু । অরিন্দম—অরিন্দম ! পুত্র আমার ! সর্বনাশ হ'য়েছে !
শুধু সীমান্তের অত্যাচার ক্ষুদ্র রাজাগণ নয়,—শেষে আশ্রিত পর্য্যন্ত শত্রুর
পদানত হ'তে যাচ্ছে ! কি হ'ল—কি হ'ল—কি সর্বনাশ হ'ল !

অরি । কিসের সর্বনাশ মহারাজ ? কা'র ভয়ে আপনি এত ভীত
হ'ছেন ? হোক মহারাজ আশ্রিত শত্রুর পদানত,—হোক সীমান্তের
কাপুরুষ নরপতিগণ সেকেন্দার শাহের অমুগত,—যতক্ষণ পঞ্চনদের
অধীশ্বর মহারাজ পুরু বিজ্ঞমান আছেন,—যতক্ষণ তাঁ'র ঔরসজাত পুত্র
অরিন্দম জীবিত,—ততক্ষণ সেকেন্দার শাহের সাধা কি—এই পুণ্যভূমি
ভারতবর্ষের সূচ্যগ্র স্থান অধিকার করে ?

পুরু । অরিন্দম ! তুমি বালক—তুমি বুঝতে পাচ্ছনা—ভারতের
কি সঙ্গীন অবস্থা ! শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে—একে একে ভারতের সমস্ত
রাজারা যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন,—সকলেই যদি শত্রুর সঙ্গে
যোগদান করেন,—তা'হ'লে এই ক্ষুদ্র পঞ্চনদের মুষ্টিমেয় সৈন্যদল নিয়ে
আমরা পিতাপুত্র কি কর্তে পারি ? আমরা প্রাণ দিলে যদি ভারতের
২৫৬]

গৌরব—যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা হয়,—তা’হ’লে আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না ! কিন্তু তা’তো হবে না বৎস,—আমাদের প্রাণ নিসর্জনে দেশের তো কল্যাণ সাধিত হবেনা !

বিশোক । ঠিক ব’লেছেন মহারাজ ! গৃহবিচ্ছেদে দেশের সর্বনাশই অনিবার্য ! রাজকুমার ! সেকেন্দার শাহের গতিরোধ কর্তার পূর্বে আপনাদের প্রথম কর্তব্য,—যেমন ক’বে হোক, স্বদেশী রাজাগণের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া ! এ চেষ্টা একান্ত বিফল হ’লে,—বণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন ক’বা তো সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে ! শাস্ত্রন মহারাজ—আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই ! কুমার ! আপনিও পাবেন যদি—অত্যাচার নৃপতিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’বে—শত্রুর বিকক্ষে শক্তিসম্মিলনের জন্ত চেষ্টিত হোন্ !

[পুরু ও বিশোকের প্রস্থান ।

অরি । আমার এখন কি কর্তব্য ?

(অর্পণার প্রবেশ)

অর্পণা । তোমার কর্তব্য ? তোমার কর্তব্য বীরশ্রেষ্ঠ পিতার গৌরব রক্ষা করা,—তোমার কর্তব্য বিপন্ন মাতৃভূমিকে বিদেশী শত্রুর করাল কবল হ’তে উদ্ধার করা,—তোমার কর্তব্য ভবিষ্যতে এ পবিত্র ভারতে হিন্দুর হিন্দুত্ব যা’তে লুপ্ত না হয়,—তা’র জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করা !

অরি । একি ? স্বপ্ন নাকি ? অর্পণা—অর্পণা—ভূমি ? ভূমি—ভূমি এখানে কোথা থেকে ? ভূমি কেমন ক’রে এতদূরে এলে ?

অর্পণা । বিস্মিত হ’চ্ছ কেন রাজকুমার ? আমি তোমারই সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছি ! ভূমি এক কথায় আমায় পরিত্যাগ ক’রে চ’লে আসতে পার,—কিন্তু আমি তোমায় পরিত্যাগ করি কেমন ক’রে ?

অরি । আশ্চর্য্য—অতি আশ্চর্য্য ! আমি কিছু বুঝতে পারছি না !
তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছ ?

অর্পণা । হ্যাঁ—এসেছি । তুমি রাজবাটী পরিত্যাগ করবার
অল্পক্ষণ পরেই—আমি সবার অলক্ষিতে অশ্বশালা হ'তে এক দ্রুতগামী
অশ্ব নিয়ে সেনাপতির পশ্চাদভ্রমসরণ ক'রে—একেবারে তোমাদের আশ্রয়ে
উপনীত হ'য়েছি ।

অরি । কারণ ?

অর্পণা । কারণ ? কারণ বোধ হয় তুমি বুঝতে পারবে না !
তুমি পুরুষ মানুষ, সহস্র রমণীর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রে তা'দের সঙ্গে
গোপনে মালা বদল ক'রে—ক্ষণিক প্রেমপিপাসায় উন্মত্ত হ'য়ে তা'দের
পত্নীসম্ভাষণ ক'রে—আবশ্যক ও ইচ্ছামত—লোষ্ট্রখণ্ডের মত—জন্মের মত
তা'দের পরিত্যাগ ক'র্তে পার,—ভুলে যেতে পার,—সে হৃদয়োন্মত্তকারী
প্রণয়ের স্মৃতি হৃদয় হ'তে চিরদিনেব মত মুছে ফেলতে পার,—কিন্তু আমি
রমণী, - আমি তো তা' পারি না সুবরাজ ! উদ্ভানে,—উপবনে,—কক্ষে, —
বাণীতটে নির্জনে ব'সে যা'র সঙ্গে কতদিন প্রেমালাপ করিছি,—প্রেমে
বিভোর হ'য়ে—তা'র করে জীবনযৌবন সমর্পণ ক'রে, “প্রাণনাথ”—
“জীবনসর্বস্ব” ব'লে যখন তা'কে সম্বোধন ক'রেছি, তখন তো এটা
একবার কল্পনায়ও মনে করিনি যে, ঘটনাচক্রে যদি তা'র সঙ্গে এ জীবনে
আর কখনো দেখাসাক্ষাৎ না হয়,—তা'হ'লে আবার অন্য একজনকে
এমনি ক'রে জীবনযৌবন সমর্পণ ক'র'র,—আবার আর একজনের সঙ্গে
এমনি প্রেমালাপে মত্ত হ'য়ে ব্যভিচারিণীর ছায় তা'কে প্রাণপতি ব'লে
সম্বোধন ক'র'র,—আবার নূতন ফুলের মালা গেঁথে তা'র গলায় পরিয়ে
দোবো !

অরি । অর্পণা ! কেন আমার কথা তিরস্কার ক'চ্ছ ? আমি কি

স্বৈচ্ছায় তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি ? তোমার পিতার ইচ্ছা নয়—তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়—

অর্পণা। পিতাব ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখন আর কি আসে যায় কুমার ? স্বার্থপর পিতা যদি কোন পাপস্বার্থের বশে ইচ্ছা করেন, তাঁ'র কত দ্বিচারিণী হোক,—অথবা যত্বপি তিনি কতাব গান্ধর্ব বিবাহের কথা না ভেনে অপরের সঙ্গে ভুলক্রমে কতাব আবাব বিবাহ দিতে চান,—তুমি স্বামী হ'য়ে,—তুমি হিন্দুসন্তান হ'য়ে,—ক্ষত্রিয়সন্তান হ'য়ে,—তুমি কোন্ প্রাণে নিজের ধর্মপত্নীকে—নিজের বিবাহিতা জীবনসঙ্গিনীকে অত্নের অঙ্কশোভিনী হ'তে দিতে চাও ?

অবি। অর্পণা—অর্পণা ! তোমার পায়ে ধ'ছি—আর আমায় লজ্জা দিওনা ! আমি তোমাব নিকট গুণতব অপরাধে অপরাধী,—আমায় মাজ্জনা কর।

অর্পণা। ছি—ছি—তোমাব সকল কাজেই বাড়াবাড়ি ? দাঁড়াও—প্রণাম কবি,—দাও—পায়েব ধুলো দাও ! এমন ক'রে আমার অকল্যাণ ক'র্তে হয় ! (পদধূলি গ্রহণ)

অবি। এখন তুমি কোথায় থাকবে অর্পণা ? জান তো,—আমরা যে ভয়ঙ্কর বিপদজালে জড়িত,—প্রবল শত্রু এসে আমাদের রাজ্য অপহরণ ক'র্তে চায় ? এ অবস্থায় তুমি কি ক'র্তে চাও বল !

অর্পণা। আমায় বাড়ী পৌছে দেবে চল ? ছিঃ—এত ভাবনা কিসের ? হয় হোক না যুদ্ধ,—আসে আসুক না শত্রু আমাদের রাজ্য অপহরণ ক'র্তে,—যান্ না পিতা শত্রুর দাসত্ব ক'র্তে ! তুমি ক্ষত্রিয়বীর, আমিও ক্ষত্রিয়বীরাজনা,—আবশ্যক হ'লে—তুমি আমি দু'জনে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে—ভারতমাতার সেবায় হাসতে হাসতে এ নবীন দম্পতী-জীবন উৎসর্গ ক'র !

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গভাঁক

শিবির-সমুখ।

পারসীক বালকবেশী দিয়ানা।

দিয়ানা। কালিহানি দেশে চ'লে গেল,—এই স্মরণ! যেমন ক'রে হোক—আজ এখানে এদের সঙ্গে মিশতে হবে। ক'দিন ধ'রে চেষ্টা ক'ছি—কিছুতেই পাচ্ছি না! আচ্ছা—কেন এমন ক'ছি? সত্যই কি আলেকজান্দারকে আমি হত্যা ক'র্তে পারব না? স্পার্টান রমণীর হৃদয়জাত ভীষণ প্রতিহিংসানল—তবে কি কখনো নির্দোষ হবেনা? সে অনলে কি নিজেই দগ্ধ হ'তে থাকবে? কালিহানি ব'ললে—আমি আলেকজান্দারকে এখনও ভালবাসি,—খুব—খুব ভালবাসি! মন! সে কি সত্য কথা? “হ্যাঁ-সত্য”! সত্য! সত্য! আমি আলেকজান্দারকে,—আমার পরম শত্রুকে,—যে আমার স্বৈচ্ছা-প্রদত্ত ভালবাসার পরিবর্তে আমাকে পদাঘাত ক'রে দূর ক'রেছে,—তা'কে ভালবাসি? তা'হ'লে—ওরে কদর্য মন! স্পার্টান রমণীর এই শেষ কথা,—এই ছুরি যদি আলেকজান্দারের বক্ষরক্তপান না ক'র্তে পারে,—দিয়ানার বক্ষরক্তে একে রঞ্জিত ক'রব!

(বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা। বাঃ—বাঃ। কেয়া খুপ্‌সুরং! কে তুমি ছোকরা? না—না ছোকরা নয়—সাক্ষাৎ ছুকরী! না না—তাওতো নয়—ছোকরাই তো! কিন্তু মুখখানা যেন ছুকরী ছুকরী গোছের নয়?

দিয়ানা। কি খাঁ সাহেব? চোখে খাঁদা দেখছেন নাকি?

বিশা । দেখছি বইকি বাপ্ ! ব্যাপার কি বল দিকি ?

দিয়ানা । ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয় । খুব অল্প বয়সে মাম'রে গেছে, বাপের কাছেই মানুষ হ'চ্ছিলুম,—খোদার রূপায় বীরবর সেকেন্দার শাহ পারস্তে এসে লড়াই শুরু ক'লেন,—পারস্তরাজ্য অধিকার ক'লেন,—আর তাঁ'র উন্নত সৈন্যদেব ককণায় আমার নিরীহ বাপ বর্ষার আঘাতে প্রাণ দিলেন,—আর ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পার্দিপলিতে আমাদের কতকাল—কতকালের বাড়িখানিও পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল !

বিশা । তা'রপর ?

দিয়ানা । তা'রপর—একা অসহায় বালক—আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিবে লাগ্লেম ! সৈন্যদের অর্দ্ধভুক্ত পরিত্যক্ত রুটী খেয়ে জীবনধারণ ক'চ্ছিলেম । একজন ব'লে দিলে—মহাত্মা বিশা খাঁর শরণাপন্ন হও,—তিনি তোমায় একটা চাকরিও অন্ততঃ ক'রে দেবেন ।

বিশা । পারস্তে কি তোমার কেউ নেই ?

দিয়ানা । কেউ না । আমার কেবল আমিই আছি ।

বিশা । ছেলুমানুষ—যুদ্ধক্ষেত্রে অল্প কাজকর্ম কি ক'র্কে ?

দিয়ানা । যে কাজ দেবেন—যা' ক'র্ত্তে ব'লবেন—তাই ক'র্ম । আপনার গা হাত-পা টিপ্,—আপনার শিবিরে গ্রহরীর কাজ ক'র্ম,—যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ বহন ক'র্ম,—আবশ্যক হ'লে আপনার তরবারি নিয়ে—

বিশা । আমারই গলায় বসাবে নাকি ?

দিয়ানা । পারসীকদের পক্ষে সে কার্য্য অসম্ভব নয়,—তবে আমি তা'তে অভ্যস্ত নই । আবশ্যক হ'লে আপনার শত্রুবধ ক'র্ম !

বিশা । তুমি আমার কাছেই থাক । এ যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য গ্রহরীর কাজ ভিন্ন অল্প কোন কাজ নাই,—আপাততঃ এখানে তাই ক'র্ত্তে হবে । তবে—তোমার এমন সুন্দর চেহারা,—তোমাকে আমি

তেমন পরিশ্রমের কাজ কিছু ক'র্তে দেবোনা । দেখ—তোমার মতন একজন চতুব বালকের আমার বিশেষ প্রয়োজন—

(আলেকজান্দারের প্রবেশ)

আলেক । আমারও খুব বিশেষ প্রয়োজন ! খাঁ সাহেব ! তুমি আমায় অনেক দিয়েছ,—তুমি আমায় পারস্তরাজ্য দিয়েছ,—তুমি আমায় রক্ষণার মতন নারীরত্ন দিয়েছ,—তুমি আমায় সিরাজি দিয়েছ,—তুমি আমায় এ বালকটা দাও !

বিশা । আপনি এর মধ্যে এর সন্ধান পেলেন কি ক'রে সম্রাট ?

আলেক । সন্ধান অনেকক্ষণ পেয়েছি । আমার শিবিরের ধাবে অনেকক্ষণ ঘুজিল ! কি বল বালক,—আমার কাছেই যাবার উদ্দেশ্য ছিল না তোমার ?

দিয়ানা । মিথ্যা কথা বল'ব না সম্রাট ! প্রাণে আমার বহুদিনেব হুরাশী,—আমি সম্রাট আলেকজান্দারের পদসেবা ক'র্কে,—কিন্তু একেবারে অতটা সাহস করি কেমন ক'রে ?

আলেক । সাহসের কোন প্রয়োজন নেই ! আমার কাছে সুন্দর মুখের বড় আদর ! আমার পদসেবার কোন আবশ্যক নেই । কেবল আমার কাছে ব'সে আমার সঙ্গে গল্প ক'র্কে,—আমাকে সিরাজি ঢেলে দেবে, —আমি তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি কেবল বিভোর হ'য়ে দেখ'ব ?

দিয়ানা । (স্বগত) কালিস্থানি ! সত্যই কি তুমি অন্তর্যামী ? একি মন ? একি দুর্বলতা ?

আলেক । চূপ্ ক'রে রইলে কেন ? ও—বুঝেছি ! খাঁ সাহেব ! তুমি অহুমতি না দিলে—ও তো যেতে পার্কে না !

বিশা । সেকি কথা সম্রাট ? যাও বালক,—তোমার জোর
১৬২]

নসীব,—সম্রাটের রূপাদৃষ্টিতে প'ড়েছ! প্রাণপণে সম্রাটের সেবা কর
—তোমার ভাল হবে।

দিয়ানা। নিশ্চয়ই ভাল হবে—আমার মনের বহুদিনের আশা
এইবার পূর্ণ হবে। আসুন সম্রাট—আপনি ক্লান্ত হ'য়েছেন দেখছি—
আমার স্কে ভব ক'বে বিশ্রাম-শিবিরে চলুন!

আলেক। তাই চল বালক—অনেকক্ষণ সিরাজি পান করিনি—
তুমি একটু টেলে দেবে চল!

বিশা। সম্রাট! আজ আর পান ক'রেন না—আপনার নেশা
হ'য়েছে,—আপনি টলছেন দেখছি!

আলেক। কই বালক—আমায় ধ'লেন না? তুমি তো দেখছ—আমি
বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—

(দিয়ানার আলেকজান্দারকে বাহুপাশে বেঁধেন)

দিয়ানা। উঃ—

আলেক। কষ্ট হ'চ্ছে? না—না—আমায় ছেড়ে দাও—আমি
ঠিক যাব—তুমি কষ্ট কোরোনা!

দিয়ানা। কষ্ট—সম্রাট? এ হতভাগ্যজীবনে এই আমার স্বর্গসুখের
প্রথম আবাদন! এই মহাসুখ ভোগ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে সত্যি আমার এখনি
ম'র্ত্তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—

[আলেকজান্দারকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

বিশা। ছোকরা খুব খলিফা! কিন্তু—বেড়ে মুখখানি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাক



প্রান্তর—অদূরে আলেকজান্দারের শিবির ।

শত্রুধারী মাসিদন সৈনিক ।

মা-সৈ । (পদচারণ করিতে করিতে) একেই বলে দাসত্ব ! একেই বলে হুঃখের জীবন ! রাত্রিকালেও নিস্তার নেই ! যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তত কষ্টকর নয়,—কিন্তু—এই একস্থানে একা প্রহরীর কার্য্য করা, বিশেষতঃ এই রাত্রিকালে,—এ যথার্থই প্রাণান্তকর ! আর পারিনা ! (ভূতলে উপবেশন) যুমে চক্ষু *জড়িয়ে প'ড়ছে—দেহ আর বয়না ! কোথায় শত্রু—এই দ্বিপ্রহর রাত্রে ? দিবা জ্যোৎস্নারাত্রি,—তায় মধুর বাতাস বইছে ! এইখানেই একটু বিশ্রাম ক'রে নিই ! (অন্ত রাখিয়া ভূতলে শয়ন)

(হেপােস্টেনের প্রবেশ)

হেপা । যে যা' বলে বলুক—আমি পারসীক সৈন্যদের অকপটে বিশ্বাস ক'র্ত্তে পার্কিনা ! বিশেষতঃ রাত্রিকালে সতর্ক প্রহরীর কার্য্যে আমি কিছুতেই তা'দের থাক্তে দিতে পার্কিনা ! অত্ৰ কোন দোষ তাদের না থাক্—তা'রা তো বিশা খাঁর দেশের লোক বটে ? একি ? সম্রাট-শিবিরের এত কাছে কোনও প্রহরী নাই কেন ? ঐ যে—কে একজন ম্লাটীতে প'ড়ে না ? (নিকটে অগ্রসর হইয়া নিরীক্ষণ) ছি—ছি—মাসিদন সৈনিক এমন কর্তব্যজ্ঞানশূন্য ? চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখে এলুম—সকলেই সতর্ক হ'য়ে পাহারা দিচ্ছে,—আর ঐ হতভাগ্য সমস্ত

দায়িত্ব দূরে নিক্ষেপ ক'রে—অকাতরে মাটিতে প'ড়ে নিদ্রামগ্ন ? না—
না—জাগাব না ! ঘুমোও ! আহা ! হতভাগ্য বড় পরিশ্রান্ত,—তাই
শোকসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী বড় যত্নে তাঁ'র কোমল শান্তিময় ক্রোড়ে
আশ্রয় দিয়েছেন ! ঘুমোও ভাই—ঘুমোও ! আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র
পিতা-মাতা জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে কোন্ সুদূর প্রদেশে চ'লে এসেছ,—
কতদিন—কতদিন পরে আবার তা'দের সঙ্গে মিলিত হবে,—হবে কি না
তা' নিয়তিই জানেন, করুণাময়ী স্বপ্নদেবীর সাহায্যে—এই অবসরে
প্রাণভরে তা'দের সঙ্গে আলাপ ক'রে কঠোর আত্মজনিবিরহঃখ
ক্ষণেকের জন্ত বিস্মৃত হও,—আমি নিশ্চয় অন্তরে তোমার সে মহাস্বখে
বাধা দোবো না ! ঘুমোও ভাই—তুমি প্রাণভরে ঘুমোও ! তোমার
কার্যভার আমিই সানন্দচিত্তে বহন ক'চ্ছি ! (নিদ্রিত সৈনিকের পার্শ্বে
দণ্ডায়মান) সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী* রজনী ! নিশ্চল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের
কি পবিত্র প্রাণাভিরাম শোভা ! মনে পড়ে—সেই শৈশবের কথা,—
যখন স্নেহময়ী জননীর কোলে শুয়ে উন্মুক্ত আকাশের ঐ চাঁদের পানে
একবার চেয়ে দেখতাম,—একবার মা'র মুখের পানে চেয়ে দেখতাম !
তখন মনে হ'ত,—ঐ চাঁদের শোভায় সন্তানের হৃদয় তৃপ্ত হয় না,—স্বর্গ-
সুখার আধার জননীর মুখচন্দ্রে পৃথিবীর সকল তৃপ্তি,—সকল সুখশান্তি,—
সকল আনন্দ নিহিত ! তাই মাতৃহারা সন্তান—মা'র অদর্শনে এত
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে,—পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই—যা' দিয়ে তা'কে মার
মুখ ভোলানো যায় !

(অবগুষ্ঠনবতী রক্ষণার প্রবেশ ও হেপান্তেনকে বাহুপাশে বেঁধেন)

হেপা । আহা—কে গো তুমি কোমলতাময়ী ? এই নির্জনে নিশীথে
সুখাময় চন্দ্রকিরণসেবিত হ'য়ে নিশ্চল নৈশ-সমীরণ-সংস্পর্শে এক অপূর্ব

ভাবরাজ্যে ব'সে যা'র ধ্যানে বিভোর হ'য়েছিলেম,—স্বর্গ হ'তে সেই দেবী কি আমায় বহুদিন বিস্মৃত সেই পবিত্র স্নেহস্পর্শমুখ অনুভব করাতে মুর্ত্তিমতী হ'য়ে ফিরে এলেন ?

রক্ষণা। বল দেখি—আমি কে ? না ব'লতে পারলে—ছাড়ব না !

হেপা। না—ছেড়োনা স্নেহময়ী ! বহুদিন—বহুদিন কোলছাড়া ক'রে রেখেছ,—আর ছেড়ে থেকো না !—বড় যত্নে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে,—স্মৃতিকাগার হ'তে হতভাগ্য সন্তানের জ্ঞান উন্মেষের পূর্বকাল পর্য্যন্ত শয়নে স্বপনে জাগবণে দিবানিশি স্নেহালিস্তনে বদ্ধ ক'বে রেখেছিলে ! তা'রপর একদিন অকস্মাৎ সেই যে অঙ্কচূত ক'রে বেখে কোথায় পালিয়ে গেলে,—আর ফিরে এলে না ! আজ যদি এসেছ মা,—আর চলে যেও না !

রক্ষণা। কা'কে কি ব'লছ হেপাস্তেন ? আমায় কি তুমি চিন্তে পাচ্ছনা ? এই দেখ—জ্যোৎস্নালোকে চেয়ে দেখ, আমি তোমার প্রেমভিখারিণী—আমি তোমার দাসী, বাদী - রক্ষণা !

হেপা। তুমি আমার জননী রক্ষণা ! তুমি আমার অনন্যাতার প্রিয়তমা রক্ষণা ! তুমি আমার সম্রাট্-প্রণয়িনী রক্ষণা ! তুমি এত রাত্রে এখানে কেন মা ?

(দূরে আলেকজান্দারের অলক্ষিতে প্রবেশ)

রক্ষণা। চুপ্ কর—নরপিশাচ ! এখুনি জিভ খ'সে যাবে ! আমি তোমাকে ভালবেসে—তোমার জন্তে পাগলিনী হ'য়ে—দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমাকে জীবন যৌবন উপহার দিতে এসেছি,—আর তুমি—তুমি নির্ভয়—আমাকে এই পাপ সম্বোধন ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'চ্ছ ?

হেপা। হায় হতভাগিনি ! “মা” বলা যদি পাপ সম্বোধন হয়,—সে

পাপে আমি অনন্তকাল নবকে যেতেও প্রস্তুত আছি ! আমি মহাপাপী—যাও—আমাব কাছ থেকে দূবে যাও,—কাবণ, আমি জগতের সমস্ত বমণীকেই আমাব “মা” ব’লে মনে কবি ! এ মহাদোষ আমাব এ জীবনে যাবেনা । যাও—আমায় স্পর্শ কোবোনা । আহা—কি ছুবদৃষ্ট তোমাব ! তুমি বমণীজীবন ধাবণ ক’বে এমন পবিত্র সন্তানস্নেহসুধা পান ক’র্তে চাও না ?

বক্ষণা । তোমাব পায়ে পড়ি—আমায় বক্ষা কব ! আমি তোমাব জন্তু মবি ।

[আলেকজান্দাবেব অলক্ষিতে প্রস্থান ।

হেপা । ছিঃ—মা—ওঠো,—সন্তানকে কি ও কথা বলতে আছে ? যাও—শিবাবে গিয়ে বিশ্রাম কব’গে ।—(বক্ষণাব বোদন)

(অলক্ষিতে দূবে বিশা খাঁব প্রবেশ)

বিশা । (স্বগত) যা’ ভেবেছি তাই ! হু’জনেব খুব প্রেমালাপ চ’লেছে ! তাইতো—সম্রাট্ এ সময়ে গেল কোথায় ? শিবাবে তো নেই ! দেখি কোথায় আছে ! একেবাবে হাতে হাতে ধবিয়ে দিতে গাবি—

[বিশা খাঁর প্রস্থান ।

হেপা । একি ? এখনও দাঁড়িয়ে কাঁদছে ? যাও—নইলে এখানে এ অবস্থায় যদি আমাদের হু’জনকে কেউ দেখে—তা’হ’লে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা !

বক্ষণা । যাক্ছি ! কিন্তু বল তুমি আমার হবে ?

হেপা । তুমি পিশাচিনী—রাক্ষসী ! তোমায় বধ করা উচিত !

রক্ষণা । তাই কর—আমায় এখুনি বধ কর—(জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন) আমি তোমার হাতে ম’রেও সুখ পাব!—কি সর্বনাশ—
সম্রাট আসছেন—

(একদিকে রক্ষণার দ্রুত প্রস্থান । অগ্র দিক হইতে

আলেকজান্দার ও বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা । দেখলেন তো সম্রাট ? আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন না ! এইবার স্বচক্ষে দেখে হাতে হাতে প্রমাণ পেলেন তো ?

আলেক । হেপান্তেন ? কে ও রমণী ?

হেপা । মার্জনা করুন সম্রাট ! ও প্রশ্ন আমায় ক’র্বেন না !

আলেক । তোমার সঙ্গে ওর কি কথা হ’ছিল ?

হেপা । আমায় অনর্থক জিজ্ঞাসা ক’ছেন ! আমি এ সংক্রান্ত কোন কথা ব’ল্‌ব না !

আলেক । এখানে কে প’ড়ে রয়েছে !

হেপা । একজন সৈনিক—ক্লান্ত হ’য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে,—আমি তাই ওর পরিবর্তে প্রহরীর কার্য্য ক’ছিলাম !

বিশা । আর সেই স্রোণে নির্জন স্থানে বেশ প্রেমালাপও চ’ল্‌ছিল !

আলেক । চূপ্‌ কর খাঁ সাহেব ! হেপান্তেন ! তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত,—তা’ বুঝতে পাচ্ছ ?

হেপা । পাচ্ছি ।

আলেক । এবং তুমি দোষী সাব্যস্ত—তা’ও বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ !

হেপা । পাচ্ছি ।

আলেক । তা’হ’লে শাস্তিগ্রহণে প্রস্তুত ?

হেপা। সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত!

আলেক। এস আমাৰ সঙ্গৈ। শিবিবে দববাব ক'বে সকলৈ
সম্মুখে তোমাৰ অপবাধেৰ বিচাৰ হবে।

হেপা। যথা আজ্ঞা।

[আলেকজান্দাৰেৰ ও হেপাষ্টেনেৰ প্ৰস্থান।

বিশা। বাস্—আব কি? এইবাব একটা প্ৰধান কণ্টক দূৰ
হ'ল। সমাট্ কি ওব প্ৰাণদণ্ড ক'ৰ্কে না? নিশ্চয়ই ক'ৰ্কে। বেগমেৰ
সঙ্গৈ প্ৰেমালাপ? একি সোজা অপবাধ? এ সৈন্যটা ম'বেছে নাকি?
ওহে—ও বীৰপুৰুষ।

(সৈনিকেৰ তাড়াতাড়ি গাত্ৰোথান)

কি বকম বন দেখি? খুব সবাণ টবাণ পান ক'বেছ নাকি?
একেবাবে মাটিতে শুয়েই অজ্ঞান?

সৈ। মাৰ্জ্জনা ককন ঝাঁ সাহেব। ক'দিন সমস্ত বাজি জেগে
পাহাৰা দিয়ে—দেহ বড অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল—

বিশা। সমাট্ স্বচক্ষে এসে দেখে গেছেন! যাও—থবব নাওগে
—খুব ভাল বকম পুৰস্কাৰেৰ ব্যবস্থা হ'ছে।

সৈ। অপবাধ ক'বেছি—শান্তি গ্ৰহণ ক'ৰ্ক—এব জন্তু আৰ ভয়
কিসেব? আমি নিজেই সম্ৰাটেৰ কাছে যাচ্ছি—

[সৈনিকেৰ প্ৰস্থান।

বিশা। মাসিদনেৰ সকল লোকই বদ্মায়েস্!

[প্ৰস্থান।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক

আলেকজান্দারের শিবির—দরবার সজ্জিত ।

আলেকজান্দার ও দিয়ানা ।

দিয়ানা । সম্রাট্ ! অকস্মাৎ এত রাত্রে দরবারে ব'সছেন যে ?

আলেক । অপরাধের বিচার ক'রব দোস্ত !

দিয়ানা । আবার আমায় দোস্ত ব'লছেন ? আমি কি সম্রাটের দোস্ত হ'তে পারি ?

আলেক । তবে তোমায় কি ব'লে ডাকব বল ?

দিয়ানা । আমার নাম তো ছ'শো বার ব'লেছি ! আমায় “বান্দা” বলুন,—“গোলাম” বলুন,—“কম্বুক্ত” বলুন,—“হুস্মন” বলুন !

আলেক । তোমার এতগুলো নাম আছে—না হয় আর একটা বাড়ল ! তুমি না হয়—আমার দেওয়া নামটাই মঞ্জুর ক'ল্লে ! তুমি “জান,” “পিয়ার,” “দোস্ত,” “কলিজা,”—আমার দেওয়া একটা নামও পছন্দ ক'ল্লে না ? আমার কি ছরদুষ্ট !

দিয়ানা । আপনার যা খুসী তাই বলুন—আপনার কথার ওপোর তো কথা কইতে পার্কেনা ! যাক্ সে কথা,—অপরাধীটা কে জানতে পারি কি ?

আলেক । আমারই এক তোমার মতন দোস্ত !

দিয়ানা । তা'হ'লে আপনার সঙ্গে দোস্তিও তো বড় দায়ের কথা ! দোস্ত হ'য়ে যদি একটা-আধটা অপরাধ ক'রে ফেলি,—তা'হ'লে তো মার্জনা ক'রেন না ! কি অপরাধ তাঁ'র ?

আলেক। অপরাধ—এখনি তো জান্তে পার্কে! দাও—একটু
সিরাজি দাও!

(সিংহাসনে উপবেশন ও দিয়ানাকর্জুক সিরাজি প্রদান)

(সৈন্তগণ, বিশা খাঁ ও রক্ষণার প্রবেশ)

আলেক। খাঁ সাহেব! আপনার অভিযোগ ব্যক্ত ক'র্তে পারেন!
বিশা। সম্রাট! অপরাধী কই? কা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'র্ক?
আলেক। অপরাধী আসেনি? তা'কে কি সংবাদ দেওয়া হয়নি?
বিশা। সেকি সম্রাট? আপনি কি তা'কে নজরবন্দি ক'রে
রাখেন নি?

আলেক। তা'তো কেউ আপনারা বলেন নি!

বিশা। সর্বনাশ! তবে সে এতক্ষণে বহুদূরে পালিয়ে গেছে!

আলেক। তা' কি সে পারে খাঁ সাহেব? সে'তো জানে—সে
অপরাধী সাব্যস্ত,—সে জানে এখনি তা'র অপরাধের বিচার হবে,—তবে
সে এখনও আসছে না কেন—সেটা আশ্চর্যের কথা বটে!

(হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা। মার্জনা করুন সম্রাট! আমি জান্তেম না- আপনি
এ দাসকে এই রাত্রিকালেই স্মরণ ক'র্কেন।

আলেক। হেপাস্তেন! স্থির হ'য়ে দাঁড়াও। তোমার বিরুদ্ধে যে
গুরুতর অভিযোগ এখনি ব্যক্ত হবে,—তুমি ইচ্ছা হয়—আত্মরক্ষার্থ তা'র
প্রতিবাদ ক'র্তে পার।

হেপা। অভিযোগের প্রয়োজন নেই সম্রাট! আপনি যদি আমায়
অপরাধী বিবেচনা ক'রে থাকেন—আমায় উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন!

আলেক । তা' হ'তে পারে না,—তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য ক'র্ত্তে আমি বাধ্য নহি । বিশা খাঁ—বিলম্ব ক'র্ষেন না !

বিশা । হেপাস্তেন সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক আছে সম্রাট্—একে একে সবগুলি ব'ল'তে গেলে সম্রাটের ধৈর্য্য থাক্বে না !

আলেক । না—সে সবের পুনরুক্তি প্রয়োজন নেই । সে তো অবসর পেলেই আপনি প্রত্যহ ব'লে থাকেন । তবে সমবেত কর্ম্মচারি-মণ্ডলি ! আপনারা যদি শুন্তে চান্—আমি সংক্ষেপে বলি ! খাঁ সাহেব বলেন—

বিশা খাঁ । আমি শুধু একা বলি না,—আপনাবা অনেকেই তো বলেন—

আলেক । হেপাস্তেন সাহেব আমার সমগ্র সেনানীকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহচরণ ক'র্ত্তে গোপনে উত্তেজিত ক'রে থাকেন ।

সৈ-গ । মিথ্যা কথা ! হেপাস্তেন না থাকলে আমরা এতদিনে কোন্‌কালে বিদ্রোহী হ'তাম !

বিশা । তা'র কারণ ?

জবৈনক সেনানায়ক । তা'র কারণ খাঁ সাহেব ! আপনাদের আগমন ! তা'র কারণ,—শটনৈঃ শটনৈঃ দেবচরিত্র সম্রাটের আমাদের প্রতি বিরাগ ! তা'র কারণ,—সম্রাটের দিবারাত্রি সিরাজি পান,—মুন্দরীর উপাসনা,—আর সেইজন্য আমাদের অভাব অনুযোগে কর্ণ-পাতের সময়াভাব !

বিশা । শুধুন সম্রাট্ ! কথাগুলো শুধুন এবং সেই সঙ্গে বুঝে যান—এ সমস্ত হেপাস্তেন সাহেবেরই প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি কিনা !

সেনানায়ক । না—এ সমস্ত আমাদেরই প্রাণের কথা ! হেপাস্তেন

সাহেব ববং এ সমস্ত কথা আমাদের ভুলিয়ে দিতে দিনবাত্রি চেষ্টা ক'চ্ছেন!

বিশা। আচ্ছা—তাই না হয় মেনে নিলেম। কিন্তু সম্রাট! এই আপনাব নূতন বালক ভূতটাকে সেদিন গোপনে হেপাস্তেন সাহেব কি পবামর্শ প্রদান ক'ছিলেন,—আমাব কথা বিশ্বাস না হয়, বালককেই না হয় জিজ্ঞাসা করুন!

আলেক। বালক। তুমি সত্য কথা ব'লবে কি?

দিয়ানা। সম্রাট। দববাবে দাঁড়িয়ে আপনাব সম্মুখে মিথ্যাকথা বলে তো নিস্তাব পাব না। বিশেষতঃ হেপাস্তেন সাহেব গোপনে পবামর্শ দিতে গিয়ে যখন বিশা খাঁ সাহেবেব প্রথমে দৃষ্টি থেকে এড়াতে পাবেন নি,—তখন সত্য কথা বলা ভিন্ন আর আমাব উপায় কি?

আলেক। কি পবামর্শটা দিছিলেন শুনি।

দিয়ানা। সাহেব আমাকে ব'লেন,—“সম্রাট যখন তোমাব হাতেই সিবাজি পান কবেন—তখন মুহুমূর্ত্তঃ তাঁ'কে সিবাজি না দিয়ে—”

বিশা। একটু তা'তে বিষমিশ্রিত ক'বে একবার দিতে,—কেমন এই তো?

দিয়ানা। আপনাব মনেব ইচ্ছাটা আপনি সবলপ্রাণে ব্যক্ত ক'ল্লেন বটে,—কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে হেপাস্তেন সাহেব অতটা আপনাব মত উদার হ'তে পারেন নি! উনি ব'ল্লেন,—“অনববত সিবাজি পান ক'রে সম্রাটের দেহ অত্যন্ত অসুস্থ হ'বে প'ড়েছে,—এক একবার সিবাজির পবিবর্ত্তে বেদানা কিম্বা যদি আঙ্গুবেব সববং ক'বে দাও,—কিম্বা অন্ততঃ সিবাজির সঙ্গে অধিক পরিমাণে মিশিয়ে খাওয়াতে পার,—”

আলেক। বল কি বালক! তুমি ঐ পরামর্শমত কার্য্য ক'রে আমার সুস্থ প্রতারণা ক'চ্ছ নাকি?

দিয়ানা। বিশ্বাস করুন সম্রাট—আমি এখনও তা' ক'র্তে পারিনি !
 যদিও হেপাস্তেন সাহেব আমাকে রাশি রাশি আঙ্গুর বেদানা এনে
 দিয়েছেন বটে,—কিন্তু আমার মনে সে ইচ্ছা থাক্লেও—আমি স্নযোগ
 অভাবে সে কার্য্য ক'র্তে পারিনি !

আলেক। কেমন হেপাস্তেন—এ বালকের কথা সত্য ?

হেপা। সম্পূর্ণ সত্য সম্রাট !

বিশা। হ্যাঁ—তা' হ'তে পারে বটে ! সম্রাটের বড় দরদী বন্ধু
 কিনা ! আঙ্গুর বেদানা মিশিয়ে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্ছেন—মেশানো
 কার্য্যটা গোপনে চ'লতে পারে কিনা ! তা' এ সব গুলো না হয় এক রকম
 কেটে কুটে গেল,—কিন্তু আজ রাত্রে এই অবলা স্ত্রীলোকটাকে ভুলিয়ে
 নিৰ্জ্জনে—

হেপা। চুপ্ ক'বে থাক্ নরাদম—তোর কোন কথাই আমি উত্তর
 প্রদান ক'রো না ! অভিযোগ ক'র্তে এসেছি—তোর যা বলবার
 সম্রাটকে বল—আমাকে কোন কথা বলতে পাবিনা, অথবা প্রশ্ন
 ক'র্তে দোবোনা !

বিশা। দেখুন—দেখুন সম্রাট—আপনার সামনে স্পর্ধাটা দেখুন !

আলেক। রাজদরবারে অভিযুক্ত হ'লে—অপরাধী বোধ হয় এই
 রকমই ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে থাকে ! হেপাস্তেন ! আমি তোমাকে
 প্রশ্ন ক'লে কি তুমি আমাকে এই প্রকার অসম্মান ক'র্বে ?

হেপা। (জাহ্নু পাতিয়া) আপনি সম্রাট—আপনি অন্নদাতা—
 প্রতিপালক—দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা—ভাগ্যবিধাতা—ঈশ্বরের প্রতিনিধি,
 —আপনি যদি আমাকে পদাঘাত করেন—তা'হ'লেও আমার তিলমাত্র
 ভাবান্তর দেখতে পাবেন না !

বিশা। শক্ত মাটি আর নরম মাটিতে তফাৎ আছে বই কি—

আলেক । চূপ্ কবন খাঁ সাহেব ! ভাল—হেপাস্তেন ! গভীর বাত্রে নির্জন প্রান্তরে তুমি আমাব প্রণয়িনী বক্ষণাকে কি জ্ঞাত আহ্বান ক'বেছিলে ?

হেপা । সম্রাট্ ! অবাধা ভূতাব প্রগল্ভতা মার্জনা করুন—আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাব প্রয়োজন নাই । আমি আপনাব চক্রে অপবাধী—এখনি আমাব প্রাণদণ্ডেব আদেশ প্রদান কবন । আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বল্ না !

আলেক । বক্ষণা । তুমি তবে সকলেব সম্মুখে হেপাস্তেনের আচরণ প্রকাশ কব,—উনি নিজে কোন কথা বল্বেন না—দেখছি !

বক্ষণা । (কম্পিতদেহে) সম্রাট্—আমি—আমি—

বিশা । ভয় কি—বল না—সম্রাট যখন আদেশ ক'ছেন বল না !
আহা ! অবলা স্ত্রীলোক—ভয়েই সাবা হ'য়ে গেল !

বক্ষণা । আমি—আমি কিছু বল্তে পার্কনা—আপনি যা হয় বলুন—আপনি যা হয় কবন খাঁ সাহেব—

বিশা । সম্রাট্ ! দেখছেন—দেখছেন—অবলা রমণী বড় ভয় পেয়েছেন,—দেখুন—দেখুন—ভয়ে কাঁপছেন,—লজ্জায় বাক্‌বোধ হ'য়ে গিয়েছে ! যদি অহুমতি কবেন—আমি গুঁর হ'য়ে না হয় অভিযোগটা ব্যক্ত কবি !

আলেক । তাই করুন । আমাব আব দৈর্ঘ্য থাক্ছে না—এখনি বিচারকার্য্য শেষ ক'রে বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের যথাযোগ্য শাস্তিপ্ৰদান করি !

বিশা । সম্রাট্ ! সুন্দরী যেদিন প্রথম আপনার আশ্রয়ে এসে পড়েন—সেইদিন থেকেই হেপাস্তেন সাহেব গুঁর অপূৰ্ণ রূপলাবণ্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন !

আলেক । আপনি কি ক'রে জানলেন ?

বিশা । ঔঁব চালচলনে—আচাব-ব্যবহাবে—কথাবার্তায় আমি বুঝে নিয়েছিলুম সম্রাট !

আলেক । কা'র ? বক্ষণা বিবিব ?

রক্ষণা । না—না—আমি—আমি—

বিশা । চুপ্ কব বক্ষণা—সম্রাট বোধ হয় একটু অগ্ৰমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছেন ! সম্রাট ! একটু মনোযোগ ক'বে শুনুন,—হেপাত্তেন সাহেব—রক্ষণাব রূপে মুগ্ধ হ'য়ে—

দিয়ানা । শেষে থাকতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন চাবিদিকে সতর্ক সৈন্যসামন্তবা শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা ক'চ্ছিলেন—তখন ঐ সুন্দবীকে আহ্বান ক'বে—প্রাণেব প্রেমটা উন্মুক্ত প্রান্তবে বাক্ত ক'বেছিলেন—

বিশা । ঠিক—ঠিক ব'লেছ বালক ! পরিকাব ব'লেছ—এই হ'ল অভিযোগেব একেবারে সঠিক সারাংশ ! তা'বপব—সম্রাটকে আমি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলেম—বক্ষণা সুন্দবী হেপাত্তেনের আচরণে কি রকম ক্রুদ্ধ হ'য়ে সে স্থান পরিত্যাগ ক'চ্ছিলেন—

আলেক । কিন্তু হ'জনেব কি কথাবার্তা হ'য়েছিল—সেটা তো কিছুই জানতে পাল্লেম না ।

বিশা । সেটা আব জান্বাব আবগুক কি সম্রাট ? সেটা তো সহজেই অনুমান ক'রে নিতে পারা যায় !

আলেক । হেপাত্তেন ! কেন আর মিথ্যা গোপন ক'চ্ছ ? এখনও সত্য কথা প্রচার ক'রে নিজের মহত্ত্ব প্রচার কর ।

হেপা । সম্রাট ! হয় আপনি আমাকে এখনি শান্তি প্রদান করুন,—নইলে আমি নিজেই আপনার সম্মুখে শান্তিপ্রার্থনা ক'র'—

(স্বরবারি কোষযুক্ত করণ)

আলেক । এখুনি তরবারি কোষবদ্ধ কর হেপাস্তেন—সম্রাটের আদেশ অবজ্ঞা ক’রে তা’র মর্যাদার হানি কোরোনা ! হেপাস্তেন—হেপাস্তেন—তুমি এমন ? তুমি কি মানুষ ? কিম্বা তুমি নরাকারে—! আচ্ছা—দেখি—শেষ পর্য্যন্ত দেখি ! বক্ষণা—বক্ষণা । তুমি সত্য কথা বল—হেপাস্তেন তোমাকে নির্জনে আহ্বান ক’বে কি ব’ল্ছিল ? বল—বল—

বক্ষণা । সম্রাট—সম্রাট—সে কথা আমি ব’লতে পার্কিনা ! নবাবম হেপাস্তেন সাহেব—আমাব বড় অপমান ক’বেছে,—অবলা স্ত্রীলোককে অকথ্য ভাষায় মস্মাহত ক’বেছে ! মহাপাপীকে শাস্তি দিন, সম্রাট—এই আমাব মিনতি !

আলেক । কিন্তু কি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ ক’বে তোমার অপমান ক’বেছে—একবার কষ্ট ক’বে সেটা ব’ল্বে না সুন্দরি ?

বক্ষণা । আমি কিছুতেই তা’ ব’লতে পার্কিনা !

আলেক । এ বড় বিষম বিপদের কথা ! তুমিও ব’ল্বে না—হেপাস্তেন সাহেবও ব’ল্বে না ! তা’হ’লে আমি কি সে কথা শুন্তে পাবনা ?

(মাসিদন সৈনিকের প্রবেশ)

মা-সৈ । কেউ না বলেন—আমাব কাছে শুইন সম্রাট !

বিশা । হ্যা—হ্যা—এই ব্যক্তি তো সেখানে নিদ্রার ভাগ ক’রে শুয়েছিল ! সম্রাট ! খোদা একজন ঠিক সাক্ষ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন ! মনে নাই সম্রাট—একে নিদ্রিত দেখে—এব স্থানে হেপাস্তেন সাহেব পাহারা দিচ্ছিলেন ? চমৎকার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে !

মা-সৈ । আমার মতন সাক্ষ্য জগদীশ্বর ভিন্ন আর কোথাও পাবেন না সম্রাট !

আলেক । বেশ কথা—তুমি কি শুনেছ বল !

মা-সৈ । সম্রাট্ ! অত্যন্ত শ্রান্ত হ'য়ে আমি সেইস্থানে ক্লান্তিদূৰ কৰাব জন্ত কৰ্ত্তব্যে অবহেলা ক'বে মাটীতে শুয়ে প'ড়েছিলেম । শোবা-মাত্রই আমি নিদ্রামগ্ন হ'য়ে পডি । অকস্মাৎ বমণাব কাতব-ক্রন্দনে আমাব নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে চোখ চেয়ে দেখি, হেপাস্তেন সাহেব সেই স্থানে ঘাড হেঁট ক'বে দাঁড়িয়ে আছেন,—আব ঐ সুন্দবী সাহেবেব পায়েব তলায় ব'সে কেঁদে কেঁদে ব'লছেন,—“আমি তোমায ভালবাসি—তোমায জন্ত আমি মবি—তুমি আমায় বক্ষা কব—”

বক্ষণা । অ্যা—অ্যা—না—না—আমি—আমি—

বিশা । মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা । হেপাস্তেন সাহেব ওব হ'য়ে প্রহবীৰ কাৰ্য্য ক'বেছিল,—উপকায ক বেছিল,—সেইজন্ত—বুঝেছেন সম্রাট্ ?

আলেক । তা' বুঝতে পাচ্ছি ! তাবপব সৈনিক ! হেপাস্তেন কি ব'ল্লেন ?

মা-সৈ । সম্রাট্ ! হেপাস্তেন যা ব'ল্লেন—তা' হেপাস্তেনেবই যোগ্য কথা,—তা' সম্রাটেব বজুব যোগ্য কথা,—তা' দেবতায যোগ্য কথা ! সুন্দবী যতই প্রেমভিক্ষা কবেন,—হেপাস্তেন ততই বলেন,—“মা ! আমি তোমায সন্তান,—আমাকে ওকথা ব'লতে নাই !”

আলেক । (সিংহাসন হইতে অবতবণ কবিয়া সৈনিকেব হস্ত ধৰিয়া) চতুব সৈনিক ! তোমায এত দূব স্পন্ধা—তুমি আমাব সম্মুখে এমন ভযানক কথা ব'লতে এসেছ ?

মা-সৈ । সম্রাট্ ! সত্য কথা ব'লেছি—মহাপ্রাণ হেপাস্তেন সাহেবেব অপূৰ্ণ দেব-চবিত্র সৰ্বসমক্ষে প্রচার ক'রেছি,—আমায শান্তি দিন—আমায মনে কোন দুঃখ নাই !

হেপা । সম্রাট্ ! সৈনিক আমাব প্রতি দয়া-পববশ হ'য়ে আমার জীবন বক্ষা কর্কাব জন্ত মিথ্যা কথা ব'লেছে ! ওকে মার্জনা ককন । ওব সমস্ত মিথ্যা কথা ! সম্রাট্ ! বিশা খাঁব কথাই সমস্ত সত্য ! আমিই এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দোষী—আমাব প্রাণদণ্ড ককন । আর দোষী হই—নির্দোষী হই,—আমাব চবিত্রে সম্রাট্ যখন সন্দেহ ক'রেছেন,—তখন আমাব এ পাপজীবনধাবণে কোনও প্রযোজন নাই । সম্রাট্ ! আমায় শাস্তি দিন !

আলেক । তোমাব শাস্তি দোবোনা ? খুব শাস্তি দোবো ! হেপাস্তেন ! হেপাস্তেন ! তুমি এমন ? আমি জান্তেম—তুমি আমাব বাগ্যবদ্ধ,—তুমি আমাব স্নহদ,—আমাব সহোদবেব সমান । কিন্তু আজ জান্লেম—হেপাস্তেন ! তুমি—তুমি—তুমি আমাব পিতাব অধিক,—তুমি আমাব গুরুব অবিক,—তুমি নবাকাবে সাক্ষ্য দেবতা । তুমি আমাব পূজ্য,—তুমি আমাব আবাস্য,—তুমি আমাব একমাত্র শিক্ষাদাতা !

সৈ-গণ । জয় সম্রাট্ আলেকজান্দাবেব জয় !

হেপা । এঁয়া—এঁয়া—একি ! একি ! সম্রাট্ ! আপনি কি ব'লছেন ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি ?

বিশা । এঁয়া—একি হ'ল ? সম্রাটেব কি মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল নাকি ?

আলেক । ইঁয়া—মস্তিষ্ক বিকৃতই বটে খাঁ-সাহেব ! সৈনিক ! হেপাস্তেন সাহেবেব কার্যেব তুমি যেকপ সাক্ষ্য,—আমি নিজে তা'র অপেক্ষা আরও অধিক সাক্ষ্য ! আমি অনেকদিন হ'ল—খাঁ-সাহেবেব কথায় হেপাস্তেনেব চরিত্রে একটু সন্দেহান হ'য়েছিলেম,—রক্ষণা স্বন্দরীর হেপাস্তেনেব প্রতি আচার-ব্যবহারে অলক্ষিতে হু'জনেব প্রতি প্রথর দৃষ্টি

রেখে আসছিলাম ! দৈবাৎ গতরাত্রে আমি রক্ষণা স্ত্রন্দরীকে একাকিনী অবগুষ্ঠনবতী হ'য়ে বাহিরে চ'লে আসতে দেখে—অতি গোপনে স্ত্রন্দরীর পশ্চাদ্ভ্রমসরণ করি ! এসে যা' দেখ্লেম,—যা' শুন্লেম,—তা'তে আমার হৃদয়ে এই উদার হৃদয় বন্ধুর প্রাতি যে কি অপূর্ব ভক্তিশ্রদ্ধাভাবের উদয় হ'ল, তা' আমি প্রকাশ ক'র্ত্তে অসমর্থ !

রক্ষণা । উঃ—না—না—আমি আর এখানে থাকতে পার্কনা !
আমি পালাই—পালাই—

বিশা । কোথায় যাবে রক্ষণা ? তোমার আমার বিরুদ্ধে এ সমস্ত বড়যন্ত্র হ'য়েছে বুঝতে পাচ্ছনা ? দেখিনা—সম্রাট্ আরও কতদূর বেড়ে ওঠেন ! বাঃ—বাঃ—দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ ! খুব স্মৃতিচার ক'ল্লেন বটে ! অপরাধীর খুব শাস্তিবিধান ক'ল্লেন বটে !

আলেক । শাস্তিবিধান হবে বইকি খাঁ-সাহেব ! হেপাস্তেন ! ভাই ! এস—শাস্তি গ্রহণ কর ! এই নাও,—শুকদত্ত মন্ত্রপুত্র বিশ্বজয়ী এই অসি ধারণের তুমিই যোগ্য,—আজ হ'তে এ অসি তোমার হস্তে শোভিত হোক ! আর ঐ সিংহাসন,—ঐ সিংহাসনে তোমার মতন দেবতার স্থান হওয়াই কর্তব্য ! এস—ঐ সিংহাসনে আমি তোমাকে বসিয়ে—তোমার পদতলে আমি আসন গ্রহণ করি ।

রক্ষণা । তাই করুন,—তাই করুন সম্রাট্ ! আমি কিন্তু ও মহা-পাপীর মুখদর্শন ক'র্ত্তে পার্কনা ! বন্ধুর মর্যাদা উনি খুব রক্ষা ক'রেছেন বটে,—কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করুন,—রমণীর মর্যাদা উনি এমন ক'রে নষ্ট ক'ল্লেন কেন ? আমি এই বিশ্ববিজয়ী রূপরাশি নিয়ে—এই বুক-ভরা প্রেমের ডালি নিয়ে—ওঁকে এতদিন ধ'রে সাধাসাধি ক'ল্লেম,—লজ্জা-মান-ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে রমণী হ'য়ে ওঁর পদতলে উপহার দিলেম,—নিষ্ঠুর নর-পিশাচ আমাকে

মাতৃ-সম্বোধনে উপেক্ষা ক'ল্লো ? ওব সর্বনাশ হোক,—সর্বনাশ হোক,— (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

বিশা । এ্যা—একি ? কি হ'ল ! বক্ষণা—বক্ষণা—কি ক'ল্লো বক্ষণা ? সম্রাট্—সম্রাট্—দেখুন—দেখুন,—আপনাব বক্ষণা আত্মহত্যা ক'ল্লো !

আলেক । ইচ্ছা হয়—তুমিও ওব সহগামী হ'তে পাব ! ও স্বেচ্ছায় মানে মানে চ'লে গেল—ভালই হ'ল,—নয়তো এখুনি হ'জনকেই আমি একসঙ্গে বিদায় ক'র্ভোম !

হেপা । সম্রাট্ ! থাঁ-সাহেবকে মার্জনা ককন,—একটা চিকিৎসক এনে—

আলেক । আব অশাস্তিব অনগ প্রজ্জলিত বেথোনা হেপাস্তেন ! এদের হ'জনকে আশ্রয় দিয়ে আমাব এই স্ত্রুথব সংসাব ছাবথাব হ'বার উপক্রম হ'ছিল—আব নয় ! বিশা-থাঁ ! এই মুহূর্ত্তে তুমি তোমার ঐ বাবাস্তনাব মৃতদেহ নিয়ে আমাব আশ্রয় থেকে দূব হও !

* বিশা । সম্রাট্ ! খুব কৃতজ্ঞ আপনি !—কত উপকাব ক'বে এলুম আপনাব,—আমায় খুব কৃতজ্ঞতাব পুৰস্কার দিলেন বটে ! আচ্ছা—চলুম—মনে থাকে যেন—আমি বিশা-থাঁ !

আলেক । তোমায় চিরকাল মনে বাধ্ব ! তুমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'বে নিজের দেশেব বাজার,—নিজেব অন্নদাতাব,—নিজেব দেশ-বাসীব সর্বনাশ ক'রেছ,—তোমাগ মনে রাখ্বনা ? আমি দ্বিগ্নজয় ক'র্ভো এসেছি,—ছলে-বলে-কৌশলে কার্যোদ্ধার করা আমার পাপ নয় ! তবে তোমার কাছে আমি যে হিসাবে কৃতজ্ঞ,—সে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার এই নাও কুকুর ! (বিশা-থাঁকে পদাঘাত)

পঞ্চম অঙ্ক



প্রথম গভাক্ষ



তক্ষশীলার রাজসভা ।

আলেকজান্দার, সভাসদগণ ও সদারাম ।

সদা । এতদিন পরে তক্ষশীলা রাজ্যটা পবিত্র হ'ল ! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্ সেকেন্দার শাহ এসে পদধূলি প্রদান ক'লেন ! সম্রাট্ ! কি ক'রে যে আমরা হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ ক'র্ব্ব—তা' ভেবে ঠিক ক'র্তে পাচ্ছি না ।

আলেক । আমারও সৌভাগ্য যে তক্ষশীলাধিপতি মহারাজ আশ্চর্য সঙ্গ আমি মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হ'লেম । কই—মহারাজ কোথায় ? আমাকে অভ্যর্থনা ক'রেই—অকস্মাৎ চ'লে গেলেন কোথায় ? অন্তঃপুরে কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে ?

সদা । অমঙ্গল ? ই্যা—ঠিক অমঙ্গল নয়,—তবে খুব মঙ্গলও ব'লতে পারিনা । আপনার কাছে তো আর লুকোচুরি কিছু চ'লুবে না ! তবে বলি । আজ ক'দিন হ'ল—মহারাজের একমাত্র কন্যা,—অপূর্ব্ব স্নন্দরী, পূর্ণ-যুবতী—সম্রাজ্ঞী হ'বার উপযুক্ত কন্যাটী,—কোথায় চ'লে গেছেন ! তাইতে মহারাজ একটু—

আলেক । চ'লে যাবার কারণ ?

সদা । কাবণ কি আর ব'লব বলুন ! মহারাজের কি আর এখানে মিত্র কেউ আছে ? চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে শত্রু—কেবল আমি ছাড়া ! সেই জন্তই তো আপনার শুভাগমনের জন্ত মহারাজ আর আমি এত ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলুম । পঞ্চনদেব অধীশ্বর মহারাজ পুরুর পুত্র—মেয়েটাকে ভুলিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে বেখেছেন,—এত সন্ধান ক'বেও কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ! আজ এইমাত্র শুন্লুম—মেয়েটা এখানে ফিবে এসেছে ! সেই খবর পেয়েই আপনাকে কিছুক্ষণেব জন্ত তাগ ক'বে মহাবাজ অন্তঃপুবেব দিকে গেলেন । মেয়েটাকে সঙ্গে ক'বে এখানে এনে একেবাবে আপনার হাতে দেবেন, এইটা ভাল তাঁব মনেব প্রবল বাসনা ।

আলেক । এই যে মহারাজ আসছেন !

(আশ্চর্য প্রবেশ)

আস্তি । মার্কানা ক'র্কেন সম্রাট্—একটু বিশেষ প্রয়োজনে একবার অন্তঃপুরে যেতে হ'য়েছিল ।

আলেক । ই্যা—শুনলেন বটে ! আপনার কথা এসেছেন ?

আস্তি । দুরদৃষ্টেব কথা আব বলেন কেন সম্রাট্ ? অভাগিনী এখনও ফিরে আসেনি ! বোধ হয় আর আসবে না !

সদা । আসবে বইকি,—নইলে বাপ ছেড়ে—ঘববাড়ী ছেড়ে,—এমন সম্রাট্-দর্শন ছেড়ে কোথায় থাকবেন তিনি ? যাক্ মহারাজ ! এইবার সম্রাট্কে একটু খাতির করুন—খাতির করুন !

আস্তি । খাতির আর নূতন কি ক'র্ক মন্ত্রী ? আমি তো ব'লেছি যে আমি সম্রাটের অনুগত । এ রাজ্য,—রাজ-সিংহাসন,—তক্ষশীলার রাজা প্রজা,—সমস্তই এখন সম্রাট্ আলেকজান্দারের আজ্ঞাধীন । সম্রাট্ !

অনুগ্রহ ক'বে একবার তক্ষশীলার বাজসিংহাসনে উপবেশন করুন, আমবা রুতার্থ হই ।

আলেক । মহাবাজ ! আমি আপনাব সবল ব্যবহাবে যথার্থই অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়েছি । আমি আপনাব সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'র্তে এসেছি মাত্র,—আপনাব বাজ্য অধিকার ক'র্তে আসিনি ।

সদা । সে তো যথার্থ কথা ! সম্রাট ! আপনি যখন আমাদের সহায়—তখন আমবা আব কা'কেও গ্রাহ্য কবিনা । কি ব'ল'ব সম্রাট ! সেদিন পঞ্চনদেব মহাবাজ পুক এসে আমাদের মহাবাজকে আব সেই সঙ্গে আপনাকে যে গালাগালিটা দিয়ে গেল,—শুনলে কাণে আগুন দিতে হয় । আবাব শাসিয়ে গেছে,—“সেকেন্দার শাহকে দেখে নোবো,—তক্ষশীলাকে দেখে নোবো ।”

আলেক । মহাবাজ পুক আপনাদের মণ্যে থেকে এত উত্তেজিত হ'লেন কেন ?

আন্তি । মতিচ্ছন্ন,—নইলে সাধ ক'বে মৃত্যুকে আহ্বান ক'র্তে যায় ? ব'ল'ব কি সম্রাট—ঐ পুরুষই উত্তেজনায আমাব বহুদিনেব পুৰাতন সেনাপতি এবং অনেক বিশ্বস্ত কর্মচারী পর্যন্ত আমাব বাজ্য পবিত্যাগ ক'বে—আপনার বিরুদ্ধে অনুগ্রহণ ক'র্তে উত্তত হ'য়েছে !

সদা । মহারাজ—ও সমস্ত কথায় আব প্রয়োজন নেই । সম্রাট ! সভাসদগণেব সম্মুখে . আপনি মহারাজ আন্তির অনুবোধে একবার সিংহাসনে উপবেশন করুন, বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলটা খুব পাকাপাকি হ'য়ে যাক ! আমি ততক্ষণ সম্রাটের অনুচরবর্গেব অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি !

[সদারামের প্রস্থান ।

আন্তি । আনুন মহারাজ—আমার সিংহাসন পবিত্র করুন !

(আলেকজান্দারের সিংহাসনে আরোহণ করিবার উদ্যোগ এবং ঠিক
সেই মুহূর্তে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে অর্পণার প্রবেশ)

অর্পণা। সাবধান যবনসম্রাট! হিন্দুব পবিত্র আসন কলঙ্কিত
কোরোনা!

আলেক। এ কি? কে এ যবতী?

আন্তি। এই সেই আমাব হতভাগিনী কন্যা! অর্পণা—অর্পণা
—এসেছিস্ মা? বেশ কবিছিস্? কিন্তু—একি তোব আচরণ?

অর্পণা। পিতা! আমাব আচরণ? কেন? সে কি এতই
অশ্রায়? সে কি এতই বিস্ময়কর? সে কি এতই ভয়াবহ? আচরণটা
আপনার কি রকম,—একবার শীতল মস্তিষ্কে বিবেচনা ক'বে দেখুন
দিকি পিতা? এ সব আপনি কি ক'ছেন? ক্ষত্রিয়রাজ! ভারত-
সন্তান! হিন্দুবংশধর! যবনের পদে কুল-শীল-মান-মর্যাদা সমস্ত অর্পণ
ক'বেও কি তৃপ্তি হয়নি? আবাব তা'র ওপোব কমলার অধিষ্ঠানভূমি,
—যেখানে আপনার স্বর্গগত পিতৃপিতামহগণ স্মৃতিদেহে অহোরাত্র বিহার
ক'ছেন,—এই পবিত্র রাজসিংহাসনে—সমাদরে একটা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য
অথাঙভোজী যবনকে সমাদবে বসাতে যাচ্ছেন? ধিক্—ধিক্! আপনাকে
শত সহস্র ধিক্!

আন্তি। অর্পণা! অর্পণা! আপনার ঔরসজাত কন্যা ব'লে
অনেকক্ষণ তোমার এ প্রগল্ভতা মার্জনা ক'রেছি! কিন্তু—আর সহ
হয় না! হুঁচারিণি! তোর এত স্পর্ধা? তুই অথগুপ্রতাপ সম্রাট
সেকেন্দার শাহকে,—আর তাঁ'র সঙ্গে তোর জন্মদাতা পিতাকে অপমান
করিস্? দূর হ'য়ে যা' পাগিষ্ঠা,—সরে যা' আমার সিংহাসনের কাছ
থেকে!

অর্পণা। কা'র সিংহাসন? এ কি আপনার? আপনার সিংহাসন

হ'লে—আপনি প্রাণ ধ'রে কি যবনকে উপহার দিতে পারতেন ? তক্ষশীলার রাজসিংহাসন কি স্বদেশদ্রোহী রাজবংশের একটা কুলাঙ্গারের জন্ত ? তক্ষশীলার সিংহাসন—আমার ! শুধু আমার কেন,—তক্ষশীলার সিংহাসন তক্ষশীলার একজন অতি দীনহীন ভিক্ষাব্যবসায়ী প্রজার—যে এ সিংহাসন রক্ষা করবার জন্ত অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'র্ত্তে চেষ্টা করে !

আলেক । মহারাজ ! মুখরা কণ্ঠার সঙ্গে অকারণ বাদ-বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই । দেখছি—আপনার অত্যধিক আদরে ওঁর স্পর্ধা এতদূর বর্দ্ধিত হ'য়েছে ! তাই কথা হ'য়ে—পিতার এত অসম্মান ক'র্ত্তে উনি কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন না !

অর্পণা । কে আমার পিতা ? যেদিন আমার গর্ভবারিণী আমাকে ত্যাগ ক'রে স্বর্গে চ'লে গেছেন,—সেই দিন থেকেই ওঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ ! যেদিন শুনলুম—উনি শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে—ক্ষাত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে শত্রুর শরণাগত হ'তে উঠোগী,—সেই দিন হ'তে ওঁর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধের অবসান ! আর যদিও জন্মদাতা ব'লে অন্তরের কোনও গুপ্তস্থানে ওঁর জন্ত ভক্তিপ্রস্ফুর্ত একটা ক্ষীণ রেখাও অবশিষ্ট থাকে,—আজ যবনকে এই পবিত্র হিন্দুবাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাবার উত্তোকেই তা জন্মের মতন বিলুপ্ত ক'রে ফেলেছি !

আস্তি । সম্রাট ! সম্রাট ! বন্ধু ব'লে আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন, সকল বিষয়ে আপনি আমার সহায়তা ক'র্কেন ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন,—আমার এই অনুরোধটা রক্ষা করুন, এখুনি এ হুঁচারিণী বালিকাকে আপনি কেশাকর্ষণ ক'রে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান ! আমি চাই না,—অমন পিশাচিনী কণ্ঠার মুখদর্শন ক'র্ত্তে চাই না ! আমি আপনাকে সর্ব্বশ্রম অর্পণ ক'রেছি—আজ থেকে ঐ কুলত্যাগিনীকে আপনার কঠোর শাসনের মধ্যে নিক্ষেপ ক'ল্লেখ । আপনি কৃপা ক'রে

হতভাগিনীর ভার গ্রহণ করুন। ওকে বন্দি করুন,—বাঁদি করুন,—
কিষ্কা একেবারে বধ করুন!

আলেক। মহারাজ! আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা ক'র্তে সকল
সময়েই প্রস্তুত বটে,—কিন্তু রমণীর প্রতি বলপ্রকাশ কেমন ক'রে ক'ৰ্ব্ব!
আপনার অভিকটি হয়—আপনি আপনার লোকজনের সাহায্যে ওঁকে
আমার শিনিরে প্রেরণ ক'র্তে পারেন!

আস্তি। যথা আজ্ঞা সম্রাট! আমি জোর ক'রে ওকে—

(তরবারি হস্তে অরিন্দমের প্রবেশ)

অবি। কা'র ওপোব জোব ক'ৰ্ব্বের নরাদম? জান—অর্পণা আমার
এম্বগত্নী? আব এক পদ অগ্রসব হ'লে এখুনি তোমার ছিন্নমুণ্ড ভূতলে
পাঠিত হবে। এস অর্পণা—

আলেক। একি? কে এ উদ্ধত যুবক?

আস্তি। সম্রাট! এই নরাদম—আমার কণ্ঠাপহারী! এ আমার
এবং আপনার মহাশত্রু পুত্র পুত্র! একে এখুনি পিপীলিকার মত
প্রত্যা করুন।

আলেক। শত্রুর মণিবধে আলেকজান্দার অক্ষম! কিন্তু শত্রুপুরুষ-
বধে তা'র সে বাধা নাই! দর্পী যুবক! স্বেচ্ছায় কালসর্পের বিবরে
এসে প্রবেশ ক'রেছ!

(অরিন্দমকে আক্রমণ)

অবি। আমি নয়—দম্ভা—তুমিই বরং কালসর্পের আয়তাদীন।

(উভয়ের যুদ্ধ)

অর্পণা। পিতা! বিপন্ন পতিকে রক্ষা করা সতীর ধর্ম! আমি:

৫ম অঙ্ক]

সেকেন্দার শাহ ।

[১ম গর্ভাঙ্ক ।

আমার স্বামীকে বক্ষা কর্ত্তে অস্বধারণ ক'ল্লেম ! আপনিও আপনার যবন
প্রভুকে পাবেন—রক্ষা করুন ।

(আলেকজান্দারকে আক্রমণ)

আস্তি । অর্পণা—অর্পণা—কি কবিস্—কি কবিস্ ?

(আস্তিব দূতের প্রবেশ)

দূত । মহারাজ ! সর্বনাশ ! পঞ্চনদেব বিপুল সৈন্য তক্ষশীলাব
প্রাসাদ বেঠন ক'বে—সম্রাটের সৈন্য এবং আমাদের সৈন্য-সামন্ত বিনষ্ট
ক'বে ফেলেছে !

আলেক ও আস্তি । এ্যা—সে কি !

[আলেকজান্দার ও আস্তিব প্রস্থান ।

অরি । অর্পণা—অর্পণা—হৃদয়েশ্বর !

অর্পণা । প্রাণেশ্বর ! হৃদয়বল্লভ । এই আমাদের বিবাহেব
উৎসব !

[উভয়েব প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গভীক্ষ

তক্ষণীলা—প্রান্তব ।

দিয়ানা ।

দিয়ানা । এঁয়া—একি হ'ল ! দেখতে দেখতে দিনেব পব কতদিন
চ'লে গেল—কিন্তু উদ্দেশ্য আমার সফল হ'ল কৈ ? এত মায়া ? এত
মনতা ? এ ছললতা স্পার্টান বমণীব পক্ষে তো বড় লজ্জাব কথা ! তবে
বি কালিস্থানিব কথাই ঠিক ? হ্যা—ঠিকই তো ! আমি তো সত্যই
আলেকজান্দাবকে ভালবাসি ! শুধু ভালবাসি নয়—প্রাণ দিয়ে
ভালবাসি ! কিন্তু তা' ব'লে এই বকম লাজ্জিতা—অপমানিতা—উপেক্ষিতা
হ'য়ে ভালবাস্বে স্পার্টান বমণা ? না—কখনই না ! কিসের জ্ঞাত ?
কি প্রতিদানেব আশায় ? সম্রাট্ কি আমায় ভালবাসে ? এই স্পার্টান
বমণীকে—এই দিয়ানাকে কি আলেকজান্দাব ভালবাসে ? তা'তো
বাসেনা ! সম্রাট্ ভালবাসে—তা'র এক বালক ছুতাকে, তা'র গোলামকে,
তা'ব অল্পগ্রহভিখারিকে । না—না—ভালও বাসেনা,—তা'কে দয়া
কবে,—পোষা শৃগাল কুকুবকে লোকে যেমন আদব করে—তেমনি তা'কে
আদর যত্ন-স্নেহ করে ! তবু—এ সব জেনে শুনে বুঝেও আমি চুপ্ ক'রে
থাক্বে ? আমার প্রতিহিংসাসাধন ক'ৰ্ৰ না ? না—আর সম্রাটের
অত কাছে থাক্বে না,—আর তা'র অত কাছে ব'সে ঘনিষ্ঠতা ক'ৰ্ৰনা !
আবার কঠোরতা অবলম্বন ক'ৰ্ৰ ! দূরে—দূরে থেকে—প্রতিহিংসার
প্রচণ্ড অনল ধু ধু ক'বে জালিয়ে তুলবো,—সে অনলে আলেকজান্দারকে

ভয় ক'ৰ্ৰ—নিজেও ভয়ীভূত হব! ক্রমে যে যুদ্ধের কোলাহল খুব বেড়ে উঠল! উঠুক—আমার কি? এ যুদ্ধের কোন পক্ষের জয় পবাজয়ে আমার স্বার্থ কি? কিছুমাত্র না!

(আহত অবস্থায় আলেকজান্দারের প্রবেশ)

আলেক। একপ ভাবে আক্রমণ ক'ৰ্বে তা জান্তেম না! উঃ—ভাগ্যে ঠিক সময় হেপান্তেন আমার পার্শ্বে এসে প'ড়েছিল, নইলে—

দিয়ানা। একি? একি? সম্রাট—সম্রাট! আপনি যে আহত!

আলেক। আঃ—বাচলুম! বড় ভাবছিলুম বন্ধ—এ অবস্থায় তোমাকে কোথায় খুঁজে পাই! একে শবীর অশ্রু—তাব ওপোব উন্নত বালকের হস্তের অব্যর্থ অসি আঘাত! উঃ—দোস্ত—কাছে এস—আমার মাথা ঘুচ্ছে।

দিয়ানা। বালকের হস্তের আঘাত? কে সে বালক সম্রাট?

আলেক। তুমিও আজ আমার প্রতি এত বিকল্প ভাই? আমার কাছে পর্যন্ত আস্হ না! সত্য বস্ছি—আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না—মাথা ঘুচ্ছে—

দিয়ানা। মার্জনা ককন সম্রাট—কথায় কথায় অগ্নমনস্ক হ'য়েছিলুম। (আলেকজান্দারকে বাহুপাশে বেঁঠন কবিতা—স্বগত) নাঃ—হোলোনা! সঙ্কল্প আবার ভেসে গেল!

আলেক। চল—শিবিরে যাই! কিন্তু—হেপান্তেনের কি হ'ল? না—না—শিবিরে গিয়ে কাজ নেই! দোস্ত! একবার হু'জনে চল দেখি,—গিষে অবস্থাটা দেখে আসি! তুমি যেতে পার্কে তো? যুদ্ধ-স্থলে যেতে তোমার ভয় হবেনা তো?

দিয়ানা। সম্রাট! জীবনে অনেক জিনিষ দেখেছি—অনেক

জিনিষ শিখেছি—অনেক জিনিষ জেনেছি,—কেবল ঐ ভয়টাকে কখনো দেখিনি—শিখিনি—জানিনা ! ভয় তো প্রাণের ? সে প্রাণই আমার নেই সম্রাট ! চলুন যাই—

(উভয়ের গমনোচ্ছোগ ও সৈন্যসহ হেপাষ্টেনের প্রবেশ)

হেপা । (সৈন্যগণের প্রতি) আর পশ্চাদনুসরণের প্রয়োজন নাই—
—আর অকারণ প্রাণিহত্যাও কাজ নাই ! মহারাজ পুরু এখন হতবল,
—আর অতি অল্পমাত্র সৈন্য তাঁ'র অবশিষ্ট !

আলেক । হেপাষ্টেন !

হেপা । এই যে সম্রাট এখানে ! সম্রাট—সম্রাট—একি ? এ অবস্থায়
আপনি আবার যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে কেন ?

আলেক । সংবাদ কি বল ভাই !

হেপা । সেই বীরশ্রেষ্ঠ বালক রণক্ষেত্রে শায়িত,—মহারাজ পুরু
প্রায় তিন ভাগের উপর সৈন্য বিনষ্ট । আর চিন্তা নাই সম্রাট—

আলেক । বালক নিহত ? স্মসংবাদ বটে ! হেপাষ্টেন । এমন
বীরত্ব আমি জীবনে কখনো দেখিনি !

হেপা । কল্পনাতেই সম্রাট ! অগণন শত্রুসৈন্য ভেদ ক'রে একা
হাস্তে হাস্তে অসিক্রীড়া—অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন—এ বীরত্ব
আর কোথাও কোন দেশে শুনিনি সম্রাট,—আজ চক্ষে দেখ্লেম—
প্রাণে প্রাণে বুঝ্লেম,—এ অলৌকিক বীরত্ব এক ভারতেই আছে,—
ওধু ভারতবাসীতেই সম্ভব !

আলেক । যথার্থই তাই হেপাষ্টেন ! কিন্তু এখনও মহাকাব্য
অসম্পূর্ণ ! যেমন ক'রে হোক—মহারাজ পুরুকে বন্দী ক'র্ত্তেই হবে !
প্রাণবধ নয়—জীবিত অবস্থায় তাঁ'কে বন্দী করা চাই ! চর হেপাষ্টেন—
হ'জনে যাই ! আমি অনেকটা সুস্থ হ'য়েছি !

এম অঙ্ক]

সেকেন্দার শাহ ।

[ওয় গভাক ।

হেপা । সত্ৰাট ! আপনি শিবিরে বিশ্রাম করুন—আমি এখনি আপনার আদেশ পালন ক'ছি !

আলেক । না—না—মহাবাজ পুরু—ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ! শত্রুরও পূজনীয় ! সামান্য সৈনিকের দ্বারা তাঁ'কে বন্দী ক'রে অসম্মান ক'র্তে পারব না । বালক ! তুমি শিবিরে যাও—আমি শীঘ্রই ফিরে যাচ্ছি !

[হেপাস্তেনের সহিত আলেকজান্দারের প্রস্থান ।

দিয়ানা । শক্রমিত্রে সমভাব ! তোমায় আমি চিন্তে পাল্লেন না আলেকজান্দার !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গভাক

৫/১১/১৯২২

যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত ।

নিহত অরিন্দমের মৃতদেহের উপর মুখ রাখিয়া পার্শ্বে অর্পণা

মুচ্ছবিস্থায় পতিতা ।

স্থিরদৃষ্টিতে অরিন্দমের দেহের পানে চাহিয়া পুরু দণ্ডায়মান—

তৎপার্শ্বে বিশোক ।

বিশোক । মহারাজ ! সকলই বিধাতার ইচ্ছা ! আর এখানে থেকে ফল কি ? চলুন—রাজকুমারীকে নিয়ে শিবিরে যাই । শত্রু বোধ হয় যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত রেখেছে !

পুরু । এঁা—কি বলছ বিশোক !

১৯২]

বিশোক । মহারাজ ! বীরশ্রেষ্ঠ আপনি, —পুলশোকে জানশূণ্য হওয়া আপনার সাজে না !

পুৰ । জ্ঞানশূণ্য হ'য়েছি ? আমি ? কই—না ! পুল কি আমার মৃত ? বীরপুল কখনো সাধাবণ মানুষের মত মরে ? দেখ—দেখ—বড় পরিশ্রান্ত হ'য়েছে, দেখ—বক্রশমে ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পুল আমার কি বোব নিদায় মগ্ন ! এমন পুল কি আমার ম'র্ত্তে পারে বিশোক ? নমোছে—নমোগ্ । চল বাই—আমরা শক্রকে আবার আক্রমণ করি । এস—এস—বিশোক !

বিশোক । মহাবাজ ! রাজকণ্ঠা যে এখনও মূৰ্ছিতা ! এঁকে এ অবস্থায় রেখে কি ক'রে যাবেন ?

পুৰ । রাজকণ্ঠা কে ? ও যে আমার পুত্রবধু ! আমার নিদ্রিত পুত্রের পাশে প'ড়ে আছে ! আহা—হা ! বিশোক—বিশোক—ও বালিকাও কি আমার অরিন্দমের মত বুদ্ধক্লান্তি দূর করবার জ্ঞাত চির-নিদ্রায় অভিভূত হ'ল ? হ'তে পারে—আশ্চর্য্য নয় ! আশ্চর্য্য নয় ! মা—মা—তা'হ'লে তুইও হোর স্বামীর মত নমোলি মা ? বিশোক—বিশোক ! বড় আক্ষেপ রইল—এদের বিবাহটা দিতে পাল্লেম না ! উঃ—অরিন্দম ! কোনও সাধ আমার পূর্ণ হ'তে দিলে না ?

অপণা । ওগো—ওগো—আমারও অনেক সাধ ছিল—আমারও অনেক সাধ অপূর্ণ রইল । হঠাৎ একি হ'ল ? স্বামিন্ ! প্রভু ! এ কি ক'ল্লে ? হু'জনে একসঙ্গে যাব—এ যে মহাসাধ ছিল,—তা' পূর্ণ হ'তে দিলে না কেন ? আমায় ফেলে আগে পালালে কেন ?

পুৰ । তোকেও ফেলে রেখে গেল,—আর আমাকে কি ক'রে গেল,—তা' দেখ'ছিন্ মা ? বৃকের পঁজুরাগুলো ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে গেল ! আমি এখন শক্তিহারা—অকর্ম্মণ্য—জীবন্মৃত !

অর্পণা । না—না পিতা ! তা' হবে না । পুত্র আপনার শত্রু দমন ক'র্ত্তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন,—সে শত্রুদমন না ক'রে আমরাই বা কেন অকারণ প্রাণ ধ'রে থাকব ! চলুন পিতা,—কোথায় শত্রু—দেখিগে চলুন !

বিশোক । একটু স্থির হোন রাজকুমারি ! আমাদের সৈন্ত কোথায় ? কি নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ ক'ৰ্ব্ব ? মহারাজ পুত্রশোকাতুর হ'য়ে—যথার্থই শক্তিশূন্য হ'য়ে প'ড়েছেন ।

অর্পণা । আমি সে সব জানি না,—আমার স্বামীর আদেশ আমায় পালন ক'র্ত্তেই হবে ! ঐ তিনি আমার জন্ত অপেক্ষা ক'চ্ছেন,—ঐ তিনি আমায় ব'লছেন,—“আমার অসম্পূর্ণ কার্য্য তুমি শেষ ক'রে এস !” আমি সৈন্ত জানিনা,—আমি সেনাপতি জানিনা,—আমি শোকতাপ কিছুই মানিনা ! আমি চাই শত্রুনিধন ক'র্ত্তে,—আমার স্বামীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'র্ত্তে !

[অর্পণার বেগে প্রস্থান ।

বিশোক । মহারাজ ! দাসের প্রতি কি আদেশ ?

পুরু । আদেশ আর তো এখন আমার কিছুই নেই ! এখন শত্রু বধ ক'রে যা'তে পুত্রের অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তিসাধন হয়,—তাই আমায় ক'র্ত্তে হবে ! কিন্তু—এ অবস্থায় পুত্রকে আমার একা রেখে বাই কি ক'রে ? ওঃ—বিশোক—বিশোক—দেখ—দেখ—কি সুন্দর মুখখানি দেখ ! দেখ—দেখ—যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে ! দেখে নিই—আর একবার ভাল ক'রে দেখে নিই !

বিশোক । মহারাজ ! একটু স্থস্থ হোন—একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন—আমি রাজকুমারী কোথায় গেলেন দেখি !

[বিশোকের প্রস্থান ।

পুরু । অরিন্দম ! পুত্র আমার ! বংশপ্রদীপ আমার ! একবার উঠতে পার ! একবার আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পার ? তা'হ'লে আবার আমি শক্তিটা ফিরে পাই !

(আলেকজান্দার, হেপাস্তেন ও অরিন্দম-সৈন্যগণের প্রবেশ)

আলেক । এই যে মহারাজ ! পুত্রের দশা দেখে আর যুদ্ধ করবার সাধ আছে কি ?

পুরু । সাধ যথেষ্ট আছে সেকেন্দার শাহ—তবে সে সাধে আর ফল কিছু নেই বুঝতে পাচ্ছি ! এইবার এস—তোমার ঐ পাপমস্তকটা দ্বিখণ্ডিত ক'রে—পুল্লশোকানল কতকটা নির্ঝাঁপিত করি ।

(আলেকজান্দারকে আক্রমণ)

হেপা । এ অত্যাচার বাসনা কেন মহারাজ ? আপনি স্বেচ্ছায় যখন তরবারি পরিত্যাগ ক'র্ত্তে প্রস্তুত নন,—তখন অগত্যা বাধ্য হ'য়ে আপনার অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত ক'র্ত্তে হবে !

পুরু । তবে এই নাও ! পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই যখন গেছে,—তখন শত্রুবধে আর আকাঙ্ক্ষা কেন ? (তরবারি প্রদান)

আলেক । মহারাজ ! বুঝতে পাচ্ছি—আপনি পুল্লশোকে অত্যন্ত মুহূর্ত্তমান হ'য়েছেন ! আপনার প্রতি আর আমার কোনও বিদ্বেষভাব নাই । আপনি বলুন,—এক্ষণে আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন ?

পুরু । সেকেন্দার শাহ ! তোমার কাছে আমি দয়ার প্রত্যাশী নই,—তোমার নিকট আমি প্রাণভিক্ষাও প্রার্থনা করিনা । আমার এইমাত্র অনুরোধ,—যদি আপাততঃ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার অভিপ্রায় না হয়,—যদি আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিলাষ না হয়,—আমি রাজা, আমার সঙ্গে রাজার মতন ব্যবহার কর ! আর আমার অস্ত্র বন্ধ রাখা নাই ।

আলেক। তাই হবে মহারাজ ! আমি আপনাকে রাজ্যযোগ্য সম্মান প্রদান করব। আমি আজ হ'তে আর আপনার শত্রু নই ;— আমাকে মহারাজের পরম মিত্র বলেই জানবেন।

(বিশোকের পুনঃ প্রবেশ)

বিশোক। কে তোমার মিত্রতা গ্রাহ্য করে সেকেন্দার শাহ ? মহারাজ পুরুর এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা ! পুলশোকোন্মত্ত মহারাজের প্রলাপবাক্যে নিশ্চিত হ'য়ে কোথায় যাচ্ছ রাজ্যাপহারী দস্যু ?

আলেক। কে তুমি মূর্থ ?

বিশোক। আমি তক্ষশীলার সেনাপতি ! আমি মূর্থ নই,—আমি তোমার মূঢ়। শত্রুর কাছে বশুতা স্বীকার না করা,—শত্রুর সঙ্গে সন্ধি না করা,—আমার মূর্থতা নয়—আমার পাণ্ডিত্য ! তক্ষশীলার মহারাজ যখন তোমার দাসত্ব স্বীকার ক'লেন,—আমি ঘণার সহিত তাঁ'কে পরিত্যাগ ক'রে চলে এসে—এই মহাপুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ পঞ্চনদের অধীশ্বর মহারাজ পুরুর অধীনে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্তে এসেছিলাম। যাঁহকের যবনরাজ ! এখন দেখছি—মহারাজ পুরুও তোমার নিকট অবনতমস্তক।

পুরু। মিথ্যা কথা ! দারুণ পুলশোকোচ্ছন্ন হ'য়ে সত্যি আমি হিতাভিতজ্ঞানশূন্য হ'য়েছিলাম ! আমি কি বলেছি জানিনা,—আমি কি ক'রেছি—কিছুই জানিনা ! সেকেন্দার শাহ ! যুদ্ধ কর ! আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'র্তে চাইনা ! যুদ্ধ কর।

আলেক। মহারাজ ! এখনও তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত। তুমি নিরস্ত্র নিঃসহায়। এখুনি মনে ক'লো তোমা'য় আমি বন্দী ক'র্তে পারি। কিন্তু যখন তোমার সঙ্গে একবার বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রেছি,—আমি তোমা'য় পরিত্যাগ ক'রে চ'ললাম।

বিশোক । চতুর যবন ! আমার সঙ্গে তো তোমার বন্ধুত্ব নয় !
আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'ৰ্ব না !

হেপা । তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর মুখ' !

(বিশোক ও হেপাস্তেনেয় যুদ্ধ ও বিশোকের পতন)

পুরু । দেখলে ? দেখলে সেকেন্দার শাহ ? ভারতবাসী সকলে
আশ্চি নয়—বুঝলে ?

আলেক । মহারাজ ! মৃত্যু যা'র শিয়রে—সে হিতকথায় কর্ণপাত
করেনা । তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'ল্লেম—তোমরা বীরের জাতি বটে !

[আলেকজান্দার ও হেপাস্তেনের প্রস্থান ।

পুরু । কোথায় যাও—সেকেন্দার শাহ ? এখনও আমি যে অবশিষ্ট
আছি !

(পুরুর প্রস্থানোত্তোগ ও আশ্চির প্রবেশ)

আশ্চি । যাবেন না মহারাজ ! আর স্বেচ্ছায় অনলে ঝাঁপ
দেবেন না !

পুরু । কে তুমি ? কে—কে ? আশ্চি ? তক্ষশীলার অধীশ্বর ?
স্বদেশদ্রোহী ? ভারতমাতার কুলঙ্গার সন্তান ? যবনের উচ্ছিষ্টভোজী ?
স'রে যা—স'রে যা,—আমায় স্পর্শ ক'রিসনে ! আমার কাছে আসিসনে !
আমি তোমার পাপমুখ দেখতে চাইনা ! দূর হ'য়ে যা—দূর হ'য়ে যা !

আশ্চি । মহারাজ ! আমায় তিরস্কার ক'চ্ছেন করুন,—আপনি
আমার জ্যেষ্ঠের সমান ! কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন—সেকেন্দার শাহের
সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আপনার কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল ? আপনার কি
ফললাভ হ'ল ?

পুরু । নরাধম—কাপুরুষ ! বীরত্ব-প্রকাশে বীরের কি ফললাভ

হয়,—কর্তব্য-পালনে বীরের কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়,—স্বদেশরক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন ক’লে বীরের কি সদগতি হয়,—তুই কি বুঝি কুলাঙ্গার? বীরত্বের কদর যা’রা জানে,—বীরের মর্যাদা যা’রা বোঝে,—বীরবংশে, বীরের গুঁরসে যা’রা জন্মগ্রহণ ক’রেছে,—চেয়ে ছাখু—যবনের দাস! ঐ আমার পুত্র,—ঐ তোর সেনাপতি বিশোক,—ঐ তা’রা বীরের শয্যায় শায়িত? আর দেশের জন্ত কি ক’রে আত্মোৎসর্গ ক’র্তে হয়,—তা’ যদি জানতে চাস্—মূর্থ! যা,—তোর গুঁরসজাতা সেই শাপভ্রষ্টা দেব-কন্ঠা—আমার পুত্রবধু অর্পণাকে জিজ্ঞাসা ক’রগে যা! আন্তি! কালসর্প! যবনের পদ-পূজা ক’রে ইহলোকে খুব সম্মান প্রতিষ্ঠা হয়তো লাভ ক’র্তে পার,—কিন্তু নিশ্চয় জেনো,—পরলোকে তোমার অনন্ত নরক-ভোগ! আমার নাম,—আমার পুত্রের নাম,—তোর ঐ হতভাগ্য সেনাপতির নাম,—ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত লিখিত থাকবে! কিন্তু এই ভারতবাসী চিরদিন তোর চিত্র অঙ্কিত ক’রে—তা’তে পদাঘাত ক’রে—তোর প্রতি তা’দের জাতিগত অবজ্ঞা প্রকাশ ক’র্বে! সেকেন্দার শাহ! সেকেন্দার শাহ! কোথায় তুমি? যুদ্ধ কর,—যুদ্ধ কর!

[পুরুষ প্রস্থান।

আন্তি। প্রায়শ্চিত্ত ক’র্তে হ’বে! এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? না,—বোধ হয় নাই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গভাক্ষ



বনপথ।

দণ্ডী, কল্যাণ ও শিষ্যগণ।

দণ্ডী। কল্যাণ! সকলকে সংবাদ দেওয়া হ'য়েছে?

কল্যাণ। ইয়া—গুরুদেব! আশ্রমে সকলেই সমবেত হ'য়েছে।
আপনার আদেশে কয়েকজনকে এখানে ডেকে এনেছি।

দণ্ডী। পঞ্চনদের অবস্থা কি দেখে এলে কল্যাণ?

কল্যাণ। অতি শোচনীয় অবস্থা। যবন-সম্রাট নগর অধিকার
ক'র্ত্তে পারেনি বটে,—কিন্তু—বোধ হয় তা'রও বড় বিলম্ব নেই!

দণ্ডী। মহারাজ পুরু কোথায়?

কল্যাণ। তিনি অবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'চ্ছিলেন জানি,
—কিন্তু এখন অবস্থা কি—তা' ব'লতে পার্লেম না! একে দারুণ পুত্র-
শোকে কাতর,—তার উপর সৈন্যবলের নিতান্ত অভাব!

দণ্ডী। সে অভাব মোচন কর্কার ভার এইবার আমাদের উপর
অর্পিত। কল্যাণ! শিষ্যগণ! সেইজন্ত আজ আমি তোমাদের সমবেত
হ'তে আদেশ ক'রেছি।

কল্যাণ। কি ক'র্ত্তে হ'বে বলুন ঠাকুর! যাগ-যজ্ঞ-পূজা-হোম-অর্চনা
—প্রায়োপবেশন,—যা ক'র্ত্তে আদেশ ক'র্বেন,—রাজার কল্যাণে,—
মাতৃভূমির মঙ্গলকামনায়,—স্বদেশের এবং স্বদেশীর বিপদ মোচনের জন্ত
আমরা সকলেই সে সব মঙ্গলিক কার্য্য ক'র্ত্তে প্রস্তুত হ'য়ে আছি!

দণ্ডী ।

শুন বৎস !

হোম-পূজা, যাগ-যজ্ঞ, উপাসনা আদি,

নিরবধি এতদিন লিপ্ত ছিলে যাহে,—

এবে তাহে কার্য্য নাহি হ'বে !

হেব বিপন্ন এ দেশবাসী,—

দিবানিশি সশঙ্কিত সবে, —

মহাবল শত্রু আসি নাশে বাজ্য-প্রজা !

এ সবাব বক্ষাভাব অর্পিত বাজায় ;—

কিন্তু হায়—ভুবদৃষ্টবশে,—

বাজ-শক্তি-হাবা হ'য়ে সেই নবপতি,

হন যদি বিপদে পতিত ;—

কিন্তু ক্ষমতাব অতীত যতপি,—

হয় কভু ক্ষতিযেব —

ক্ষত্রতেজে বাহুবলে স্বদেশ বক্ষিতে,—

উচিৎ কি বাক্ষণেব বল সে সময় —

বেদপাঠ—মন্ত্র-উচ্চারণ ?

ব্রাহ্মণ মঙ্গলকাবী—হিতৈষী সবাব,—

জন্মভূমি—রাজ্য—বাজা—প্রজা,—

প্রাণপণে সবাকাব কল্যাণ সাধন,—

ব্রাহ্মণের কর্তব্য প্রধান ।

এ হেন ব্রাহ্মণ জাতি—

বিদ্যমান থাকিতে হেথায়,—

বোধিতে শত্রুরে নাহি করিবে উত্তম ?

স্বর্গোপম পুণ্যস্থান নিজ জন্মভূমি,—

বক্ষে ধ'রি ব্রাহ্মণ-সন্তানে—

যবনের পদতলে হইবে লুপ্তিতা ?

কল্যাণ । সত্য প্রভু—অসহ্য সে ভীষণ কল্পনা !

কিন্তু হায়, - কি আছে উপায় ?

নিরীহ-প্রকৃতি—এ ব্রাহ্মণ জাতি,—

লক্ষ্য-মাত্র পরলোকে গতি,—

চিরদিন তপস্থানিরত,—

শত্রু-মিত্রে সমভাবে সতত দর্শন,

শাস্ত্র-বেদ অধ্যয়ন—জ্ঞান-আলোচনা,—

দিবানিশি কামনা যা'দের,—

দেহশক্তি কোথা পাবে তা'রা—

রণক্ষেত্রে রোধিতে শক্রকে ?

দণ্ডী । কি বল কল্যাণ ?

ব্রাহ্মণের শক্তি নাহি দেহে ?

ব্রাহ্মণের মত শক্তিবান্—

এ জগতে কোথা—কোন্ জাতি ?

প্রতি লোমকূপে যা'র—

জলে মহাশক্তির অনল—

বাহুবল অভাব তাহার ?

সর্বশিক্ষাধার—পবিত্র-ব্রাহ্মণ,—

কিবা প্রয়োজন তা'র—

অস্ত্র-শিক্ষা রণনীতি শাস্ত্রের অভ্যাসে ?

শস্ত্রচালনায়—অভিজ্ঞতা যদি নাহি রয়,—

কিবা ক্ষতি তা'র—ব্রাহ্মণতনয় ?

স্বদেশের হিতকামনায়,—
 যুদ্ধ-যজ্ঞে প্রাণাহতি করহ প্রদান,—
 ব্রাহ্মণের মান,—দ্বিজাতিব মর্যাদা-সম্মান,—
 ইহলোকে-পরলোকে অক্ষুণ্ণ রহিবে ।
 সেকেন্দার-আক্রমণ হ'তে,—
 নাহি রক্ষ যদি স্বদেশ-বাসীরা,—
 দেখিবে অচিরে,—
 শত্রুর সংসর্গে আসি —
 নিজ দেশবাসী চিরতরে হইবে পতিত ।
 কিন্তু এবে —
 তর্কের অতীত কাল—শুন শিষ্যগণ,—
 করি দৃঢ়পণ,—
 জপ-যজ্ঞে নিয়োজিত ছিল যেই কর,
 কর' তাহে শত্রুগতিরোধ ।
 রক্ষা কর—পত্নীপুত্র আত্মপরিজনে,—
 প্রাণপণে শত্রুভয় কর নিবাবণ ।
 করহ স্মরণ,—
 দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য বীরে,—
 কুরুক্ষেত্রে যে শক্তির তুলনা না হয় !
 কিম্বা সেই জমদগ্নি-সুত—
 ব্রাহ্মণ পরশুরামে ভাব একবার,
 মেদিনী কম্পিত য়ার বীর-পদভরে !
 গুরুদেব ! গুরুদেব !
 ধরি পদে করুন মার্জনা,

কল্যাণ

তব উত্তেজনা-পূর্ণ উপদেশে—
 অজ্ঞানতা মহানম দূরিত সবার ।
 সত্য কথা প্রভু—
 সর্বকাৰ্য্যো—সর্ব-বিজ্ঞা-প্রদর্শনে,—
 গ্রাম্যে যতপি—
 সবার শীর্ষস্থান করে অধিকার,—
 এ কোন্ বিচার,—
 রবে তা'রা পশ্চাতে সবার—
 উদ্ধারিতে মাতৃ-ভূমি বিপদসময়ে ?
 কোন্ যুক্তিবলে—আত্মপ্রাণরক্ষাতবে -
 পরিত-কন্দরে কিম্বা নিবিড়-কাননে—
 দেশের হৃদয়ে—
 লুক্কায়িত রবে দ্বিজ শাস্ত্র-গ্রন্থ ল'য়ে ?
 গুরুদেব—কখন প্রত্যয়,—
 তব শিষ্য-সমুদয়—
 নহে যুগ্য কাপুরুষ অধম দুর্বল !
 ব্রহ্মবল বাহুবল করিয়া মিশ্রিত,—
 বিকম্পিত করি রণস্থল—
 যুঝিব যবন-সনে করি প্রাণপণ,—
 শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে,—
 মনোসাধে বিনাশিব যবন-বাহিনী !
 জয়—জয় মা ভবানী !

শিষ্যগণ । জয় মা ভবানী !

দণ্ডী । এই তো দ্বিজের যোগ্য কথা !

জন্মভূমি জননীৰ ভবসা সকলে,
 যেই মাতৃকোলে সবে পুষ্ট এত কাল,—
 কালকপী ছবাত্মা যবনে—
 তোমাদেব বিজ্ঞমানে,—
 সেই মাতৃগলে দিবে দাসত্ব-শৃঙ্খল ?

শিষ্যগণ । কখনই নয় !

দণ্ডী । কে ক্ষত্রিয় ? কেবা সে ব্রাহ্মণ ?
 কেবা নীচ—কেবা উচ্চজাতি ?
 এক মাতৃগর্ভে জন্ম সবাকাব !
 এক মাতৃস্তনে পুষ্ট সন্তান সকলে—
 এক ভ্রাতৃশৃঙ্খলে—
 বন্ধ ভ্রাতৃগণ সবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদিগণে,—
 সামাজিক নিয়ম বন্ধণে,—
 ভিন্ন ভিন্ন পদে অবস্থিত ।
 কিন্তু বিহিত কি এ সময়ে—
 এ রাষ্ট্রবিপ্লবে,—
 সমাজেব সে পার্থক্যনিয়মপালন ?
 ভ্রাতৃত্বাবে পবম্পব কব আলিঙ্গন,
 রণক্ষেত্রে ধাও সবে একপ্রাণ হ'য়ে !

শিষ্যগণ । জয় গুরু ! জয় মা ভবানী !

কল্যাণ । কিন্তু—এক মাত্র নিবেদন প্রভু !
 কোন মতে—যদি কোথা হ'তে—

কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র হয় সংগৃহীত—

ভল্ল তরবারি অথবা কুঠার,—

(অর্পণাব কতকগুলি তরবারিহস্তে প্রবেশ)

অর্পণা । নাহি চিন্তা তা'র ওহে বীরগণ !

এই অস্ত্র কবহ গ্রহণ—

শিখ্যগণ । জয় মা ভবানী ।

দণ্ডী । কে তুমি জননি ?

অকস্মাৎ অবতীর্ণা যেন স্বর্গ হ'তে ।

এত অস্ত্র কোথা পেলে মাতা ?

কেমনে জানিলে—

অস্ত্র প্রয়োজন আমা সবা'কার ?

কেবা দিল সমাচার—

বুদ্ধকার্য্যে অগ্রসর দবিদ্র ব্রাহ্মণ ?

অর্পণা । হে ব্রাহ্মণ !

সে সংবাদে তব কিবা প্রয়োজন !

দৈবাবধীনে এসেছি হেথায়,—

সমাচার কে দিবে আমায় ?

যেই মহাব্রতের সাধনে—

উৎসাহিত জনে জনে তোমরা ব্রাহ্মণ,—

অভাগিনী সেই ব্রতে ব্রতী !

প্রতি ঘরে ঘবে করি অব্বেষণ,—

কোন্ জন মাতৃভূমি রক্ষিবাবে চায় ?

হতবল বিপন্ন রাজায়,—

কেবা চায় সাহায্য করিতে,—

প্রাণ দিতে বাজ্রাব কল্যাণে ?
 নিহত সৈনিকমাঝে কবি বিচরণ,
 কবিয়াছি আহবণ—
 অগণন অস্ত্র-শস্ত্র কত,
 করিতে সজ্জিত—নিবস্ত্র যুদ্ধার্থীগণে ।
 হেব ঐ স্তূপাকাব—
 সংগৃহীত অদশস্ত্রবাশি,
 যেবা চায় কব তা'বে দান ।
 চল চল বণাস্রনে হও আগুমান—
 নাহি প্রয়োজন কালব্যাজে আব ।
 কল্যাণ । ওকদেব । বিস্ময়েব কি আছে কাবণ ?
 শুভকার্যাসূচনায়—
 হেবি দেব—মঙ্গল লক্ষণ !
 শক্তিস্বকপিণী—আপনি ভবানী—
 বালিকা'ব রূপে উপনীতা হেথা,
 নিযোজিতে ব্রাহ্মণে সমবে—
 বল সমস্ববে—জয় মা ভবানী ।
 শিষ্যগণ । জয় মা ভবানী !

গীত ।

জনমভূমি । জনমভূমি ।
 মুঞ্চ জননী তব নয়নবারি ।
 মিলিত সমবেত—সন্তান শত শত,
 দৃঢ়-করে ধৃত হের তরবারি ॥

৫ম অঙ্ক]

সেকেন্দার শাহ ।

[৫ম গভীর্ক]

মন্দির অরাতি—দলি পদতলে,
সমরে প্রাণ ডালি দিব কুতূহলে ;
নিদ্রিত কেশরী—জাগ্রত হের মাতঃ,—
বীরগবভরে চলে সারি সারি ॥

[প্রস্থান ।

পঞ্চম গভীর্ক

আলেকজান্দারের বিবাম শিবির ।

ছদ্মবেশে বিশা খাঁ ।

বিশা । খুব কৌশলে সেকেন্দাবের শরীরবক্ষকটাকে হত্যা ক'বেছি ।
নইলে,—এ পোষাক না প'ব্লে কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধির পন্থা হ'ত না !
প্রতিহিংসাসাধনের খুবই স্লযোগ বটে ! সৈন্তরা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত !
যা'রা আছে,—তা'দেরও তেমন সম্রাটের ওপোর আস্থা নেই বুঝ্‌লুম ।
সকলেরই যেন একটু “আড়া-আড়া—ছাড়া-ছাড়া” ভাব ! ঐ যে
সম্রাট,—খুব সিরাজি পান ক'রে আসছেন দেখছি,—একটু সতর্ক
হ'য়ে থাকি !

[প্রস্থান ।

(আলেকজান্দারের প্রবেশ)

আলেক । আজ যেন সব নীরব—নিখর ! তবু মনে হ'চ্ছে—
এখনও শত্রুদল বলবান,—আবার হয় ত' কোথা দিয়ে এসে হঠাৎ

[২০৭

আক্রমণ ক'ৰ্বে ! এত রাত্রে কি আক্রমণ ক'ৰ্তে আসবে ? পঞ্চনদেব আর আছে কি ? রাজা তো উন্মাদ হ'য়ে কোথায় যুচ্ছেন ! আবার যুদ্ধ ক'ৰ্তে চায়—যুদ্ধ ক'ৰ্ব ! চিন্তাই বা কিসের ? সিরাজি পাত্রটা কোথায় গেল ? দোস্ত !

(ছদ্মবেশী বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা । (অগ্রকণ্ঠে) সম্রাট !

আলেক । তুমি কেন ? তুমি যাও । দেখ—সে বালক কোথায় গেল—পাঠিয়ে দাও তো !

[বিশা খাঁর গ্রহান ।

আলেক । সকলেরই যেন অগ্র ভাব ! মনে হয়,—যে প্রাণ নিয়ে সৈন্তরা এসেছিল—সে প্রাণ আর তা'দেব নাই ! কি জানি—কেন ?

(অত্যন্ত অসুস্থভাবে হেপাস্তেনের প্রবেশ)

হেপা । সম্রাট ! আপনি এখনও শয়ন করেন নি ?

আলেক । একি ? হেপাস্তেন ? কি হ'য়েছে ? তুমি এমন ঈপাচ্ছ কেন ? তোমার দেহ ঘে কাঁপছে—

হেপা । সম্রাট ! এ ভারতের জলবায়ু আমাব সহ্য হ'চ্ছে না । আবার আজ ভয়ঙ্কর জরে আক্রান্ত হ'য়েছি ! উঃ—মাথার কি যন্ত্রণা ! সম্রাট ! আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি চিকিৎসককে সংবাদ দিয়েছি,—কিন্তু তাঁ'র আসতে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন,—তা' ব'লতে পারি না !

আলেক । হেপাস্তেন ! তুমি বড় কাঁপছ—এই পালকে শয়ন কর ! আর চল্লফেরা ক'ৰ্তে গেলেই—তুমি প'ড়ে যাবে ! আমি চিকিৎসককে নিজে সঙ্গে ক'রে আনছি—

হেপা । না সম্রাট—আমি আমার শিবিরে যাই ! আপনার শয্যায় আমি কেমন ক’রে শয়ন ক’র্ব্ব ? সম্রাট ! আমার অস্ত্র যন্ত্রণা তত কিছু নয়,—কেবল ভয়ঙ্কর শীত অনুভব হ’চ্ছে !

আলেক । আমার কথা রাখ—হেপাস্টেন,—এই পালঙ্কে শয়ন কর । আমাব এই গাত্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক’রে শুয়ে থাক, আমি এখুনি আসছি—

(হেপাস্টেনকে শয্যায় শায়িত কবাইয়া এবং পালঙ্কোপরি
বক্ষিত গাত্রবস্ত্রে তাঁহাব আপাদমস্তক আবৃত করিয়া
আলেকজান্দারের প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পবে ধীবে ধীবে বিশা খাঁর প্রবেশ)

বিশা । (স্বগত) নির্জ্বল স্থান—জন-মানবেব সাড়াশব্দ নাই ! হতভাগ্য সম্রাট ! নিশ্চিন্ত হ’য়ে বেশ আরামে নিদ্রা যাচ্ছ ! জাননা—এ নিদ্রা তোমার মহানিদ্রা ! বড় পদাঘাত ক’রেছিলে,—এই তা’র প্রতিশোধ—

(হেপাস্টেনকে ছুরিকাঘাত)

হেপা । উঃ—উঃ—কে রে ? (হেপাস্টেনের মৃত্যু)

বিশা । তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু—সেই বিশা খাঁ !

(দিয়ানার প্রবেশ)

বিশা । (বারংবার ছুরিকাঘাত করিতে করিতে) অকৃতজ্ঞ সম্রাট ! পদাঘাতের এই প্রতিশোধ—

দিয়ানা । (বিশা খাঁকে ছুরিকাঘাত করিয়া) আর গুণহত্যার এই প্রতিশোধ ! (বিশা খাঁর পতন)

(আলেকজান্দারের পুনঃ প্রবেশ)

আলেক । একি—একি—বালক ! দোস্তু ! আমার শরীররক্ষককে
হত্যা ক'লে !

দিয়ানা । সম্রাট ! সর্বনাশ—ঐ দেখুন—

আলেক । এঁ্যা—কি—এ ? কি—এ ? হেপাস্তেন—হেপাস্তেন !
ভাই ভাই—এমন সর্বনাশ কে ক'লে ?

বিশা । খুব নসীব জোর তোমার সে—কে—ন্দা—র ! খুব
বেঁচে গেলে—(মৃত্যু)

দিয়ানা । চিন্তে পাল্লেন না সম্রাট ? এ সেই বিশ্বাসঘাতক
বিশা ঠাঁ—আপনাকে হত্যা ক'র্ত্তে এসেছিল !

আলেক । হায়—হায়—শেষে আমিই হেপাস্তেনের মৃত্যুর কারণ
হ'লেম ! এর চেয়ে যে আমার মৃত্যু ভাল ছিল ! হেপাস্তেন—হেপাস্তেন
—ভাই—ভাই—তুমিও আমায় ত্যাগ ক'রে গেলে !

(নেপথ্যে—জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী !)

দিয়ানা । সম্রাট ! সম্রাট ! শীঘ্র বাইরে আসুন,—নিশ্চয় শত্রুদল
আমাদের শিবির আক্রমণ ক'রেছে !

আলেক । এঁ্যা—আবার আক্রমণ ? আবার যুদ্ধ ? আবার শত্রু ?
চারিদিকে শত্রু ? ঘরে বাইরে শত্রু ? এ শত্রুর কি শেষ নাই ?
হেপাস্তেন—হেপাস্তেন—এমন অবস্থায় আমায় রেখে গেলে ভাই ?

[উভয়ের প্রস্থান ।

নেপথ্যে—জয় মা ভবানী !

ষষ্ঠ পর্ভাঙ্ক



প্রান্তর ।

নেপথ্যে । জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী ! !

(বক্তাক্তকলেববে অর্পণা এবং তরবাবিহস্তে কল্যাণেব প্রবেশ)

কল্যাণ । চল মা—তোমাকে বাজবাটীতে বেথে আসি ! আর এ অবস্থায় তোমাব বণস্থলে থাকুবাব প্রয়োজন নাই ।

অর্পণা । কি ব'লুছ ব্রাহ্মণ ? কোথায় যাব আমি ? এখনও সেকেন্দার শাহ জীবিত, — এখনও স্বামি হস্তাকে নিহত ক'র্ত্তে পাল্লেন না, — তবে কিসেব জন্ত চ'লে যাব ?

কল্যাণ । মাগো—অস্ত্রাঘাতে তোর সর্বান্ন যে ক্ষতবিক্ষত ! তুই বে চলৎশক্তি পর্যাস্ত হাবিয়েছিস্ মা—

অর্পণা । ব্রাহ্মণ ! আমার কাছে থেকে অনর্থক বাক্যব্যয় ক'বোনা ! যাও—দেখ—তোমার সঙ্গিগণ সেকেন্দারকে বধ ক'র্ত্তে পাল্লেন কিনা ! সে সুসংবাদ পেলে তবে আমি এ স্থান পবিত্যাগ ক'রব ।

কল্যাণ । আমাব কথা রাখ মা—তোমার এ ভয়ঙ্কর অবস্থায় একটু আমায় সেবা ক'র্ত্তে দ'ও !

অর্পণা । ব্রাহ্মণ ! এ তোমার কেমন বিবেচনা ? আমার মত শত শত প্রাণী তো বুদ্ধক্ষেত্রে আহত হ'য়ে প'ড়ে আছে,—কই,—তা'দের সেবা ক'র্ত্তে তো তুমি এত ব্যস্ত নও ? আমাব প্রাণটাই প্রাণ,—আর তা'দের প্রাণের কোন মূল্য নেই ? যাও—আমাকে নির্জনে একটু বিশ্রাম ক'র্ত্তে দাও ! সেকেন্দার শাহের সংবাদ নিরে এইখানে এস—আমি এইখানেই থাকুব ।

কল্যাণ । কি ক'র' মা—আমাদের দুর্ভাগ্য ! নইলে যে ভাবে আমরা সেকেন্দার শাহকে আক্রমণ ক'রেছিলাম, তা'তে নিশ্চয়ই সে আজ নিহত হ'ত ! কোথা থেকে এক বীরবালক এসে—অত্যাশ্চর্য্য অসিচালনা ক'রে—তা'র আক্রমণকারীকে আর সেইসঙ্গে তোমাকে পর্য্যন্ত আহত ক'রে সেকেন্দারকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল !

অর্পণা । এখনও চেষ্টা কর ব্রাহ্মণ—এখনও চেষ্টা ক'লে কার্য্যসিদ্ধ হবে ! সেকেন্দারের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়েছে,—এইবার তোমরা সামান্য আয়াসে যুদ্ধজয় ক'র্তে পারবে !

কল্যাণ । তবে তুমি এইস্থানে থেকে মা—আমি একবার দেখে আসি !
[কল্যাণের প্রস্থান ।

অর্পণা । আর সময় নেই,—এইবার নিদানকাল উপস্থিত ! স্বামিন্ ! প্রভু ! প্রাণেশ্বর ! শেখরক্ষা ক'রে যেতে পাল্লেন না ! এসেছ—এসেছ হৃদয়েশ্বর ? ফুলের মালা হাতে নিয়ে—ফুলসাজ প'রে—ফুলের রঞ্জে চ'ড়ে আমায় নিতে এসেছ ? এস—কাছে এস—আমায় হাত ধ'রে তুলে নাও,—আমি যে উঠতে পাচ্ছি না ! স্বামিন্—পতি—প্রাণেশ্বর—
(মৃত্যু)

পট পল্লিবর্তন।



যুদ্ধক্ষেত্র।

আহতা দিয়ানাকে বক্ষে ধাবণ করিয়া আলেকজান্দার।

আলেক। তুমি রমণী? এতদিন ছদ্মবেশে ছিবে? কে তুমি—~~কে~~
তুমি আমার জীবনদাত্রী? তুমি না থাকলে—আজ কিছুতেই আমার
শত্রুহস্তে নিস্তাব ছিল না! বল—বল—কে তুমি? নিজের প্রাণ দিয়ে
আমার প্রাণরক্ষা ক'লে,—কে তুমি দেবী?

দিয়ানা। সম্রাট! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। মরণকালে একটা
অনুবোধ—যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে,—আমাকে বুক থেকে
নাবিও না! একটু কষ্ট ক'বে বুকে রাখ।

আলেক। কেন চিন্তা ক'চ্ছ? তোমায় আমি কিছুতেই বুক থেকে
নাবিয়ে রাখব না; তুমি তো জান—তোমাকে আমি কত ভালবাসি!

দিয়ানা। ভালবাস? সত্য ভালবাস?

আলেক। আমার জীবনে আমি কখনো মিথ্যা বলিনি,—আজ কেন
ব'লব? তোমায় আমি প্রাণেব চেয়ে ভালবাসি! তুমি আমায় ত্যাগ
ক'লে—আমার জীবনধারণ ছুঁকর হবে!

দিয়ানা। তবে আমি সুখে মরি! আশ্চর্য এই কথাটা শোনার
আমার বড় সাধ সম্রাট! তোমাকে ভালবেসে আমি জ্ঞানশূন্য—
পাগলিনী! তুমি আমায় ত্যাগ ক'রেছিলে,—আমি সেই রাগে—পৃথিবীময়
ছুটে ছুটে বেড়িয়েছি। তোমাকে না পেয়ে তোমাব প্রতি আমার ভীষণ
বিষেব হ'য়েছিল,—আমি তোমাকে হত্যা ক'র ব'লে এই ছদ্মবেশ ধারণ
ক'রেছিলাম।

৫ম অঙ্ক]

সেকেন্দার শাহ।

[৬ষ্ঠ গভীক।

‡ আলেক। কে তুমি—কে তুমি? তুমি কি. তুমি কি—সেই—
দিয়ানা। সেই দিয়ানা! তোমার গুরু আরিস্ততলের পালিঙা
কছা! আর কোন কথা তুলোনা—আর কোন প্রসঙ্গে শব্দ নেই,—
বল তুমি ভালবাসা ভালবাসা—

—তোমায় আমি খুবই ভালবাসি—
আর তো কোন অমরোধ ক'রুনা,
আমি তোমায় আহ ক'রে, পত্নী ব'লে গ্রহণ কব।
তোমার ভালবাসা চেয়েছিলুম,—তোমার ভালবাসা পাবার জন্য পাগলিনী
হ'য়েছিলুম,—যেমন ক'রেই হোক—সে আশা আমার মিটেছে—সে সাধ
আমার পূর্ণ হ'য়েছে! আমি প্রাণভ'রে তোমার সেবা ক'র্ত্তে পেয়েছি,—
তুমি আমায় ভালবাস—একথা তোমার মুখে শুনেছি,—সম্রাট—
প্রাণেশ্বর—দিয়ানার হৃদয়সর্বস্ব—বি—দা—য়— (মৃত্যু)

আলেক। দিয়ানা—দিয়ানা—

অবসানক।

শিবমস্ত।



